উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৯ কার্তিক ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 26 October 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 156

বিরাটদের নিয়ে প্রশ্ন উঠল

তেরোর পাতায়

নেপাল সীমান্তে রমরমা কারবার

উত্তরে অবাধে চিনা রসুন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : একেবারে ধবধবে সাদা। খোসাগুলোও বেশ নরম। ভারতীয় রসুনের সঙ্গে ফারাকও চোখে পড়ে অনায়াসে। তবু সস্তার লোভে ক্রেতাদের চোখ টানে 'নিষিদ্ধ' চিনা রসুন। আর ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই রোজ চোরাপথে নেপাল হয়ে এই চিনা রসুন ঢুকছে উত্তরবঙ্গে। কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

সূত্রের খবর, প্রতি রাতে সীমান্তের মেচি নদী পেরিয়ে ৬০-৭০টি ট্র্যাক্টরে করে বস্তা বস্তা চিনা রসুন নকশালবাড়িতে ঢুকছে। সেখান থেকে ভোরের দিকে সেগুলি পণ্যবাহী গাড়িতে করে শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে পৌঁছাচ্ছে। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির পাশাপাশি চলে যাচ্ছে ভিনরাজ্যেও। ব্যবসায়ীদের একটি অংশ জানাচ্ছে, বেশিরভাগ হোটেল, রেস্তোরাঁয় বিষে ভরা এই রসুনের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।

চিনা রসুন নিয়ে সাবধানবাণী শোনাচ্ছেন চিকিৎসকরাও। কারণ চিনা রসুন চাষে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই রসুন খেলে স্নায়ুর রোগ তো বটেই, হতে পারে লিভার, কিডনির রোগও। আশ্চর্যের বিষয়, দীর্ঘদিন এই পথে নেপাল থেকে চিনা রসুন পাচার হলেও পুলিশ বা প্রশাসন কেউই সেই অর্থে ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় সবটা শুনে বলছেন, 'এই ধরনের চোরাকারবারের খবর জানা ছিল না। এটা মূলত এনফোর্সমেন্ট শাখা দেখে। আমরাও খোঁজ নেব।' শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বাজারে এদেশের রসুন বর্তমানে ৩৮০-৪০০ টাকা

এরপর বারোর পাতায়

কেন নিষিদ্ধ?

ছত্রাকের সংক্রমণ থাকায় ২০১৪ সালে চিনা রসুন আমদানি করা বন্ধ করে ভারত। তারপরই নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়

'বিষে ভরা'

চিনে রসুন চাষে নর্দমা ও কারখানার দূষিত জল ব্যবহার করা হয়। ওই রসুনের মধ্যে আর্সেনিক, ক্রোমিয়ামের মতো ভারী পদার্থ থাকার সম্ভাবনাও থাকে, যা ক্যানসারের কারণ। তাছাড়া সাদা ধবধবে করতে ক্লোরিনও ব্যবহার করা হয়

ভারতে যে পথে

মেচি নদী পেরিয়ে সেই পথেও ট্র্যাক্টরে করে চিনা রসুন নকশালবাড়িতে পৌঁছায়

সেবদোল্লাজোত হয়েও মেচি নদী পেরিয়ে রসুন ঢুকছে

সমস্ত ট্র্যাক্টর নকশালবাড়িতে এসে রসুন নামিয়ে দেয়

ডানা'র দাপটে উত্তাল সমুদ্র। শুক্রবার দুপুরে ওডিশার উপকূলে বেসামাল মাছ ধরার ট্রলার। ছবি সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে।

হাউজিং ফর অল নিয়ে কড়া সুডা

দুর্নীতিদমনে ফরমান

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : কোথাও ঘর তৈরি না করেই হাপিস করে দেওয়া হয়েছে প্রকল্পের অর্থ। কোথাও আবার ভুয়ো উপভোক্তা দেখিয়ে তুলে নেওয়া হয়েছে টাকা। রাজ্যজুড়ে হাউজিং ফর অল প্রকল্পে বড়সড়ো দুর্নীতির আঁচ। বিভিন্ন পুরসভায় প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনের পর দুর্নীতির আভাস পেয়েছে কেন্দ্রীয় পরিদর্শক দলও। তাই দুর্নীতি রুখতে কড়া দাওয়াই দিয়েছে রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা)। বরাদ্দ অর্থ পেয়েও ঘর তৈরি না করলে উপভোক্তাকে সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে টাকা ফেরত না দিলে উপভোক্তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরসভাগুলিকে। টাকা পেয়েও কেন ঘর তৈরি করেননি, তা জানতে চেয়ে পুরসভার নোটিশের উত্তর না দিলে উপভোক্তার বিরুদ্ধে সরাসরি স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলেছে সুডা।

রাজ্যের নির্দেশ মেনে পুরসভাগুলি মামলা শুরু করলে শাসকদলের অনেক নেতাই ফাঁসবেন বলেই দাবি করেছেন বিরোধীরা। তাই তথ্য গোপন করে পুরসভা থেকে রাজ্যে রিপোর্ট পাঠানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। তবে কোনও পুরসভার রিপোর্টে গরমিল ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট পুরসভার বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য পুর দপ্তরের কর্তারা। পুর দপ্তরের এক আধিকারিকের কথা, 'আমরা নিয়মিত পরিদর্শন করছি। যে পুরসভা আসল তথ্য গোপন করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ হবে। কোনও অনিয়ম বরদাস্ত হবে না।' পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কথায়, 'স্বচ্ছতার প্রশ্নেই সুডা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গাইডলাইন অনুসারে নিয়ম মেনেই সবাইকে কাজ করতে হবে।'

যদিও কতটা কার্যকর হবে সুডার নির্দেশ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাম, বিজেপির মতো বিরোধীরা।

এরপর বারোর পাতায়

'মধুর মিলন' গৌতম ও দিলীপের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : মেয়র গৌতম দেব কাজ করতে পারেন না বলে ক'দিন আগেই তোপ দেগেছিলেন তাঁরই সতীর্থ দিলীপ বর্মন। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। পুজোর ঠিক আগে স্থানীয় একটি ক্লাবের বিজ্ঞাপনের গেট থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ও শুভেচ্ছাবার্তা সংবলিত বোর্ড সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও গৌতমকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। যদিও পুজোর পরেই তাঁর যাবতীয় ক্ষোভে জল পড়ল।

শুক্রবার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে জলের ট্যাংকার উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে কার্যত একে অপরের প্রশংসা শোনা গেল মেয়র পারিষদ ও মেয়রের মুখে। শুধু তাই নয়, সম্মানের অঙ্গ হিসেবে উঠে এল জুনিয়ার, সিনিয়ার তত্ত্বও। একের পর এক অভিযোগ প্রসঙ্গে গৌতমকে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, 'একটা জায়গায় আমরা একসঙ্গে কাজ করি। বয়সে ও আমার থেকে জুনিয়ার। আলোচনা করে আমরা সব ঠিক করে নিয়েছি।' দিলীপও ঝাঁঝহীন। তাঁর কথায়, 'উনি আমার সিনিয়ার। আলোচনা করে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।'

কিন্তু কী সূত্রে সব ঠিক হয়ে গেল? দিলীপের বক্তব্য, 'উনি বলেছেন, এরকম আর হবে না।'

শহরের কাউন্সিলারদের মধ্যে একসময় 'ঠোঁটকাটা' বলে পরিচিত ছিলেন রঞ্জন শীলশর্মা। দলের সিনিয়ার নেতা গৌতম দেবকেও পরোয়া করতেন না তিনি। ফলে বারবার বিতর্কিত মন্তব্য করে শিরোনামেও এসেছেন। রঞ্জন এখন অনেকটাই শান্ত। বরং তাঁর জুতোয় সম্প্রতি পা গলিয়েছিলেন মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন।

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

আস্থা খুইয়েও দ্রোহে ধাক্কার ছকে এগিয়ে শাসক শিবির

গৌতম সরকার

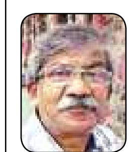

শাসক তোমার কীসের ভয়! স্লোগানটা ক'দিন রাজপথ কাঁপাল। কারও কারও প্রত্যয় জাগছিল, সত্যিই কাঁপন ধরেছে শাসকের বুকে। চোখে চোখ রেখে কথা শোনার অভ্যাস নেই শাসকের। বরং কেউ চোখে চোখ রেখে কথা বললে শাসক ক্রুদ্ধ হয়। বরদাস্ত করে না। দরকারে চোখ গেলে দেয়। এবার কিন্তু শাসক নীরবে শুনল, 'বুক পেতেছি গুলি কর, জাস্টিস ফর আরজি কর।' সোশ্যাল মিডিয়া উপচানো নানা পোস্ট পড়ে তখন মনে হচ্ছিল, সত্যি বোধহয় শাসকের শেষের সেদিন সমাগত।

যত প্রতাপশালীই হোক, শাসকের শেষের সেদিন কখনও না কখনও আসে। ইতিহাসে নজির প্রচুর। দেশে দেশে তো বটেই, বাংলাতেও। একসময় স্লোগান উঠেছিল, 'কেশপুরই হোক সিপিএমের শেষপুর।' শুধু কেশপুর নয়, ধীরে ধীরে গোটা বাংলা সিপিএমের শেষপুর হয়ে গিয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থায় আসন সংখ্যাই আসল। ওটা যে জিতবে 'ওহি সিকন্দর'।

সেই বিচারে বাংলা থেকে লোকসভায় বামেরা শূন্য! বিধানসভাতেও তাই। সংগঠন যাই থাক, মীনাক্ষীদের মতো তরুণ তুর্কিরা যতই থাকুন, ভোট রাজনীতিতে মহাশূন্য সিপিএমের। যে মহাশূন্যের ওপার থেকে মাঝে

এরপর বারোর পাতায়

পার্কের অফিসে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : গজলডোবার ভোরের আলো পর্যটন কেন্দ্রে তিস্তা ব্যারেজের ইকো পার্কের অফিসে দুষ্কৃতীদের ভাঙচুরের ঘটনা সামনে এসেছে। প্রায় এক সপ্তাহ আগে ঘটনাটি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অফিসের ভিতরের জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে। ভোরের আলো পর্যটন হাবের নির্জন এলাকার ইকো পার্কে কবে দুষ্কৃতী তাণ্ডব হয়েছে সে বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে সাত থেকে ১০ দিন আগে এলাকায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল ঠাকুর জানান, ভাঙচুরের ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও পার্ক পরিচালনা নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

পার্কটি তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশন থেকে বিশাল এলাকাজুড়ে তৈরি হলেও পার্ক পরিচালনার দায়িত্ব কে নেবেন সেটা এখনও ঠিক হয়নি। তাই গেট বন্ধ রয়েছে। গেটের সামনে পার্কের অফিস ও টিকিট কাউন্টারের ভেতর ব্যাপক ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতীরা। জানলার সমস্ত কাচ ভাঙা। ভাঙা কাচের টুকরো অফিসঘরের ভেতরে ছড়িয়ে রয়েছে। পার্কের ওপর যে নজরদারি রাখা হয় না তা এর থেকেই পরিষ্কার। পার্কের কাছেই অন্য প্রকল্পের কাজ চলছে। বৃহস্পতিবার

ভাঙচুরের পর গজলডোবায় ইকো পার্কের অফিস।

সেখানকার কিছু শ্রমিকের বক্তব্য, 'পার্কটি নির্জন পরিবেশে হওয়ায় লোকজন তেমন আসে না। আমরাও শুনেছি পার্কে কে বা কারা ভাঙচুর করেছে। অফিসের লোকজন এসে দেখে গিয়েছেন।'

এখনও ভোরের আলোতে পর্যটনভিত্তিক অন্যান্য কাজকর্ম চলছে। ভোরের আলো পর্যটনকেন্দ্রে ঢুকতেই হাওয়া মহলের আগে বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগোলেই ইকো পার্ক। রাজ্য বন উন্নয়ন নিগম থেকে বেশ কয়েক বছর আগে ইকো পার্ক তৈরি হয়। পার্কের ভেতরে বসার জায়গা সহ শিশুদের খেলার জন্য দোলনা, স্লিপার রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পর্যটকদের জন্য না খোলায় পার্কের ভেতরে ঝোপঝাড়ে ঢেকেছে। ইকো পার্কটির প্রবেশপথে কোনও সাইনবোর্ড না থাকায় কেউ সেদিকে তেমন পা বাড়ান না। গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় জানান, পার্কটি বন দপ্তরের পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিয়ে পরিচালনা করলে ভালো হয়। তিনি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেবেন।

কর্তৃপক্ষের অবহেলা

- তিস্তা ব্যারেজের ইকো পার্কের অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা সামনে এসেছে
- অফিসের ভিতরের জিনিসপত্র তছনছ, জানালার কাচ ভাঙা হয়েছে
- দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় পার্কের ভেতরে ঝোপঝাড়ে ঢেকে গিয়েছে
- ইকো পার্কে নজরদারির অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ

Office of the Principal Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital

EOI for Mess Services for Girls Hostel of MJNMCH

Expression of Interest (EOI) is invited for Mess Services for Girls Hostel of MJNMCH (College side) vide Memo No.: MJNMC/Prin/1891/2024, Dated: 25/10/2024. Details may be available from the following sites : **www.wbhealth.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.mjnmch.ac.in**

Sd/-
MJNMCH, Coochbehar

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No. WB6920040866302-এ আমার নাম ভুল থাকায় ২৪/১০/২০২৪ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে আমি Shambhu Paul S/o Fhanibhusan Paul থেকে Sambhu Paul, S/o Phani Bhusan Paul হলাম। (C/111967)

•

গত 23-09-2024 E.M. কোর্ট সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Chhalimuddin Miah থেকে Salimuddin Miya হলাম। Salimuddin Miya ও Chhalimuddin Miah একই ব্যক্তি। Salimuddin Miya, কলাবাড়ি ঘাট, কোচবিহার।

•

আমার আধার কার্ড নং 852401430450 এবং রেশন কার্ড নং SPHH0011413500, আমার নাম এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 23-10-2024, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Aproja Bibi এবং Apruja Bibi (Fatema Bibi আমার শাশুড়ি মা), স্বামী Bazle Rahaman এবং Bajler Rahaman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। খারিজা নলধোন্দ্রা, পুটিমারি-ফুলেশ্বরী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/111868)

'এসো, গল্প করি', ডাক দুই ময়নার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৫ অক্টোবর : রসিকবিল মিনি জু-তে বেড়াতে গিয়েছিলেন তুফানগঞ্জের দীপক বর্মন। এনক্লোজার ঘুরে দেখার সময় শুনতে পেলেন, কেউ যেন বলছে, 'কাকু, এদিকে এসো!'। ঘাড় ঘুরিয়ে আশপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না। খানিক বাদে ফের এক ডাক, 'কাকু, এসো গল্প করি।' এবার হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। দিনেরবেলায় ভূতের উপদ্রব নাকি? ভালো করে এদিক-ওদিক তাকাতে দীপক

রসিকবিল

বুঝলেন, খাঁচার ভেতর থেকে দুটো ময়না পাখি ডাকছে। ভুল ভাঙতেই মুখে চওড়া হাসি বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তির মুখে। দুই ময়নার সঙ্গে খুনশুটি করতে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল মিনি জু-তে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের।

জেলা বন বিভাগের এডিএফও বিজনকুমার নাথ জানান, সম্প্রতি জেলা থেকে দুটি ময়না, তিনটি সান কুনুর সহ তিন প্রজাতির ২৩টি টিয়া উদ্ধার করা হয়েছিল। চিকিৎসকরা তাদের চার সপ্তাহ পর্যবেক্ষণে রেখেছিল। পাখিগুলো সম্পূর্ণ সুস্থ থাকায় তাদের মিনি জু-তে তারজালির ঘেরাটোপে রাখা হয়েছে

পর্যটকদের নতুন আকর্ষণ দুই ময়না পাখি। রসিকবিল মিনি জু-তে। -সংবাদচিত্র

বাম আমলে প্রায় ২১০০ হেক্টর জমির ওপর রসিকবিল পর্যটনকেন্দ্রটি গড়ে ওঠে। সেখানে রয়েছে চিতাবাঘ, চিতল হরিণ, ঘড়িয়াল, ময়ূর সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। শীতের মরশুমে পরিযায়ী পাখিরা রসিকবিলে ভিড় জমায়। এবছর পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ ওই দুই ময়না পাখি।

খুব বেশিদিন হয়নি ময়না পাখি দুটি এসেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই নাম রাখা হবে। কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে বলছে, 'আমার নাম ময়না, তোমার নাম কী?' পর্যটকদের সঙ্গে গল্পে মশগুল দুই ময়নাই। কেউ তাদের কাকু, কেউ আবার দাদা। খাঁচার সামনে না দাঁড়ালে 'এসো, গল্প করি' বলে ডেকে নিচ্ছে। ভিড় জমলে আবার স্লোগান উঠছে, 'কাকু, গো ব্যাক'। খিদে পেলে বনকর্মীরা শুনছেন 'কাকু, ভাত দাও, খিদে পেয়েছে'।

পাখিকে দেখভালের দায়িত্বে থাকা বনকর্মীরা জানিয়েছেন, খাবার দিতে খানিকটা দেরি হলেই নালিশ করছে। আবার সকাল-সন্ধ্যায় পর্যটক না থাকলে মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এদিন রসিকবিলে বেড়াতে যান কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী রাজেশ দেবনাথ। তিনি বলেন, 'ডানার নিম্নচাপে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির জন্য ব্যবসা কার্যত লাটে। তাই এই সুযোগে পরিবারকে নিয়ে রসিকবিলে ঘুরতে এসেছি। কিন্তু দুই ময়না পাখির সঙ্গে কথা বলার পর ছেলে এখন বাড়ি ফিরতে চাইছে না।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের সুজনিপাড়া (এসপিএলই) এবং ঘোষা (জিজিও) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. : পার্কিং-২০২৪-১১। নিলাম শুরু : ০৮.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। ক্র. নং.: ১। লট নং :** পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১ এবং **স্টেশন :** সুজনিপাড়া। **ক্র. নং.: ২। লট নং :** পার্কিং-এমএলডিটি-জিজিও-এমএক্স-৪৯-২২-২ এবং **স্টেশন :** ঘোষা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-121/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Corrigendum Notice

Corrigendum Notice of NIT No.DDP/N-19 of 2024-25 for SL 6 & 10

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-19 of 2024-25 for SL 6 & 10 Closing date extended upto 30/10/2024 12.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

বিক্রয়

৩ কাঠা ১ ধূর, গুড়িয়াহাটি, ১ নং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নিকট, FCI Godown-এর পাশে, কোচবিহার। M : 9832719808, দালাল নিষ্প্রয়োজন। (C/113214)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে ২ জনের সংসারের কাজের জন্য মহিলা চাই। থাকতে হবে। বেতন সাক্ষাতে। (M) 7797712353. (C/113035)

•

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। খাওয়া ও থাকা সুব্যবস্থা রয়েছে। বেতন সাক্ষাতে। (M) :78639-77242. (C/113037)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. : পার্সেল-মালদা-২৪। নিলাম শুরু : ০৫.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্র. নং. ও লট নং :** (১) ২২৯৪৮-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-এসটি- ২২-১ (পার্সেল - এসএলআর)। (২) ১৪০০৩-এসএলআর -এফ-১-এমএলডিটি- এনডিএলএস - ২২-২ (পার্সেল -এসএলআর)। (৩) ১৩০৭২-এসএলআর- এফ-১-জেএমপি - এইচডব্লুএইচ - ২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। (৪) ১২০৪৯-এসএলআর-এফ১- জিওডিএ- এনডিএলএস - ২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর)। (৫) ১৩২৩৫-এসএলআর- এফ১- এসবিজি- ডিএনআর- ২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। (৬) ১৩২৩৫- এসএলআর- এফ২- এসবিজি - ডিএনআর- ২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। (৭) ১৫০৯৭- এসএলআর- এফ১- বিজিপি- জেএটি- ২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। (৮) ১৩৪২৯-এসএলআর-এফ১- এমএলডিটি- এএনভিটি - ২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। (৯) ১৩৪২৯-এসএলআর-এফ-২ -এমএলডিটি- এএনভিটি- ২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-120/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লামডিং প্রান্তের দিশায় নতুন গুডস লীড লাইনের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ৩২ অফ ২০২৪ তারিখ: ২৩-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা. জিএসইউ-জিএইচওয়াই-০৫-২০২৪। কাজের নাম:** নিউ গুয়াহাটিতে- নিউ গুয়াহাটি য়ার্ড রিমডেলিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত লামডিং প্রান্তের দিশায় নতুন গুডস লীড লাইন, বিদ্যমান ৫ টি স্ট্যাবলিং লাইনের সঙ্গে নতুন স্ট্যাবলিং লাইন, ৩ টি কোচিং লাইন, গুয়াহাটি প্রান্তে শান্টিং নেক লাইনের নির্মাণ, সাউথ লাইনের ব্রিজিং, পিট লাইন এবং সিক লাইনের ভেতরে ট্র্যাকের সংযোজন, নর্দমার পথ পরিবর্তন, ছোট সেতু নির্মাণ/সম্প্রসারণ, আর্থওয়ার্ক আদি কাজ (কম্পোজিট টেন্ডার)। **টেন্ডার রাশি:** ৩৪,২৭,০৭,৫৯৫.৬৬/- টাকা। **বায়না রাশি:** ১৮,৬৩,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ২৬-১১-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবে:** ২৬-১১-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। ওপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/ইস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-IV-A [রুল ৮ (৬) -এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে চার্জ দেওয়া/বন্ধক দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ১৩.১১.২০২৪ তারিখের হিসাবে "যেখানে যেমন আছে" যেখানে যা কিছু আছে", "যেখানে যাই থাকুক" ভিত্তিতে টা: ৫,৪৬,৭৬,০৫৫.০০ (পাঁচ কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান শাখার কাছে ১. মেসার্স সিজেজে ইনফ্রাপ্রোজেক্টস (ঋণগ্রহীতা), এইচ/২২/১/৮১, দ্বিতীয় তলা, ০২ মোবাইল প্লাজা বিল্ডিং, সেবক রোড, ওয়ার্ড নং-১১, মোবাইল প্লাজার উপর, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১, ২. শ্রী দীপক জৈন (অংশীদার/জামিনদাতা), ৩. শ্রী আকাশ জৈন (অংশীদার/জামিনদাতা) উভয়েই শ্রী বিজয় জৈনের পুত্র, উভয়েই ১৬৫, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, ওয়ার্ড নং-১১, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১ এতে বসবাসরত, ৩. শ্রী আকাশ জৈন (অংশীদার/জামিনদাতা) উভয়েই শ্রী বিজয় জৈনের পুত্র, উভয়েই ১৬৫, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, ওয়ার্ড নং-১১, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১ এতে বসবাসরত, ৪. শ্রী হরিশ কুমার সিংলা (অংশীদার/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) প্রয়াত ওমপ্রকাশ সিংলার পুত্র, ৫. শ্রী রাহুল সিংলা (অংশীদার/জামিনদাতা) শ্রী হরিশ কুমার সিংলার পুত্র, উভয়েই প্যারামাউন্ট বিল্ডিং, বিদ্যাভবন, এস. এফ. রোড, এল.আই.সি. বিল্ডিং এর নিকট, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৫ এতে বসবাসরত, ৬. শ্রী বিজয় জৈন (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) প্রয়াত জগমান্দার দাস জৈনের পুত্র, ৭. মেসার্স প্যারামাউন্ট বিল্ডার্স (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা), ৮.শ্রীমতী রেখা দেবী সিংলা (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং মেসার্স প্যারামাউন্ট বিল্ডিং এর অংশীদার) উভয়েই প্যারামাউন্ট বিল্ডিং, বিদ্যাভবন, এস. এফ. রোড, নিকট এল.আই.সি. বিল্ডিং, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৫-এতে বসবাসরত ব্যক্তির কাছে (২২.১০.২০২৪) তারিখের হিসাবে পাওনা রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তি-১

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	আবাসিক ফ্ল্যাটটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের সুগঠিত/আচ্ছাদিতভাবে গড়ে তোলা এলাকার পরিমাপ ২৪৯৭.৫০ স্কোয়ার ফিট দ্বিতলে অবিভক্ত সমানুপাতিকভাবে বিভক্ত জমি এবং সর্বজনীন ব্যবস্থা এবং উপযোগিতার সহিত জি+২ তলাবিশিষ্ট বিল্ডিংটি ১৬৫, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি, অংশবিশিষ্ট প্লট নং-৮৮১১, নিবন্ধিত খতিয়ান নং-৪৬২৯, মৌজা-শিলিগুড়ি, জেএল নং-১১০ (৮৮), পরগনা-বৈকুণ্ঠপুর, ওয়ার্ড নং-১১, পোস্ট+থানা+ মহকুমা – শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ বহনপ্রাপ্ত হোল্ডিং নং-২০৪/১৬৫ এবং ২০৫/১৬৬, শ্রী বিজয় জৈনের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উপহারকৃত দলিল নং- I-০২০৭৬ ২০১০ সালের হিসাবে স্বত্বাধিকরণে রয়েছে। নিবন্ধীকরণ করা হয়েছে – এডিএসআরও-শিলিগুড়ি-১, জেলা-দার্জিলিং। সীমানা : উত্তর : ১২' চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ-১২' চওড়া রাস্তা, পূর্ব : ০৫' চওড়া প্যাসেজ, পশ্চিম : শান্তি দেবী আগরওয়ালের জমি এবং বাড়ি।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা: ১,১৫,০০,০০০/- (১ কোটি পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টা: ১১,৫০,০০০/- (এগারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টা: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৩.১১.২০২৪ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা
সম্পত্তির আইডি নম্বর	আইডিআইবি৩০২৩৬৬৭৩২৩৭

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

সম্পত্তি-২

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ – ০.০৩৪ একর অথবা ২ কাঠা ১ ছটাক ২৪ স্কোয়ার ফিটের জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের সঙ্গে ২১০০ স্কোয়ার ফিটের পুরাতন পাকা নির্মাণের ৩ তলাবিশিষ্ট বিল্ডিংটি প্লট নং ৩৫৪৯ এতে অবস্থিত, যেটির নিবন্ধিত খতিয়ান নং – ৩৪৩ এবং ৯১৩, মৌজা, শিলিগুড়ি, জে.এল. নং- ১১০(৮৮), পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, তৌজি নং. ৩ (জেএ) ওয়ার্ড নং- ২৫, শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনস্থ চিত্রালি স্টুডিও-এর নিকট, এস.এফ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী হরিশ কুমার সিংলার উপহারপ্রদত্ত দ্রষ্টব্য দলিল নং-I- ১২৫৯ ২৪.১০.২০০৭ তারিখের হিসাবে স্বত্বাধীকরণে এডিএসআরও তে নিবন্ধিত শিলিগুড়ি-I তে অবস্থিত। সীমানা : উত্তর : ৮' চওড়া সর্বজনীন গমন পথ এবং শ্রী কাঞ্চিলাল মজুমদারের জমি। দক্ষিণ : সোমানি মিল কম্পাউন্ডের সীমানা, পূর্ব সোমানি মিল কম্পাউন্ডের সীমানা, পশ্চিমে : সুরেশ মৈত্রের জমি এবং বাড়ি।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা: ৯২,০০,০০০/- (বিরানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টা: ৯,২০,০০০/- (নয় লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টা: ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার টাকা মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৩.১১.২০২৪ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা
সম্পত্তির আইডি নম্বর	আইডিআইবি৫০৪০৩৬৬৯৪০৩

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে- আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt. Ltd. অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ -এতে, রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com -এতে। সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য পরিদর্শন করুন https://www.ebkray.in এবং পোর্টাল সংক্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য যোগাযোগ করুন- PSB Alliance Pvt. Ltd., যোগাযোগ নং- ৮২৯১২২০২২০। দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খোঁজার সময় উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নম্বরটি ব্যবহার করুন।

তারিখ : ২৪.১০.২০২৪, স্থান : শিলিগুড়ি — অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১। (শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর - নোডাল অফিসার - মোবাইল নং : ৭০০৭৯৮৩৭৪৩)
২। (শ্রী সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক - মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫

কিডনি প্রতিস্থাপন

নয়া নজির দুর্গাপুর মিশন হাসপাতালের

নিউজ ব্যুরো

২৫ অক্টোবর : দুর্গাপুরের মিশন হাসপাতাল হৃদরোগ ও অস্থি চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে সুনাম অর্জন করেছে। এবার সফল কিডনি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে হাসপাতালের মুকুটে যোগ হল আরও একটি পালক। কিডনির সমস্যাজনিত রোগে ভুগছিলেন আসানসোলের সাঁকতোড়িয়ার পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বাবা একটি কিডনি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মিশন হাসপাতালে বাবার কিডনি নিয়ে ছেলের শরীরে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর। এই সাফল্যের পেছনে নেফ্রোলজি বিভাগের ডাঃ দীপক কুমার ও ডাঃ রবিরঞ্জন সৌ মণ্ডল সহ হাসপাতালের সব বিভাগের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। অনেক কম খরচে এই জটিল প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। মিশন হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডাঃ সত্যজিৎ বসু বলেন, 'এখন থেকে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য কলকাতা বা অন্যত্র ছুটতে হবে না। দুর্গাপুরের মিশন হাসপাতালে অনেক কম খরচে কিডনি প্রতিস্থাপনের সুযোগ মিলবে।'

IN THE COURT OF THE LD. CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION (DISTRICT DELEGATE) AT JALPAIGURI
Ref : Misc. Judicial (Succession) Case No. 16 of 2024
SMT. PAPIYA DUTTA
...............Petitioner

Whereas Smt. Papiya Dutta, W/o – Late Rinku Dutta and Rupayan Dutta (Minor), S/o. Late Rinku Dutta, both are resident of C/o - Rinku Dutta, 03, Sachitra Paul Sarani, Ward No. 39, Haiderpara, P.O. Rabindra Sarani, P.S. Bhaktinagar, District Jalpaiguri, have applied for obtaining Succession Certificate in respect of the Debts and Securities left by her husband and his father, Rinku Dutta, S/o - Late Nagendra Nath Dutta, lying with UTI Mutual Fund under UTI Dividend Yield Fund Scheme vide Folio No. 1498248786 holding 21790.074 units in the name of the deceased Rinku Dutta investment amounting to Rs. 3,36,189 whose present valuation is Rs. 6,41,236.

Any body having any objection may appear before the Court of the Ld. Civil Judge Senior Division (District Delegate) at Jalpaiguri within 30 days from the date of publishing of this notice.

By Order :
Jayanta Dhar
SHARISTADAR
CIVIL JUDGE, SENIOR DIVISION
JALPAIGURI

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় – **বউচুরি** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ পাওয়ার, বিকেল ৪.৪০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধ্যা ৭.৪০ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.৫০ সন্তান

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রণক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ মহাগুরু, সন্ধ্যা ৭.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, রাত ১০.০০ সূর্য

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ বস ২, বিকেল ৩.০০ মায়ের অধিকার, ৫.৫০ প্রতিদান, রাত ৮.৫০ মহাসতী সাবিত্রী, ১১.২০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাগপঞ্চমী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শপথ নিলাম, সন্ধ্যা ৭.৩০ অপরাহ্ণের আলো

প্রতিদান বিকেল ৫.৫০ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায়**

বদলাপুর বিকেল ৪.১৭ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

ডন রাত ১০.১৩ মিনিটে **জি আনমোল সিনেমায়**

নভেম্বর'২০২৪ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ইউনিট অনুযায়ী **নভেম্বর**'২০২৪ মাসের জন্য ডেপুটি সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি -এর এখতিয়ারের অধীনে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য আসন্ন ই-নিলামের সময়সূচী, এতদ্বারা নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছে:

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্রম. নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	নভেম্বর'২০২৪	০৫-১১-২০২৪, ১২-১১-২০২৪ এবং ২৬-১১-২০২৪

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্রম. নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	নভেম্বর'২০২৪	০৫-১১-২০২৪, ১২-১১-২০২৪ এবং ২৬-১১-২০২৪

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্রম. নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	নভেম্বর'২০২৪	০৫-১১-২০২৪, ১২-১১-২০২৪ এবং ২৬-১১-২০২৪

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (**www.ireps.gov.in**) -এর মাধ্যমে বিড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি সিএমএম/ নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারের আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে জনপ্রিয় হবেন। বৃষ : বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবসায় সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। মিথুন : অফিসের কাজে দূরে যেতে হবে। ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। কর্কট : কোনও নিকট আত্মীয়কে কিছু বলে ফেলে সমস্যায়। শত্রুর সঙ্গে সম্মানজনক শর্তে আপস হওয়ায় সম্ভাবনা। সিংহ : নতুন কোনও চাকরিতে যোগ দিতে হতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হবে। কন্যা : নিজের ভুলে কাউকে আঘাত দিয়ে ফেলবেন। বাড়ি সারানোর কাজে নেমে পড়শির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। তুলা : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। প্রেমে শুভ। বৃশ্চিক : আজ নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। ধনু : সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে খুব খুশি হবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। মকর : ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। বহু চেষ্টার পর পাওনা আদায়ে সমর্থ হবেন। কুম্ভ : কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে আনন্দ। স্বপ্নপূরণের আকস্মিক বাধায় হতাশা বাড়বে। মীন : যে কাজ করতে গিয়ে থেমে যেতে হয়েছিল, সেই কাজ এ সপ্তাহে শুরু করুন। পেটের ব্যথায় ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৯ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৪ কার্তিক, ২৬ অক্টোবর ২০২৪, ৯ কাতি, সংবৎ ৯ কার্তিক বদি, ২২ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৩, অঃ ৫।০। শনিবার, নবমী দিবা ৬।৩৮। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ১।৩৫। শুভযোগ দিবা ১০।৪। গরকরণ দিবা ৬।৩৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৭।৯ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১।৩৫ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ৬।৩৮ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৭ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।১১ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৫।০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৬ মধ্যে ও ৪।৭ গতে ৫।৪৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৫ মধ্যে ও ৭।১৯ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।০ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৯ গতে ২।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।২৩ গতে ৩।১৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

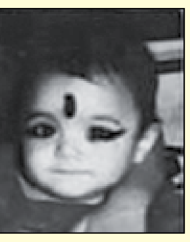

☺ শুভ জন্মদিন আমার প্রিয় ঢোলু (Piu) খুব খুব ভালো থাকো। আমি তোমার পাশে সবসময় থাকবো। শুভ। ধূপগুড়ি।

নদীর জলে ট্রাক নামিয়ে তোলা হচ্ছে বালি। আলিপুরদুয়ার শিলতোর্ষা নদীতে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

বন্ধ গরুমারার দুই নজরমিনার

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : গরুমারার একটি নজরমিনার বন্ধ প্রায় দু'বছরের বেশি সময় ধরে। অন্য নজরমিনারটিতে টিকিট কেটে পর্যটকরা কাছে যেতে পারলেও বেহাল দশার জন্য সেটিতে উঠতে পারছেন না প্রায় ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে। গরুমারা আর পাঁচটি নজরমিনারের মধ্যে দুটির এই দশায় হতাশা ছড়িয়েছে পর্যটন মহলে।

ভ্রমণপিপাসু মানুষের কাছে গরুমারা জঙ্গল অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। গভীর জঙ্গলের পাশাপাশি গন্ডার-হাতি-বাইসন-লেপার্ড ছাড়াও হাজারো ছোট-বড় পশুপাখির পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের, অর্কিডের সম্ভার রয়েছে গরুমারায়। এর উপর নির্ভর করেই প্রতিবছর কয়েক হাজার পর্যটকের সমাগম হয় গরুমারার জঙ্গলে। মূলত জিপসি করে পর্যটকরা গরুমারার মেদলা, চুকচুকি, যাত্রাপ্রসাদ, চন্দ্রচূড় ও চাপড়ামারি- এই পাঁচটি নজরমিনারে চারটি শিফটে প্রবেশ করতে পারতেন। প্রতি শিফটে ৬ জন করে পর্যটক জিপসি করে এই নজরমিনারগুলিতে প্রবেশ করেন। তবে দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে গরুমারা জঙ্গলের বেশ কয়েকটি নজরমিনার পর্যটকদের প্রবেশের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তারমধ্যে চুকচুকি ও চন্দ্রচূড় এই দুটি নজরমিনারের অবস্থা খুবই বেহাল। যে কোনও সময় নজরমিনার ভেঙে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। গত দু'বছরের ওপর সময় থেকে নতুন করে মূর্তি সেতু তৈরির জন্য পুরোনো মূর্তি সেতুকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফলে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য এমনিতেই বন্ধ রয়েছে চন্দ্রচূড় নজরমিনার। অনলাইনে চুকচুকি নজরমিনারে প্রবেশের টিকিট মিললেও সেখানে গিয়ে হতাশা ছাড়া আর কিছু পাচ্ছেন না পর্যটকরা। কারণ এই নজরমিনারটির অবস্থা এতটাই বেহাল যে সেখানে উঠলে দুর্ঘটনা নিশ্চিত। তাই বেহাল নজরমিনারের অবস্থা না জেনে টিকিট কেটে নজরমিনারে প্রবেশ করে নজরমিনারে উঠতে পারছেন না পর্যটকরা। যা নিয়ে পর্যটন মহলে ক্ষোভ রয়েছে বিস্তর।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে অভিযোগ করে জানান, পর্যটকরা না জেনেই অনলাইনে টিকিট কেটে নজরমিনারে প্রবেশ করে হতাশ হচ্ছেন। অবিলম্বে এই নজরমিনারগুলো সংস্কার করা প্রয়োজন। মূর্তি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মজিদুল আলম বলেন, 'দীর্ঘদিন থেকে আমরা এই দুটো নজরমিনারকে সংস্কার করে পর্যটকদের কাছে খুলে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে আসছি। দ্রুত যাতে বন দপ্তর এই উদ্যোগ নেয় সেই আশায় রয়েছি। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'ওই দুটি নজরমিনার কিছুটা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। সেটি সংস্কার করার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। দ্রুত নজরমিনার দুটি সংস্কার করে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।'

বেহাল অবস্থায় চন্দ্রচূড় নজরমিনার।

পাওয়ার লিফটিংয়ে জোড়া পদক

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : ইউরোপিয়ান পাওয়ারলিফটিং প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে সোনা এবং রুপোর পদক পেল শিলিগুড়ির জিৎ গোপ। রানিডাঙ্গায় এসএসবি ক্যাম্পের কাছে বাড়ি তার। পনেরো বছর বয়স থেকে পাওয়ার লিফটিংয়ের প্রতি ঝোঁক। দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত অনুশীলন চালিয়েছে একাদশ শ্রেণির এই পড়ুয়া। ইউরোপিয়ান পাওয়ারলিফটিং প্রতিযোগিতার টিনএজার বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিল সে। সেখানে এল জোড়া সাফল্য। এর আগে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের একাধিক প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছে শহরের ছেলে। আগামীদিনে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার ইচ্ছে তার। সুযোগ পেতে প্রস্তুতি শুরু করেছে ইতিমধ্যে। তবে পড়াশোনায় ফাঁকি দিতে নারাজ। জিৎ বলছিল, 'জিমে ভর্তি হওয়ার পর থেকে পাওয়ারলিফটিংয়ের প্রতি ঝোঁক বাড়তে থাকে। বাবা-মা আমাকে খুব উৎসাহ দেন। ইউটিউবে পাওয়ারলিফটারদের ভিডিও দেখি। নিয়মিত অনুশীলন করতে হয়। শরীর সুস্থ রাখতে কড়া নিয়ম মেনে চলি সারাবছর।'

এবছর ১১ থেকে ১৩ অক্টোবর প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল স্পেনে। সেখানে ৬৭.৫ কেজি পাওয়ারলিফট করেছে দিল্লির হোপ হল ফাউন্ডেশন স্কুলের পড়ুয়াটি। ছেলের সাফল্যে আপ্লুত বিকাশ গোপ। শুক্রবার বললেন, 'কঠোর পরিশ্রম করে এত কম বয়সে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছে জিৎ।' খুশি তার মা মান্টি গোপও।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

জন্ম ঃ ৮ জুন ১৯৫৭

মৃত্যু ঃ ৬ অক্টোবর ২০২৪

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের পরম প্রিয় বাবা প্রেম মোক্তান লামা প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় ২৭ অক্টোবর তাঁর নিজ বাসভবনে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এই উপলক্ষ্যে উক্ত দিবসে তাঁর আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের আমাদের বাসভবনে সকলকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাই।

ঠিকানা ঃ
হসপিটাল লাইন, পোস্ট অফিসের পাশে, কালচিনি, জেলাঃ আলিপুরদুয়ার

ভাগ্যহীন পুত্রদ্বয় -
তেনজিং লামা ও নিটচেন লামা

প্রজাপতি পার্কের উদ্যোগ কলেজে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৫ অক্টোবর : শুধু পড়াশোনাই নয়, প্রকৃতি বাঁচাতে একের পর এক অভিনব উদ্যোগ নিচ্ছে মালদা কলেজ। কখনও কলেজ চত্বরে গড়ে তোলা হচ্ছে নিমবাগান, কখনও বা তৈরি হচ্ছে পাখিদের বাসস্থান। এবার কলেজ চত্বরে প্রজাপতি পার্ক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রজাপতিদের আকর্ষণ করার জন্য ইতিমধ্যে লাগানো হয়েছে বেশকিছু গাছ। যে গাছ ওই বিশেষ প্রজাপতির পতঙ্গদের জন্য উপযুক্ত। কলেজ টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক পীযূষকান্তি সাহা জানিয়েছেন, 'ইতিমধ্যে ২৫ থেকে ৩০টি প্রজাতির দেখা মিলেছে। আর কিছুদিনের মধ্যে পড়ুয়াদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ওই পার্ক।'

প্লেইন টাইগার (উপরে)। কমন গ্রাস। -কল্লোল মজুমদার

কোন কোন প্রজাতির প্রজাপতি আসতে শুরু করেছে? বিশেষজ্ঞদের মতে, কমন মরমন, কমন ক্রো, কমন ইজেবেল, কমন ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন, ইন্ডিয়ান রেড অ্যাডমিরাল, প্লেইন টাইগার, পেইন্টেড লেডি, লেমন বাটার ফ্লাই, কমন গ্রাস ইয়োলো। লাল, নীল হলুদ, খয়েরি, সবুজ নানা রংয়ের। কলেজ অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য বলেন, 'আমরা আগেই কলেজ চত্বরে পাখিদের বাসস্থান গড়ে তুলেছি। এবার আমাদের লক্ষ্য প্রজাপতি পার্ক। আমাদের কলেজ ক্যাম্পাস ৫২ বিঘা জমির উপরে গড়ে উঠেছে। পিছনের দিকে অনেক জংলি গাছ রয়েছে। সেখানে প্রজাপতি আসত। এরপর মালদার বিভিন্ন স্কুল, কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে এসে প্রজাপতি চেনানো হবে।' পীযূষকান্তি সাহা আরও জানান, 'শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বাঁচাতে হবে প্রকৃতিকে। তবে বাঁচবে মানব সভ্যতা, প্রকৃতির জৈব ভারসাম্য বজায় থাকবে।' মালদা কলেজে প্রজাপতি পার্ক গড়ে তুলতে নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন বাদলমণি হাইস্কুলের শিক্ষক জয়ন্ত চৌধুরী।

বাদলমণি হাইস্কুল প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেখানে জেলায় প্রথম গড়ে তোলা হয় প্রজাপতি পার্ক। কিন্তু, নানা কারণে সেই পার্কের অস্তিত্ব আর নেই। ওই স্কুলের শিক্ষক জয়ন্ত চৌধুরীর কথায়, 'প্রজাপতি, মথ, কীটপতঙ্গের অস্তিত্ব আমাদের আগামীতে বেঁচে থাকার জন্য কতটা প্রয়োজনীয় তা বুঝতে খুব বড় বিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন হয় না।'

চুরিতে বাংলাদেশি চক্র

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ারে সক্রিয় বাংলাদেশের দুষ্কৃতীচক্র। বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে আলিপুরদুয়ার শহরে এসে চুরি করত দুষ্কৃতীদের দল। 'অপারেশন' শেষে চ্যাংরাবান্ধা রুট ধরে বাংলাদেশ পালিয়ে যেত অভিযুক্তরা। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার শহরে একের পর এক চুরির ঘটনা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুলিশের। এই গ্যাংটির চুরির ধরন ছিল একেবারেই আলাদা। ফলে পুলিশকে হিমসিম খেতে হয়েছিল প্রথমে।

দিনকয়েক আগে ফালাকাটার এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে তদন্তে সাফল্য মেলে। তার সঙ্গে বাংলাদেশের দুই দুষ্কৃতী জড়িত থাকার অভিযোগ সামনে আসে। দুই বাংলাদেশি অভিযুক্তকে প্রথমে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তারপর তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নেয়। শুক্রবার দুই ধৃতকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'চুরির ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।'

পরিকল্পনা

- বাংলাদেশের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের দুষ্কৃতীদের যোগাযোগ
- 'টার্গেট' এলাকায় রেইকির পর দিনক্ষণ ঠিক করে বাংলাদেশে খবর
- চুরির পর চ্যাংরাবান্ধা রুট ধরে বাংলাদেশে ফিরে যেত দলটি

পুলিশের সন্দেহ, স্থানীয় দুষ্কৃতীদের মদতে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা ডেরা বাঁধছে আলিপুরদুয়ারের মতো জায়গায়। সীমান্তরক্ষী থেকে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। গোয়েন্দা দপ্তরের কাছেও এই বিষয়ে কোনও তথ্য না থাকার বিষয়টি ভাবাচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হতে এই ধরনের চুরির ঘটনা কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফালাকাটার এক অভিযুক্তের সঙ্গে বাংলাদেশের দুই অভিযুক্তের যোগাযোগ ছিল। কোন বাড়িতে চুরি করতে হবে, সেটা নির্দিষ্ট হওয়ার পর বাংলাদেশের দুই অভিযুক্তের ডাক পড়ত। আলিপুরদুয়ার শহরে এসে চুরি চলত। চুরির ধরন ছিল আলাদা। জানলার গ্রিল ভেঙে ঘরে ঢুকে চুরি করত দুষ্কৃতীদের দলটি। ফাঁকা বাড়ি হোক বা বাড়িতে লোকজন থাকলেও তাদের কাজে বাধা আসত না। রাতে গৃহস্থরা ঘুমিয়ে পড়ার পর 'অপারেশন' চলত। কিন্তু ঘরে চোর ঢুকলেও গৃহস্থদের কারও টের না পাওয়ার বিষয়টি সন্দেহজনক। পুলিশের অনুমান, ক্লোরোফর্ম জাতীয় ঘুমের কোনও ওষুধের মাধ্যমে সবাইকে অজ্ঞান করে দেওয়া হত। তারপর নির্বিঘ্নে সোনার অলংকার এবং নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিত।

কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার, এই দুই জেলাতেই চুরির খবর মিলেছে। আলিপুরদুয়ারে ইতিমধ্যে পাঁচ-ছয়টি চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, চুরি করার আগে ওই এলাকায় রেইকি চলত। নির্দিষ্ট বাড়ি চিহ্নিত হওয়ার পর চুরির দিনক্ষণ ঠিক করা হত। তারপর সুযোগ বুঝে সঙ্গীসাথিদের নিয়ে কাজে নামত দুষ্কৃতীরা।

তবে অভিযুক্তদের কাছে ভিসা, পাসপোর্ট থাকায় সন্দেহের উপায় ছিল না। তাদের কাছে বাংলাদেশ এবং ভারতের আলাদা সিমও রয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্ত পার করে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের মতো জায়গাতে চুরি করলেও কোথায় এই দুষ্কৃতীদের ডেরা ছিল, সেটা এখনও জানা যায়নি।

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার শহরের মধ্যপাড়া, শোভাগঞ্জ সহ একাধিক জায়গায় চুরির অভিযোগ ওঠে। বড় অঙ্কের চুরি হওয়ায় পুলিশের ওপর চাপ বাড়ছিল। তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের খোঁজ মেলে।

ট্র্যাপ ক্যামেরায় 'খুনি' চিতা

নাগরাকাটা, ২৫ অক্টোবর : দক্ষিণ খেরকাটার এলাকায় ঘাতক চিতাবাঘের ছবি গতকাল রাতে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। তবে বুনোটি এখন ওই এলাকায় রয়েছে নাকি অন্যত্র চলে গিয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'আমাদের ধারণা চিতাবাঘটি পূর্ণবয়স্ক। আমরা এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছি।' পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, যে দুটি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছিল তার মধ্যে একটি চুরি হয়ে গিয়েছে। বন দপ্তর বানারহাট থানায় সেই চুরির ঘটনার বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে। আংরভাসা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ববি তেলি সাউয়ের কথায়, 'ক্যামেরা চুরি ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যদি কেউ না বুঝে ওটা নিয়ে থাকেন তাহলে তা ফেরত দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে।'

১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাড়ির উঠোন থেকে বছর দশের শিশু সুশীলা গোয়ালাকে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। তারপর দিন থেকেই ওই ঘাতক বুনোকে ধরতে দুটি খাঁচা পাতা হয়। তবে এখনও তাকে ধরা যায়নি। শুক্রবার বিকেলে ওই নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি প্রেম ছেত্রী, দলের আংরাভাসা ১ নম্বর অঞ্চল কমিটির সভাপতি পৃথ্বীরাজ ছেত্রী প্রমুখ দেখা করেন। তাঁরা সুশীলার পারলৌকিক কাজের জন্য খাদ্যসামগ্রীর পাশাপাশি কিছু আর্থিক সহযোগিতা করেন।

ভ্রামরী দেবীর মূর্তি জল্পেশে। -সংবাদচিত্র

সূর্য ওঠার আগে রোজ কালীর পুজো

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : সতীর ৫১ পীঠের এক পীঠ ময়নাগুড়ি জল্পেশের ভ্রামরী মন্দির। কালিকা পুরাণ অনুযায়ী, এই জায়গায় সতীর বাঁ পায়ের অংশ পড়েছিল। এছাড়াও ডুয়ার্স সম্পর্কিত বিভিন্ন বইয়ে মন্দিরের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। ঐতিহাসিকদের একাংশের মতে, প্রায় ১২০০ বছর আগে কালাপাহাড় রাজা নিজ ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মগ্রহণ করার পর বিভিন্ন মন্দির ধ্বংস করেন। সেসময় এই মন্দিরটিও ধ্বংস করা হয়। আবার একাংশের মতে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বক্তিয়ার খিলজি ভুটান ও অসম জয় করবার উদ্দেশ্যে এই এলাকায় আসেন। সেসময় তিনি এই অঞ্চলের সব পাথরের মন্দির ধ্বংস করেন। তখন জল্পেশ মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরটিও ধ্বংস করা হয়।

ইতিহাস যাই বলুক, মন্দিরের নামটি কিন্তু হয়েছে এখানকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে। বেশ কিছু বছর আগে মন্দির লাগোয়া এই জায়গায় ছিল গভীর জঙ্গল। জঙ্গলের এই জায়গায় ভ্রমর অর্থাৎ ভোমরার আধিক্য ছিল। সেই থেকেই মন্দিরের নাম হয় 'ভ্রামরী'। এই ভ্রামরী মন্দির ওই এলাকায় আবার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির নামেও পরিচিত। অনেকের মতে, সিদ্ধিলাভের আশায় বহু সাধক এই মন্দিরে আসতেন এবং সিদ্ধিলাভ করতেন। তাই এই মন্দিরের এই নাম।

বর্তমানে টিনের চাল দেওয়া ঘরের মধ্যে কষ্টিপাথরের তৈরি কালীমূর্তিটি রয়েছে। জল্পেশ মন্দির থেকে ১০০ গজ দূরে অবস্থিত এই মন্দিরে প্রতিদিন ভোর ৪টায় সূর্য ওঠার আগে পুজো করা হয়। সূর্য ওঠার আগে এই মন্দিরের পুজো করা ফুল নিয়ে গিয়ে জল্পেশের মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবঠাকুরের পুজো করা হয়। এরপর সারাদিনব্যাপী পর্যায়ক্রমে পুজো চলতেই থাকে।

পুরোহিত সমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'এই দেবীর পুজোর নিয়মও আলাদা। কালীপুজোর রাতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কালীপুজো হয়ে থাকে।'

প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ পুজোর আয়োজন হয়। তবে কালীপুজোর দিনে পুজোর আয়োজন সব থেকে আলাদা। ওই দিন আশপাশের এলাকার বহু মানুষ মন্দিরে ভিড় জমান। জল্পেশ মন্দিরের স্থানীয় বাসিন্দা তন্ময় ভট্টাচার্য বলেন, 'এবছরও নিষ্ঠাসহকারে পুজো হবে কালীপুজোর দিন। তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।'

ময়নাগুড়ি জল্পেশ এলাকার এই ভ্রামরী মন্দির ও মন্দিরের ভেতর দেবতারূপী প্রস্তরখণ্ডকে ঘিরে এলাকায় নানান মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। তবে তার থেকেও বেশি রয়েছে মন্দিরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। মন্দিরে গেলে তার আশপাশে সেই নিদর্শনের ছাপ স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। ধ্বংস হওয়ার পরবর্তীতে জল্পেশ মন্দির নতুনভাবে নির্মাণ করা হলেও এই ভ্রামরী মন্দির আর নির্মাণ হয়নি। সেই থেকে জরাজীর্ণ অবস্থাতেই রয়েছে গোটা মন্দির। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন অংশও মন্দিরের আশপাশেই রয়েছে। জল্পেশ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব জানান, ভ্রামরী মন্দিরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্টই।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা সোনু জয়সওয়াল - কে 26.06.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96B 78176 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি একদিকে আমাদের রাজ্য জুড়ে অনেক কোটিপতি তৈরি করেছে এবং এছাড়াও বিভিন্ন বিক্রেতাদের প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। ডিয়ার লটারির থেকে বিভিন্ন পুরস্কারের বেশ কয়েকজন বিজয়ীকে দেখলে অনেক আনন্দিত অনুভব করি। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর আমার আনন্দের সীমা ছিল না।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

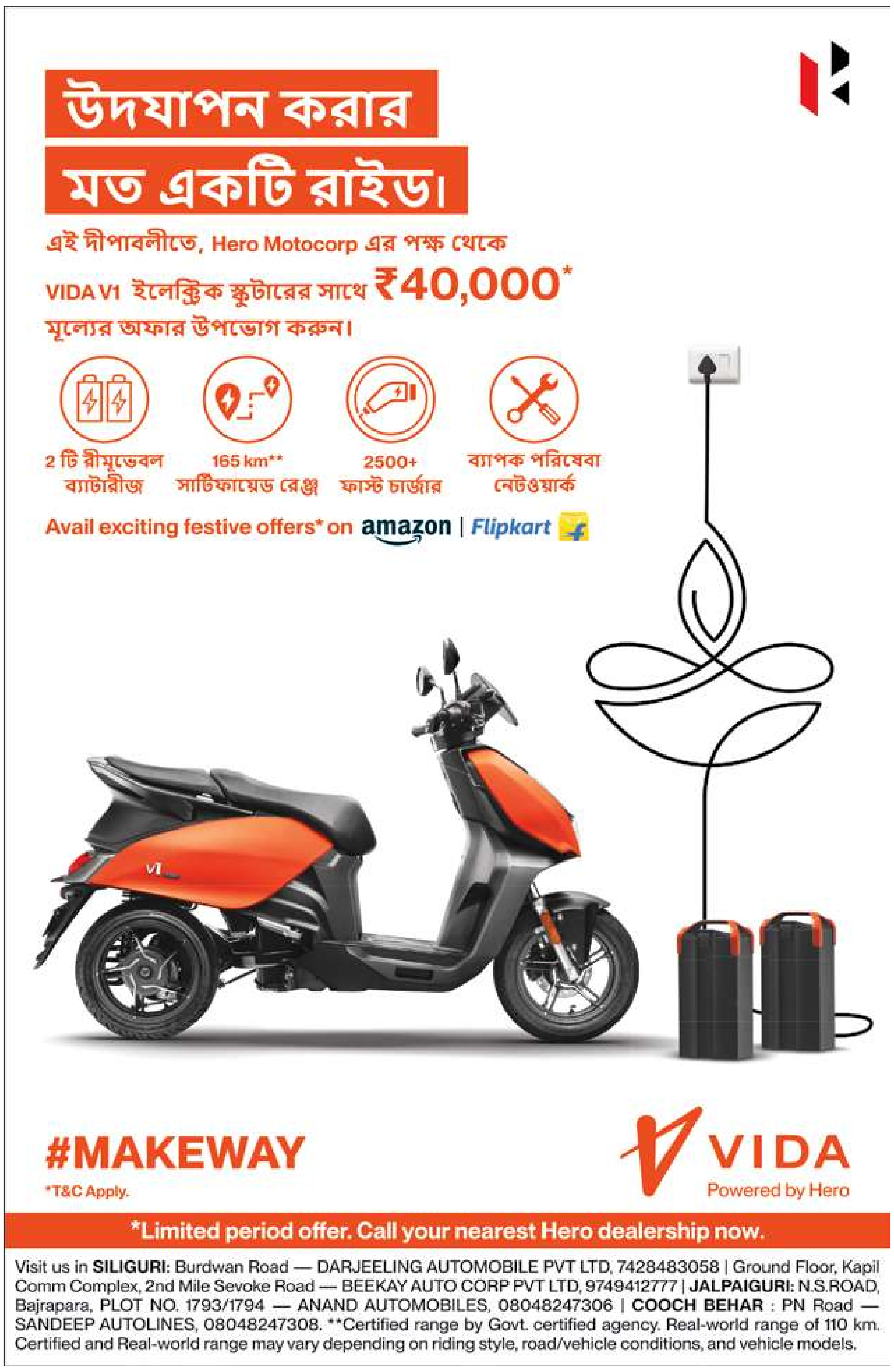

পড়ে মৃত্যু

হাওড়ায় হাঁটুসমান জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল পুরসভার এক অস্থায়ী কর্মীর। দুপুরে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। আচমকা পড়ে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার বলি

শুক্রবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের মারিশদায় কাঁথি-দিঘা রাজ্য সড়কে লরির ধাক্কায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। এর জেরে ওই রাস্তায় যান চলাচল কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে।

বিশেষ ট্রেন

কালীপুজোর সময় শিয়ালদা শাখায় অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল। ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর ৮ জোড়া ইএমইউ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

নিয়োগ

স্বাস্থ্য দপ্তরে ৩৪টি পদে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে কর্মবন্ধু প্রকল্পে ৫৭টি পদে, জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরে ৭টি পদে এবং অর্থ ও পরিবেশ দপ্তরে একটি করে পদে নিয়োগ করা হবে।

দুর্যোগে দেখা নেই রেড ভলান্টিয়ার্সের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : করোনাকালে মানুষের সহায়তায় নেমে বিস্তর প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন সিপিএমের রেড ভলান্টিয়াররা। ভোটের ময়দানে সেই ইস্যুকে সামনে রেখে চলেছিল প্রচারের ঘনঘটা। তবে ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'-র সময় দেখা গেল না এই বাহিনীকে। সমাজমাধ্যমে সতর্কবার্তা দিয়ে রেড ভলান্টিয়ার্স-এর যোগাযোগ নম্বর প্রচার করা হলেও বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা মিলল না তাঁদের। দুর্যোগের প্রভাব সেভাবে পড়েনি, এই কারণ দেখিয়ে দুর্যোগে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি সিপিএমের যুবদের তৈরি রেড ভলান্টিয়ার্সদের।

ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাব এরাজ্যে পড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দেয় আবহাওয়া দপ্তর। পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে জানানো হয়। তারপর সমাজমাধ্যমে রেড ভলান্টিয়ার্সদের তরফে যোগাযোগের নম্বর প্রকাশ করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ১, নন্দীগ্রাম ২, হলদিয়া পুরসভা, সুতাহাটা, মহিষাদল, নন্দকুমার, তমলুক, শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক, কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, ময়না, ভগবানপুর, কাঁথি সহ বিভিন্ন ব্লক এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা, বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা, সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, ক্যানিং, হাওড়ার লিলুয়া, আন্দুল সহ বিভিন্ন এলাকায় রেড ভলান্টিয়ার্স বাহিনীদের সঙ্গে দুর্যোগের সময় যোগাযোগ করা যাবে বলে প্রচার করা হয়। তবে বাস্তবে তা ফলপ্রসূ হল না। তাঁদের দাবি, আশঙ্কা মতো ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব সেভাবে পড়েনি। তাই ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় আগে থেকে যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা কাজে লাগেনি। পূর্ব মেদিনীপুরের এক রেড ভলান্টিয়ার বলেন, 'কুলপি নদীর তীরে যে এলাকায় আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেখানে মানুষকে সতর্ক করেছি। বিপদগ্রস্ত মানুষদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য কিছু বাড়ি দেখে রাখা হয়েছিল। খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিপল মানুষকে দেওয়ার জন্য কিনে রাখা হয়। কিন্তু এই এলাকায় সেভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হননি।'

ভগবানপুর ব্লকের এক রেড ভলান্টিয়ার বলেন, 'প্রতিটি গ্রামভিত্তিক একজনকে মাথায় রেখে একটি করে দল গড়ে দেওয়া হয়। আমরা খোঁজখবর নিয়েছি। তবে যা ভেবেছিলাম, তেমনটা হয়নি।' নন্দীগ্রামের এক রেড ভলান্টিয়ার বলেন, 'ঝড়ের ফলে কিছু গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেগুলি সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাঁদের বাসস্থানের অবস্থা ভালো নয়, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে রাখা হয়। কিন্তু মাঠে নামতে হয়নি। কারণ, ঝড়ের খুব একটা প্রভাব ছিল না।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'ঝড়ের প্রভাব তো তেমন কিছু ছিল না। তাই যে কারণে তাঁরা নামবেন সেই বিষয়টাই তো নেই।'

বসল না বেঞ্চ

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র জেরে শুক্রবার বসল না কলকাতা হাইকোর্টের পুজাবকাশকালীন বেঞ্চ। ফলে পিছিয়ে গেল সন্দীপ ঘোষ ও নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তল ঘোষ সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি। এরাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়বে বলে পূর্বাভাস দেয় আবহাওয়া দপ্তর। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে কয়েকটি জেলা ছাড়া ডানার প্রভাব তেমন পড়েনি। তবে দুর্যোগের কথা মাথায় রেখেই হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের তরফে আগেই নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছিল, এদিন সম্ভাব্য দুর্যোগের আশঙ্কায় বন্ধ থাকছে আদালত।

জলময় শহর। ঘূর্ণিঝড়ের পরের দিন কলকাতায়। - পিটিআই এবং আবির চৌধুরী

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন

ডানা'র ল্যান্ডফল ওড়িশায়, ডুবল কলকাতা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : 'ডানা'র প্রত্যাশিত দাপট দেখা গেল না এই রাজ্যে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওড়িশার ভিতরকণিকা ও ধামরা পোর্টের মাঝামাঝি জায়গায় 'ডানা' আছড়ে পড়ার পরে দক্ষিণবঙ্গে উপকূলবর্তী দুই জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি ও প্রবল ঝড় বয়ে যায়। বাকি জেলাগুলিতেও শুক্রবার সকাল থেকে দমকা হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়। অল্প সময়ের মধ্যে প্রবল বৃষ্টিতে সকাল থেকেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে গোটা কলকাতা শহর।

শুক্রবার সারাদিনই দক্ষিণবঙ্গের আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা ছিল। দিনভর অঝোরে বৃষ্টিপাত হয়। ফলে জনজীবন ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়। তবে এদিন সকাল থেকেই শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। হাওড়া শাখাতেও ট্রেন স্বাভাবিকভাবে চলাচল শুরু করে। দমদম বিমানবন্দর থেকেও বিমান চলাচল নিয়মিত হয়।

কলকাতায় এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির দাপট বাড়ে। সঙ্গী ঝোড়ো হাওয়া। টানা বৃষ্টির কারণে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, থিয়েটার রোড, মহাত্মা গান্ধি রোড সহ উত্তর বন্দর থানার স্ট্র্যান্ড রোড প্রভৃতি জায়গায় এক হাঁটু জল জমে যায়। একই অবস্থা হয় সায়েন্স সিটি, বেলঘরিয়া রোড, ধর্মতলা, সেক্টর ফাইভ, কালীঘাট, হাজরা, নিউটাউন, আলিপুর, বর্ধমান রোড প্রভৃতি এলাকাতেও। সর্বত্রই জলে থইথই অবস্থা। সকালের দিকে দীর্ঘক্ষণ লক গেট খোলা যায়নি গঙ্গার জলস্তর ওপরে থাকায়। ফলে অধিকাংশ রাস্তাতেই বাস এবং যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। এমনকি মেডিকেল কলেজ, এনআরএস ও এসএসকেএম হাসপাতালেও জল জমে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা। যদিও কলকাতা পুরসভা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জল নামানোর কাজ শুরু করে।

মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'পুরোদমে পাম্প চালানো হয়। কিন্তু সমস্যা হয় জল বেরোনোর জন্য লক গেট খোলা যায়নি। কারণ জোয়ারের সময় গঙ্গার জলস্তর বেশি ছিল।' প্রবল বৃষ্টির কারণে সমস্যায় পড়ে আলিপুর চিড়িয়াখানার জীবজন্তুরা। বিশেষ করে জিরাফ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি প্রাণী খোলা জায়গায় থাকায় তারা দিনরাত ভিজতে থাকে। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ তাদের সুরক্ষার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর ডানা'র তীব্রতা নিয়ে আগেভাগেই সতর্ক করেছিল। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে উপকূলবর্তী দুই জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সাগরদ্বীপ থেকে ৬৫ জন প্রসূতিকে আগেই সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বিকাল থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর, ফ্রেজারগঞ্জ, ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ, নামখানা, বকখালি প্রভৃতি এলাকায় ঝড়ের দাপট বাড়তে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাতের তীব্রতাও বাড়ে। একই অবস্থা হয় অপর উপকূলবর্তী জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে। এখানকার দিঘা, উদয়পুর, শংকরপুর, তাজপুর প্রভৃতি জায়গায় প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে। জেলা প্রশাসন আগেই এই সমস্ত এলাকা থেকে পর্যটকদের সরিয়ে দেওয়ায় তেমন সমস্যা হয়নি। যে কোনও ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এনডিআরএফ, এসডিআরএফ ও রাজ্য পুলিশ আগে থেকেই মোতায়েন করা হয়েছিল। শুক্রবার সকালেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি চলতে থাকে। ঝড়ের দাপটে পূর্ব মেদিনীপুরে ৩০০টিরও বেশি কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। বৈদ্যুতিক খুঁটি উপড়েছে ২০০টিরও বেশি।

কলকাতা এদিন কার্যত বনধের চেহারা নিয়েছিল। বাসও চলেছে কম। তবে এদিন সকাল ১০টার পর থেকেই শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। যদিও ট্রেনে যাত্রীসংখ্যা খুবই কম ছিল। এদিন হাওড়া মেইন ও দক্ষিণ শাখায়ও সকাল থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। নিরাপত্তার কারণে এদিনও হাওড়া সহ জেলার ফেরি সার্ভিস বন্ধ রাখা হয়। পার্শ্ববর্তী হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলাতেও বৃষ্টির কারণে জনজীবন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। প্রবল বৃষ্টিতে ফসলেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশেষ করে মাঠে থাকা পটল, কুমড়ো, বেগুন, লংকা, ফুলকপি ও আমন ধানের অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। উপকূলবর্তী এলাকায় চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকে যাওয়ায় বিপত্তি বাড়ে।

ঝড়ের দাপট

- দক্ষিণবঙ্গে উপকূলবর্তী দুই জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি ও প্রবল ঝড়
- বাকি জেলায় শুক্রবার সকাল থেকে দমকা হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি
- টানা বৃষ্টিতে একাধিক জায়গায় জল জমে যায়
- সমস্যায় পড়ে আলিপুর চিড়িয়াখানার জীবজন্তুরা
- ঝড়ের দাপটে পূর্ব মেদিনীপুরে ৩০০টিরও বেশি কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়েছে

উৎসবে অশান্তির ছক, শঙ্কা মমতার

'ঘটানো হতে পারে বিস্ফোরণও'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : কালীপুজো, ছট ও জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় রাজ্যে অশান্তি পাকানো, এমনকি বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টাও হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলার প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন। সেখানেই তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'কালীপুজোয় আতশবাজি ফাটবে। নজর রাখতে হবে ওর মধ্যে কেউ যেন দুষ্টুমি না করতে পারে। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এসটিএফকেও কাজে লাগাতে হবে। কোনওরকম বিস্ফোরণের সুযোগ যাতে কেউ না পায়, তা পুলিশকে নিশ্চিত করতে হবে। সাম্প্রদায়িক হিংসা যাতে কেউ লাগাতে না পারে, সেদিকেও কড়া নজর দিতে হবে। একটা প্ল্যানিং চলছে। এটা ভেস্তে দিতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, ইতিমধ্যেই কি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইরকম আশঙ্কার কোনও নির্দিষ্ট গোয়েন্দা সূত্রের তথ্য এসেছে? তবে সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বিশদে কিছু বলতে রাজি হননি। তিনি বলেন, 'প্রশাসনিক বৈঠকে সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে হয়। এই বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। কিন্তু আমি এর বেশি এখনই কিছু বলব না।' এদিন দুপুরে নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাজির কাছে ওই জেলায় ডানার প্রভাব নিয়ে খোঁজখবর করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসময় তিনি কালীপুজোর প্রসঙ্গ তুলে তাঁর আশঙ্কার কথা বলেন। পরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কলকাতায় একটা সাম্প্রদায়িক অশান্তি পাকানোর পরিকল্পনা চলছে। কোনও কোনও দুষ্টু লোক আছে, এদের আমি রাজনৈতিক নেতা বলতে চাই না। এদের মাথা মরুভূমি। শুধু দুষ্টুমির প্ল্যান করে। এই প্ল্যান ভেস্তে দিতে হবে। আইবি, পুলিশের সোর্সকে আরও কাজে লাগাতে হবে।' বৃহস্পতিবারই হাওড়ায় এক তৃণমূলকর্মী বাড়ির সামনে খুন হয়েছেন। সেই প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, 'গতকাল দুর্যোগের মধ্যেও হাওড়ায় খুন করে দিল। উৎসব, দুর্যোগের সময়গুলোর সুযোগ ওরা নেয়।' ঝাড়গ্রামের জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'খেয়াল রাখবেন এই সুযোগে সীমান্ত দিয়ে যাতে কোনও দুষ্টু লোকের আমদানি না হয়। ওরা কিন্তু এসব সুযোগ নেয়। পুলিশকে এই ব্যাপারে আরও নজরদারি বাড়াতে হবে।'

তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই আশঙ্কাকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতেই স্বরাষ্ট্র দপ্তর রেখেছেন। টিভির পর্দার সামনে এসব আশঙ্কা প্রকাশ না করে তিনি ব্যবস্থা নিন। পুলিশ যে চূড়ান্ত অপদার্থে পরিণত হয়েছে, তার জন্য তো মুখ্যমন্ত্রীই দায়ী।'

> কালীপুজোয় আতশবাজি ফাটবে। নজর রাখতে হবে ওর মধ্যে কেউ যেন দুষ্টুমি না করতে পারে। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : ডানায় এই রাজ্যে তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। শুক্রবার কোলাঘাটে এই মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ভেবেছিলেন, ডানার জেরে ক্ষয়ক্ষতি হবে। আর, ৩০- ৩৫ হাজার কোটি টাকার জন্য মোদির কাছে দাবি করবেন।' শুভেন্দুর দাবি, যা ক্ষতি হয়েছে তা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় এলাকায়। ফিশারি ও পানের বরজের ক্ষতি হয়েছে। ১২০০-এর বেশি কাঁচা বাড়ি ভেঙেছে। এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দুর্যোগের আশঙ্কায় ২ লাখ ১৬ হাজার মানুষকে ত্রাণশিবিরে সরিয়ে আনতে হয়েছে প্রশাসনকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকেও এদিন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও তুলেছেন শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি, কোন ত্রাণশিবিরে কত লোক ছিল তার তালিকা দিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক সরকার।' সরকারি ফ্লাড শেল্টারগুলির বেহাল অবস্থা নিয়েও এদিন ফের নিশানা করেছেন রাজ্যকে।

মুখ্যসচিবকে পরামর্শ জুনিয়ার ডাক্তারদের

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : ৬ দফা পরামর্শ দিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ফের মেল করলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ওই মেল মুখ্যসচিবকে পাঠান জুনিয়ার ডাক্তাররা। তাতে ৬টি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টর্স ফ্রন্টের তরফে। এর মধ্যে আছে সঠিকভাবে রেফারেল পদ্ধতি চালু করা। এক্ষেত্রে যুক্তি, হাসপাতালে কত শয্যা খালি আছে, তার তথ্য না থাকলে এই সিস্টেম কার্যকর করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, হাসপাতালের বেড নিয়ে দুর্নীতি বন্ধে প্রতি ঘণ্টায় খালি শয্যার তথ্য জানানো। তৃতীয়ত, হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। চতুর্থত, রেফারেল সিস্টেমে যে সমস্ত সমস্যা আছে, তা পূরণের কথা বলা হয়েছে। যেমন, যে হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে, তাতে প্রয়োজনীয় শয্যা আছে কি না, তা জানানোর ব্যবস্থা। এছাড়া যে রোগীকে রেফার করা হচ্ছে, তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, চিকিৎসক ও ওষুধ আছে কি না, তা ঠিক করতে হবে। পঞ্চমত, রেফার ব্যবস্থায় সরকারি নথি তৈরির জন্য পৃথক ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ষষ্ঠত, যে হাসপাতালে রেফার করা হবে, সেখানে পরিষেবা না থাকলে কোথায় সেই পরিষেবা পাওয়া যাবে, তা জানানোর ব্যবস্থা করা। মোদ্দা কথা, কীভাবে সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা উন্নত করা যায় তার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

রাতভর কন্ট্রোল রুমে নজরদারি

ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট তলব মুখ্যমন্ত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সারারাত নবান্নে থেকে প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাব নিয়ে নজরদারি চালিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতে তিনবার কন্ট্রোলরুমেও ঘুরে এসেছেন তিনি। এরপর শুক্রবার বেলা ১টায় দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলার প্রশাসনের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সহ পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। এদিন মমতা বৈঠকে প্রশাসনের কর্তাদের জানিয়ে দেন, 'প্রাথমিক রিপোর্টের ওপর ভরসা করে কিছু করা যাবে না। সমস্ত বিভাগকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিলাম। তার মধ্যে এলাকায় গিয়ে আমার ফিল্ড রিপোর্ট চাই।'

এদিন প্রথমেই জেলাগুলির ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব মুখ্যসচিবের কাছ থেকে নেন মমতা। তারপর জেলাগুলি থেকে তিনি রিপোর্ট চান। তবে এদিন দিনভর বৃষ্টি হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করা যে সম্ভব হয়নি, তা জানিয়ে দিয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা। ঝড় আসার আগেই ত্রাণ নিয়ে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার উল্লেখ না করেই মমতা বলেন, 'আমি সব দপ্তরের প্রধান সচিবকে বলছি, আমি যেন ত্রাণ নিয়ে একটি অভিযোগও না পাই।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'দ্রুত দুর্যোগ কেটে যাবে। তবে সাধারণ মানুষের কাছে সমস্তরকম পরিষেবা পৌঁছে দিতে যেন দেরি না হয়।' বৃষ্টির কারণে জমা জলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া মোকাবিলায় পুরসভাগুলিকেই বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই সময় ডেঙ্গি বাড়তে পারে। তাই মেডিকেল ক্যাম্প চালু করে দিন। এছাড়া হাসপাতালগুলিতে অ্যান্টি ভেনাম ভ্যাকসিন যাতে পর্যাপ্ত থাকে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। উত্তরবঙ্গে ম্যালেরিয়া বেশি হয়। সেখানে মশারি দিতে হবে।' এদিনের বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'টেলিমেডিসিন কাজে লাগাও। প্রসূতি মায়েদের যত্ন রাখতে হবে। দুর্যোগকবলিত এলাকায় যাতে পানীয় জলের সমস্যা না হয়, তার জন্য দরকার হলে পর্যাপ্ত জলের ট্যাংক পাঠাতে হবে। সুন্দরবনে ১৫ কোটি ম্যানগ্রোভ লাগাতে হবে বন দপ্তরকে।' দুর্যোগ হলেও রাজ্য যে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার হয়, এদিন তা নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলা ভেসে গেলেও এক পয়সা দেওয়া হয় না।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাথমিক রিপোর্টে মুখ্যসচিব জানান, কিছু জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার জন্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ ১৬ হাজার লোককে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রমে জল ঢুকে গিয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরার সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষি সচিবের কাছ থেকে ক্ষয়ক্ষতির তালিকাও চেয়ে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কৃষি বিমা আবেদনের সুযোগ ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হল। কৃষকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেদিকে কৃষি দপ্তরকে নজর রাখতে হবে।'

> দ্রুত দুর্যোগ কেটে যাবে। তবে সাধারণ মানুষের কাছে সমস্তরকম পরিষেবা পৌঁছে দিতে যেন দেরি না হয়। আমি যেন ত্রাণ নিয়ে একটি অভিযোগও না পাই।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

মোদি-শা'র সঙ্গে ঝাড়খণ্ডে প্রচারে শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষদের পিছনে ফেলে মোদি, শা'র সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনে প্রচার করবেন শুভেন্দু অধিকারী। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের দলীয় প্রচারে তারকা প্রচারক হিসেবে তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত সেই তালিকায় নেই রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তবে রাজ্যে ৬ বিধানসভায় গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচনের মুখে তারকা প্রচারক হিসেবে শুভেন্দুর ঝাড়খণ্ড যাত্রায় প্রশ্ন উঠছে দলে।

এদিন আসন্ন ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দলের তারকা প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। ৪০ তারকা প্রচারকের সেই তালিকার ৩৩তম সদস্য হিসেবে রয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ওই তালিকায় তারকা প্রচারক হিসেবে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, জগৎপ্রকাশ নাড্ডা, রাজনাথ সিং, নীতিন গড়করির মতো দলের জাতীয় স্তরের নেতারা। রয়েছেন অসম ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ও মোহনচরণ মাজির মতো নেতারা। স্বাভাবিকভাবেই সেই তালিকায় এই রাজ্য থেকে একমাত্র তারকা প্রচারক হিসেবে বিরোধী দলনেতার নাম যুক্ত হওয়াকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডে ভোট ঘোষণার মুখে রাজ্যে দলের জনজাগরণ যাত্রায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন দিলীপ। অতীতে ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশের মতো বিধানসভার ভোটেও তারকা প্রচারক হিসেবে দল তাঁকে মনোনীত করেছিল। কিন্তু এবার এখনও পর্যন্ত ডাক পাননি প্রাক্তন সাংসদ ও রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রদেশ নেতৃত্বই তারকা প্রচারকদের নামের তালিকা ঠিক করেন। কেন্দ্র থেকেও নাম পাঠানো হয়। এখনও পর্যন্ত আমাকে কেউ বলেননি।' রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জি-২০ সম্মেলনে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে ২৮ অক্টোবর ব্রাজিল যাওয়ার কথা। ফলে তাঁর সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে।

এদিকে ঝাড়খণ্ড বিধানসভার ভোট আগামী ১৩ ও ২০ নভেম্বর। প্রথম দফার ভোটের দিনেই রাজ্যের ৬ বিধানসভাতে উপনির্বাচন। রাজনৈতিক মহলের মতে, আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্যে এটাই প্রথম ভোট। সেদিক থেকে এই নির্বাচন শাসক ও বিরোধীদের কাছে কার্যত অ্যাসিড টেস্ট।

৫০ হাজারকে কলেরা-টিকা

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : দেশের মধ্যে চার রাজ্য কলেরা-কবলিত। তার মধ্যে অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ। সেই কারণেই আগামী ১০ দিনের মধ্যে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর-২ ব্লকে ৫০ হাজার জনকে এই টিকা দেওয়া হবে। আইসিএমআর ও এনআইআরবিআই (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন ব্যাকটিরিয়াল ডিজিজ)-এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর ব্লকই সবচেয়ে বেশি কলেরা-কবলিত। পাইলট প্রোজেক্টের পর গোটা রাজ্যেই তা চালু করে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম ডোজ দেওয়ার ১৪ দিন পর দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে। যাঁদের টিকাকরণ হয়ে যাচ্ছে, তাঁদের ওপর আগামী দু'বছর নজরদারি চালানো হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মুক্তিসাধন মাইতি বলেছেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই ৫,০৩৪ জনকে এই টিকাকরণ করেছি। আমরা আমাদের আশা ও আইসিডিএস কর্মীদের এই কাজে নিযুক্ত করেছি। আইসিএমআর ও এনআইআরবিআইকে আমরা লোকবল দিয়ে সাহায্য করছি।' আইসিএমআর-এনআইআরবিআই-এর এক কর্তা বলেন, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল টাস্ক ফোর্স ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে কলেরা নির্মূল করার প্রকল্প নিয়েছে। তারই অংশ হিসেবে আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাহায্যে এই প্রকল্প আমাদের দেশেও চালু করেছি। রাজ্য সরকার আমাদের সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করছে। ১০ দিনের মধ্যে ৫০ হাজার জনকে এই টিকা দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে টিকাকরণ শুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও দু'দিনে আমরা প্রায় ১০ হাজার জনের টিকাকরণ সম্ভব করতে পেরেছি।'

এনআইআরবিআই সম্প্রতি সেরোলজি সমীক্ষা করে দেখেছে, দেশের মধ্যে কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র কলেরাপ্রবণ। গত কয়েক বছরে এই চারটি রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি কলেরা হয়েছে। সেই কারণে এই চারটি রাজ্যেই প্রকল্পটির পাইলট প্রোজেক্ট চালু করা হয়েছে। এক বছরের বেশি বয়সের শিশুদের এই টিকাকরণ চলছে। রাজ্যের আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এক বছরের বেশি বয়সের শিশুদের চিহ্নিতকরণ করছেন। তারপর আইসিএমআর-এনআইআরবিআই-এর কর্মীরা ওই শিশুদের টিকা দিচ্ছেন। ২০০৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ৬২ রকমের কলেরার লক্ষণ দেখা গিয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দু-তিন রকমের রয়েছে। সবদিক সমীক্ষা চালিয়ে ওই শিশুদের টিকাকরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা প্রশাসনিকভাবে আইসিএমআর-এনআইআরবিআই-কে সমস্তরকমভাবে সহযোগিতা করছি। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছেন।'

সমস্যা যেন পিছু ছাড়ছে না উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের। হাউস স্টাফ নিয়োগের নির্দেশিকা না আসায় নভেম্বর থেকে রোগী পরিষেবায় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য ভবন অর্থবরাদ্দ না করায় মেডিকেলের জঞ্জাল সাফাইয়ে ব্যাঘাত ঘটছে।

হাউস স্টাফ নিয়ে ফাঁপরে মেডিকেল

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে আবর্জনার স্তূপ। সাফাইয়ের উদ্যোগ নেই। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : নতুন করে হাউস স্টাফ নিয়োগের কোনও নির্দেশিকা না আসায় নভেম্বর মাস থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী পরিষেবায় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে যে হাউস স্টাফরা কাজ করছেন, তাঁদের মেয়াদ ৩১ অক্টোবর শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় নতুন করে হাউস স্টাফ নিয়োগের অনুমতি চেয়ে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দিলেন মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। তাঁর বক্তব্য, 'হয় আগের মতোই মেধার ভিত্তিতে হাউস স্টাফ নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হোক, নতুবা বিকল্প কী ব্যবস্থা করা হবে সেটা জানানো হোক। এই জন্য স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দিয়েছি।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে হাউস স্টাফদের ৭০টি পদ রয়েছে। এক বছরের জন্য হাউস স্টাফ নিয়োগ করা হয়। সিনিয়ার ডাক্তারদের সিংহভাগই নিয়মিত ডিউটিতে না আসায় মেডিকেলের রোগী পরিষেবা অনেকটাই হাউস স্টাফদের উপর নির্ভর করে। বিশেষ করে জরুরি বিভাগ, সার্জারি, অর্থোপেডিক, পেডিয়াট্রিক, কার্ডিওলজি, ট্রমা বিভাগে হাউস স্টাফ নির্ভরতা বেশি। এর আগে মেডিকেল সুপারের অফিস থেকে ডাক্তারি পড়ুয়াদের চার বছরের পরীক্ষার ফলাফল দেখে একটি মেধাতালিকা তৈরি করা হত। ৭০-৮০ জনের সেই মেধাতালিকা থেকেই হাউস স্টাফ নেওয়া হত। ফলে কোনও দিন হাউস স্টাফ নিয়োগ নিয়ে কোনও ঝামেলা হয়নি। কিন্তু গত বছর স্বাস্থ্য ভবন থেকে নয়া নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়, মেধার ভিত্তিতে কিছু নম্বর যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি এবার থেকে ১০ নম্বরের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। সেই ইন্টারভিউয়ের নম্বর যুক্ত করে তার পরেই হাউস স্টাফ নিয়োগের প্যানেল তৈরি করা হবে। এই নির্দেশিকা নিয়ে রাজ্যজুড়ে ডাক্তারি পড়ুয়ারা আন্দোলনে নেমেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, উত্তরবঙ্গ লবির চাপে পড়ে স্বাস্থ্য ভবন এই নয়া নির্দেশিকা দিয়েছে। এই নির্দেশিকা কার্যকর হলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা-নেত্রীরা লাভবান হবেন। পাশাপাশি হাউস স্টাফশিপ পেতে মোটা টাকার খেলা শুরু হবে। তাই এই নির্দেশিকা বাতিলের দাবি তোলা হয়।

আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনার পর থেকে রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্য শিক্ষায় বিভিন্ন অনিয়ম, অনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে আন্দোলন হয়েছে। সেখানে হাউস স্টাফ নিয়োগের নয়া বিজ্ঞপ্তি ঘিরেও প্রশ্ন উঠেছে। তারপরই সেই বিজ্ঞপ্তি তুলে নেয় স্বাস্থ্য ভবন। কিন্তু পুরোনো পদ্ধতিতেই হাউস স্টাফ নিয়োগ চলবে কি না, সেই বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এদিকে, গত বছরের নভেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ৭০ জন হাউস স্টাফ নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের কাজের মেয়াদ ৩১ অক্টোবর শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ১ নভেম্বর থেকে নতুন হাউস স্টাফদের কাজ শুরু করার কথা। কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় ডামাডোলের জেরে এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়াই শুরু করতে পারেনি কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ফলে নভেম্বর থেকে সমস্যা বাড়বে এটা একরকম স্পষ্ট। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই, বলছেন হাসপাতাল কর্তারা।

হুইলচেয়ারের চাকা নেই। ফলে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন পরিজন। শুক্রবার।

পরিষেবায় শঙ্কা

- এক বছরের জন্য হাউস স্টাফ নিয়োগ করা হয়
- মেডিকেলে এই মুহূর্তে ৭০ জন হাউস স্টাফ রয়েছেন
- বর্তমান হাউস স্টাফদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৩১ অক্টোবর
- নতুন করে কীভাবে হাউস স্টাফ নিয়োগ হবে, সেই নির্দেশ আসেনি
- নভেম্বর থেকে রোগী পরিষেবা কীভাবে দেওয়া হবে, সেটাই চিন্তার বিষয়

জঞ্জালে মুখ ঢাকছে

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : ফের জঞ্জালে মুখ ঢাকছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের। চিকিৎসা বর্জ্য তো রয়েইছে, পাশাপাশি আশপাশের জঞ্জাল জমা হচ্ছে হাসপাতাল চত্বরে। হাসপাতালের চতুর্দিকে আগাছায় ভরে গিয়েছে। যা নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রোগী এবং পরিজন ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকে কিছুদিন আগে হাসপাতালে সাফাই অভিযান চালানো হয়। তারপরে হাসপাতাল চত্বর অনেকটাই পরিষ্কার ছিল।' এরপর তিনি বলেন, 'সাফাইয়ের জন্যে টাকা চেয়ে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু টাকা এখনও আসেনি। তার মধ্যেই আবার আবর্জনা জমছে।'

মেডিকেলে যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ। হাসপাতালজুড়ে খাবারের উচ্ছিষ্ট, দোকানের আবর্জনা ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। এমনকি রোগী-পরিজনরা আবর্জনা ফেলে চলে যান। প্রসূতি বিভাগের পাশে, সুপারস্পেশালিটি ব্লকে যাওয়ার রাস্তায়, রান্নাঘরের পাশের অংশ সহ বিভিন্ন জায়গায় জঞ্জালের স্তূপ। সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। চিকিৎসা বর্জ্যের প্যাকেটগুলি যেভাবে দিনের পর দিন স্তূপাকারে পড়ে থাকছে, তাতে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা বাড়ছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের কথামতো একবার বাড়তি কর্মী নিয়োগ করে মেডিকেলের জঞ্জাল সাফাই করা হয়েছে। সেই বাবদ আমাদের তো একটা খরচ হয়েছে। টাকা দিলে আবার কাজ হবে।

\- গৌতম দেব

শুক্রবার প্রসূতি বিভাগের পাশের ছাউনিতে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার বাসিন্দা অলোক সেন বললেন, 'মেয়ে এখানে ভর্তি। সেইজন্য কয়েকদিন ধরে মেডিকেলে আসছি। এখানে যত্রতত্র আবর্জনা। দুর্গন্ধে টিকতে পারছি না। অন্তর্বিভাগের বাইরে এবং ছাদের গা বেয়ে বড় বড় গাছ উঠে গিয়েছে। এখানে চিকিৎসা করাতে এসে তো আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে হবে। এসব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত।' সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন হাসপাতাল সুপার। তিনি বলেন, 'পুরনিগম ১৫ দিন ধরে যে সাফাইয়ের কাজ করেছে সেই টাকাই এখনও দেওয়া হয়নি। স্বাস্থ্য ভবন থেকে টাকা এলে আবার সাফাই করা হবে।' ইসলামপুরের লোহাপুল থেকে আসা মহম্মদ সুলেমান আলি বললেন, 'হাসপাতালের করিডর দিয়ে তো হাঁটা যায় না। যেখানে সেখানে গোরু, কুকুরের মলমূত্র পড়ে রয়েছে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে।'

একই অবস্থা কলেজ চত্বরেও। অধ্যক্ষের অফিসের পিছনে বড় বড় আগাছা। অধ্যাপক-চিকিৎসকদের অনেকে একসুরে জানিয়েছেন, কলেজজুড়ে বড় বড় আগাছা। সন্ধ্যার পর করিডর দিয়ে চলাফেরা করতে ভয় হয়। কলেজ এবং আবাসনগুলিতে মশা, পোকামাকড়ের উৎপাত মারাত্মকভাবে বেড়েছে। সকলেই চাইছেন দ্রুত সাফাইয়ের ব্যবস্থা করা হোক।

অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে প্রতারণাচক্র

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : শিলিগুড়িতে এসে শুক্রবার প্রতারণার অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম শাখা। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ি ও ভক্তিনগর থানা সূত্রের খবর, ধৃত ছয়জনকে শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করবে ব্যারাকপুর পুলিশ।

ধৃতদের নাম ঋজু রায়, পার্থ মণ্ডল, শুভম বারিক, সোমনাথ তরফদার ও সন্দীপ দে। প্রত্যেকেই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকার বাসিন্দা। শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাসের কানকাটা মোড়ে একটি বহুতলে ঘরভাড়া নিয়ে চলছিল ওই প্রতারণাচক্র। সামাজিক মাধ্যমে লিংক পাঠিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করাই ছিল এই চক্রের প্রধান কাজ। এছাড়াও শেয়ার বাজার, বিভিন্ন লগ্নি সংস্থায় টাকা রাখতে বলত চক্রের পান্ডারা।

গ্রেপ্তার পাঁচ

এও জানা গিয়েছে, এই কাজের জন্য বহু মানুষের ব্যাংক আকাউন্ট ভাড়ায় নিত চক্রটি। পুলিশের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'প্রতারণা করে সরাসরি নিজেদের অ্যাকাউন্টে টাকা নিত না চক্রটি। এজন্য গ্রাম, বস্তি থেকে গরিব ও কম শিক্ষিত মানুষকে টার্গেট করা হত।'

টার্গেট করা মানুষের থেকে ব্যাংকের পাসবই, এটিএম কার্ড সহ যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে তার বদলে দেওয়া হত মাসে ১৫-২০ হাজার টাকা। এতেও রাজি না হলে আরও বড় প্রলোভন দেওয়া হত। সেই ফাঁদে পা দিতেন অনেকেই। তাঁদের অ্যাকাউন্টে জমা হত প্রতারণার টাকা। ভাড়ায় নেওয়া অ্যাকাউন্টগুলোতে লক্ষ-লক্ষ টাকা লেনদেনের হদিস পেয়েছে পুলিশ। ভারতীয় টাকার পাশাপাশি বিদেশি মুদ্রা বিনিময় হত বলেও জানা যাচ্ছে। অ্যাকাউন্টের আসল মালিক সেসব কিছুই জানতে পারতেন না। এভাবেই চলছিল কারবার।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ব্যারাকপুর পুলিশে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হতেই রহস্য উন্মোচনে পদক্ষেপ করা শুরু হয়। প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন সেখানকার এক বাসিন্দা। তদন্তে নেমে পুলিশ শিলিগুড়ি সংযোগের কথা জানতে পারে। এরপর প্রক্রিয়ামতো শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর পুলিশের একটি দল শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

এদিন শিলিগুড়ি পুলিশের সহযোগিতায় খোঁজ মেলে ওই ছয়জনের। সন্ধ্যায় তাদের গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি মোবাইল, এটিএম কার্ড, ডেবিট কার্ড উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে এই চক্রে আর কারা জড়িত, জানার চেষ্টায় রয়েছে পুলিশ।

পর্দা ফাঁস

- কানকাটা মোড়ে একটি বহুতলে ঘরভাড়া নিয়ে চলছিল প্রতারণাচক্র
- সামাজিক মাধ্যমে লিংক পাঠিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করত
- অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে চলত কারবার
- শিলিগুড়ি পুলিশের সহায়তায় চক্রের পর্দা ফাঁস ব্যারাকপুর পুলিশের
- ধৃত ৫ জনের কাছ থেকে মোবাইল, এটিএম কার্ড, ডেবিট কার্ড উদ্ধার

পদ নিয়ে দড়ি টানাটানি

চোপড়া, ২৫ অক্টোবর : মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘের পদে কাকে বসানো হবে? তা নিয়ে শাসকদলের নেতৃত্বের মধ্যে দাড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে চোপড়ায়। মহিলা দলের সংঘের পদ নিয়ে অঞ্চল নেতৃত্বের মধ্যে পৃথক তালিকা ঘিরে রেষারেষি শুরু হয়েছে। যার জেরে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে দলের অঞ্চল নেতৃত্বের মধ্যে রীতিমতো ফাটল ধরেছে বলে খবর। বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্সের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে। পুজোর পরে নতুন বিওডি গঠন হওয়ার কথা হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর চোপড়া ব্লক সুপারভাইজার মহেন্দ্র শা বলেন, 'শীঘ্রই বিওডি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।' চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান অবশ্য বলছেন, 'সেরকম কোনও ব্যাপার নেই। নিয়ম মেনে সংঘ, উপসংঘ তৈরি হবে।'

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (রাজ্যে নাম আনন্দধারা) প্রকল্পের মধ্যে সরকারিভাবে সারাবছর ঋণ দেওয়া হয়। চোপড়া ব্লকে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৭২৪টি। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে সংঘ রয়েছে। ব্লকে মোট সংঘ ৮টি। পঞ্চায়েতগুলিতে সংসদভিত্তিক একটি করে উপসংঘ। সংঘ ও উপসংঘ দলগুলিকে পরিচালনা করে। পঞ্চায়েতভিত্তিক প্রতি ৫ বছর অন্তর সংঘের নির্বাচন হয়। উপসংঘের সদস্যদের নিয়ে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স (বিওডি) তৈরি হয়। বিওডি থেকে সভানেত্রী, সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ এই তিনজনকে নিয়ে সংঘ গঠিত হয়।

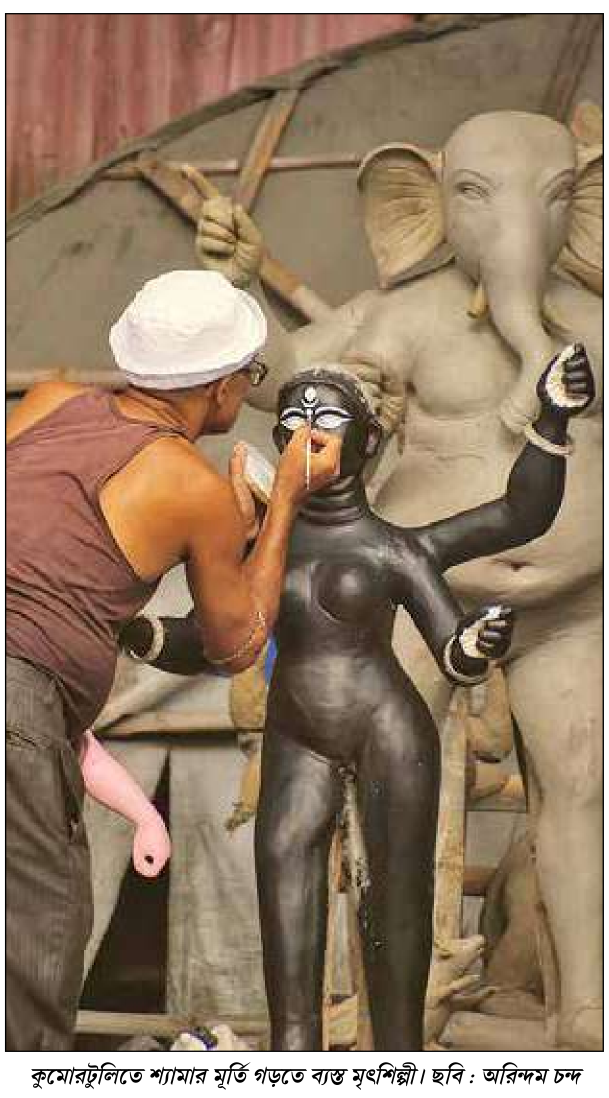

কুমোরটুলিতে শ্যামার মূর্তি গড়তে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী। ছবি : অরিন্দম চন্দ

দিনেদুপুরে লরি থেকে পণ্য চুরি

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : দিনের আলোয় লরি থেকে পণ্য চুরি হচ্ছে। জনবহুল এলাকায় এমনটা চললেও বাধা দিতে আসছেন না কেউ। স্থানীয়দের কথায়, দিনের পর দিন নিউ জলপাইগুড়ির বারিভাসা-জাবরাভিটায় এই কারবার চলছে। অভিযোগ, ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (এফসিআই) পণ্য চুরি করা হচ্ছে। সেই পণ্য বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। গোটা কারবার চালাচ্ছে একটা সিন্ডিকেট। অথচ এ নিয়ে থানায় কোনওদিন অভিযোগ দায়ের হয়নি। সবটাই নাকি 'ম্যানেজ' হয়ে যায়।

এনজেপি থানার এক আধিকারিক দায়সারাভাবে বলেন, 'কে কোথায় কোন গাড়ি থেকে কী নামাচ্ছে বা ওঠাচ্ছে, সেটা বৈধ না অবৈধ, আমাদের পক্ষে সব জানা সম্ভব নয়। অভিযোগ এলে তদন্ত করে দেখা হবে।'

বাড়িভাসায় আবাসনের মাঠে কয়েকজনকে লরি থেকে বস্তা নামাতে দেখা যায়। প্রায় প্রতিটি লরি থেকে দু'তিনটি বস্তা নামানো হয়। ভ্যানরিকশায় চাপিয়ে সেই বস্তা অন্যত্র নিয়ে যেতে দেখা যায়। সূত্রের খবর, ১৫-২০ জনের একটি দল এই কারবারে যুক্ত। মাথারা অবশ্য সামনে আসে না। মাঝেমধ্যে ট্রাক এসে মিনিটখানেক ওই এলাকায় দাঁড় করানো হয়। তিন-চারজন দৌড়ে পেছন দিয়ে ট্রাকে উঠে এক-দুটি বস্তা নামায়। নীচে থাকে আরও তিন-চারজন। তারা সেই বস্তা নিয়ে এসে ভ্যানরিকশায় রাখে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই ট্রাকচালককে টাকা দিতে দেখা যায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলছেন, 'প্রতিদিন এই কারবার চলে না। যেদিন যেদিন এনজেপিতে মালগাড়ি আসে, সেদিন বা তার পরের দিন এফসিআই থেকে শয়ে-শয়ে ট্রাক বের হয়। ওই দিনগুলোতেই ঘণ্টা তিন-চারেকের কারবার চলে।' কেন ব্যবস্থা নেয় না এফসিআই? প্রতিক্রিয়া জানতে এনজেপি'র এফসিআই ডিভিশনাল ম্যানেজার (ডিএম) আমির চন্দ-এর কাছে যাওয়া হয়। যদিও তিনি এদিন উপস্থিত ছিলেন না। এফসিআইয়ের অন্য কেউ এব্যাপারে মুখ খুলতে চাননি।

নেপথ্যে সিন্ডিকেট

- বাড়িভাসা-জাবরাভিটায় লরি থেকে এফসিআইয়ের পণ্য চুরি
- গোটা কারবার চালাচ্ছে একটা সিন্ডিকেট
- প্রায় প্রতিটি লরি থেকে দু'তিনটি বস্তা নামানো হয়
- ভ্যানরিকশায় চাপিয়ে বস্তা অন্যত্র চলে যায়

অবস্থান

নকশালবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : শুক্রবার রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতন, এক দেশ এক ভোট, পেট্রোল-ডিজেল, রান্নার গ্যাস, ওষুধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ করল সিপিএম। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিন পানিঘাটা মোড়ে অবস্থানে শামিল হন দলের নেতা-কর্মীরা। ছিলেন প্রণব ভট্টাচার্য, বিকাশ চক্রবর্তী প্রমুখ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে পঞ্চায়েতে দুর্নীতির বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলেন তাঁরা।

মহিলার মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : লাইন পারাপার করতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। শুক্রবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার খালপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। মৃতের নাম আমিনা খাতুন। তিনি বাগডোগরার বাসিন্দা ছিলেন। শুক্রবার রাজেন্দ্রনগর-ক্যামাখ্যা ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস যখন শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল, সেইসময় রেললাইন পার করছিলেন ওই মহিলা। তাতেই বিপত্তি। ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। তারপর সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

উদ্যোগের অভাবে হতাশ কুমোরটুলি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : পরিকল্পনা আর প্রতিশ্রুতির তালিকাটা লম্বা। তাই হতাশার দাগটা অনেক গভীর। কখনও বলা হয়েছে, মৃৎশিল্পীদের সৃষ্টির বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। কখনও আবার কলকাতার কুমোরটুলির আদলে মহানন্দার ধারে অবস্থিত শিলিগুড়ির কুমোরটুলি সাজিয়ে তোলার আশ্বাস মিলেছে। যদিও বাস্তবে উত্তরবঙ্গের অন্যতম বড় কুমোরটুলির দুঃখদুর্দশা ঘোচেনি।

রাস্তার অবস্থা ভালো নয়। এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। প্রতিমা রাখার জায়গা পর্যাপ্ত নয়। বাধ্য হয়ে পথের ধারে রেখে দিতে হয় প্রতিমাগুলো। পুরো পরিস্থিতি নিয়ে শিল্পীরা ক্ষুব্ধ। ওঁরা কার্যত প্রশাসনের ওপর ভরসা করা ছেড়ে দিয়েছেন। উৎসবের মরশুমে অনেককে বলতে শোনা গেল, 'আরও একটা বছর কেটে গেল। কুমোরটুলি বঞ্চিত রয়ে গেল।'

এখানে চল্লিশটিরও বেশি কারখানা রয়েছে। সারাবছর প্রত্যেকটাতে কাজ চলে। ফাইবারের মূর্তি তৈরির জন্য এখানকার শিল্পীদের সুনাম ছড়িয়ে ভিনরাজ্যে। পুজোর মরশুমে কুমোরটুলির ওপর নির্ভর করে গোটা শহর। এমনকি পাহাড় থেকেও অর্ডার নিয়ে আসেন বহু মানুষ। অভিযোগ, সেই তুলনায় প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই এখানে।

কুমোরটুলিতে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ভবনটি দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন শিল্পীরা। কথা হচ্ছিল নীলু পাল, অশোক পালদের সঙ্গে। কী ছিল পরিকল্পনা? জানা গেল, ওই তিনতলা ভবনের নীচে প্রদর্শনীর মতো বড় বড় মূর্তি সাজিয়ে রাখা হবে। ওপরতলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ছিল। পাশাপাশি সেখানে থেকে মৃৎশিল্পীদের তৈরি পোড়া মাটির সামগ্রী বিক্রি হওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়। এছাড়া থাকবে কনফারেন্স হল।

ওই ভবন দু'বার উদ্বোধন করা হয়। একবার বাম পরিচালিত পুর বোর্ডের আমলে। আরেকবার তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর। যদিও কাজের কাজ কিছু হয়নি। এখন ভবনের চারপাশে ঘুরলে চোখে পড়বে আবর্জনা স্তূপ। এ নিয়ে কথা হচ্ছিল মৃৎশিল্পী প্রদীপ পালের সঙ্গে। বলছিলেন, 'অনেক পরিকল্পনা তো শুনেছি, শুধু চোখে দেখিনি।'

অধিকাংশ মৃৎশিল্পী প্রথমে যে কারখানা তৈরি করেছিলেন, এখনও সেই অবস্থা। কয়েকটি অবশ্য বহুতল হয়েছে। যে নির্মাণকে কেন্দ্র করে কম বিতর্ক হয়নি। মৃৎশিল্পী নীলু পালের যুক্তি, 'প্রতিমা রাখার জায়গা নেই। তাই ওপরে গোডাউন না করা হলে প্রতিমা রাখব কীভাবে?' অথচ সঠিক পরিকল্পনা করা গেলে তো কুমোরটুলিকে ঘিরে পর্যটনের পরিকাঠামো গড়া যেত। পর্যটনমন্ত্রী থাকাকালীন গৌতম দেবের ভাবনাতেও বিষয়টি এসেছিল। তবে সেটা বাস্তবের মুখ দেখেনি।

কালী প্রতিমা তৈরির ফাঁকে কথা বললেন শিলিগুড়ি মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক অশোক পাল। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'পরিকল্পনামাফিক যদি কুমোরটুলি সাজানো যায়, তাহলে আমাদের এখানে পর্যটকরা আসবেন। চাই একটু প্রচারও।' পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের একই সুর। বললেন, 'কুমোরটুলিতে ঢোকা-বেরোনোর রাস্তা চওড়া হওয়া প্রয়োজন। এখানকার শিল্পকর্ম কোনও অংশে কম নয়। পরিকল্পনামাফিক সাজিয়ে তুলতে হবে।'

প্রশ্ন, 'কবে হবে সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন?'

মেয়রের আশ্বাস, 'পুজোর মরশুমের পরে বসব কুমোরটুলির পরিকল্পনা নিয়ে।'

রংদার রোববার

আলো-আঁধারের খেলা

উৎসবের আর এক রাত আসছে ক'দিন পরে। কালীপুজো। যা মনে করায় কখনও আলোকে, কখনও অন্ধকারকে। যার মানে হয়ে দাঁড়ায় অন্যরকম। এবারের প্রচ্ছদে সেই আলো-আঁধারির কথা।

প্রচ্ছদ কাহিনী : সেবন্তী ঘোষ, শুভ্র মৈত্র ও শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

গল্প : কল্যাণময় দাস

ট্রাভেল ব্লগে ভুটান ভ্রমণের কথা : রাজীব চট্টোপাধ্যায়

কবিতা : রুবাইয়া জুঁই, অনুভা নাথ, পাপড়ি গুহ নিয়োগী, রবীন বসু, মৃড়নাথ চক্রবর্তী, জয়ন্ত সরকার, হাবিবুর রহমান, কল্যাণ দে ও প্রশান্ত দেবনাথ

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

শনিবার, ৯ কার্তিক ১৪৩১, ২৬ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫৬ সংখ্যা

অশান্তির উৎস

যতই দাবি করা হোক, জম্মু ও কাশ্মীরের ওপর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ছায়া রয়ে যাচ্ছে। বারুদের গন্ধ কাশ্মীর উপত্যকার পিছু ছাড়ছে না। সৈন্যবল, নিরাপত্তার কড়াকড়ি সত্ত্বেও জঙ্গিরা বিভিন্ন অবতারে হামলা চালিয়েই যাচ্ছে ভূস্বর্গে। সদ্য সেখানে বিধানসভা ভোট হয়েছে। ৫ বছর পর ফের জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ পছন্দের সরকার গড়েছে। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা। তিনি ইতিমধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হয়েছেন। মন্ত্রীসভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করিয়ে তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে।

দ্রুত কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা করেন ওমর। কিন্তু রাজ্যের মর্যাদা ফিরলেও সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গি দৌরাত্ম্য থেকে রাজ্যটির মুক্তি যে সহজ নয়, তা পরপর ঘটনাবলিতে স্পষ্ট। মাত্র দু'দিন আগে জইশ এবং লস্কর জঙ্গিদের প্রক্সি সংগঠন পিপলস অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট ফ্রন্ট গুলমার্গে সেনার টহলদারি গাড়িতে হামলা চালিয়েছে। তাতে ২ জওয়ান সহ মারা গিয়েছেন ৪ জন।

একটি হিসেব অনুযায়ী গত ১৫ দিনে এই নিয়ে ১৯ বার জঙ্গি হামলা ঘটেছে। দিনের পর দিন এই জঙ্গি দৌরাত্ম্য কাশ্মীর তো বটেই, গোটা দেশের কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। যাতে প্রশ্নের মুখে পড়ছে ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ বিলোপের যৌক্তিকতা নিয়ে কেন্দ্রের যাবতীয় দাবি। গত বিধানসভা ভোটের সময় জম্মু ও কাশ্মীরে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা'রা প্রচার করেছিলেন, বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের পর ভূস্বর্গ শান্তির মরূদ্যানে পরিণত হয়েছে।

সেই দাবি এখন বারবার জঙ্গি হামলার কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কেন্দ্রের শাসক শিবির সেটা বিলক্ষণ টেরও পাচ্ছে। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ রদ করার পরও কাশ্মীরে পুরোপুরি শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। ৩৭০ প্রত্যাহারের পর গত পাঁচ বছর জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসন উপরাজ্যপালের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে। যা বকলমে কেন্দ্রের শাসনই। কিন্তু ওই পাঁচ বছরে একাধিকবার জম্মু ও কাশ্মীরে রক্ত ঝরেছে। যাতে নিরাপত্তা নিয়ে বিজেপির গালভরা প্রতিশ্রুতিগুলির অন্তঃসারশূন্যতা বেআব্রু হয়ে গিয়েছে।

যদিও জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কিত নীতিতে বড়সড়ো ত্রুটির বাস্তবতা বিজেপি নেতৃত্ব মানতে চায় না। সেনার হাতে ক্ষমতা বাড়িয়ে বুলেটের ভয় দেখিয়ে জঙ্গি দৌরাত্ম্য ঠেকানোর পথে চলতে চায় কেন্দ্র। কিন্তু সমস্যাটা অন্যত্র। ত্রুটির উৎসের দিকে নজর তেমন থাকছে না।

বিজেপি দাবি করে থাকে, কেন্দ্রের ক্ষমতায় কংগ্রেস থাকাকালীন কাশ্মীরে পাথর ছুড়ে যে বিক্ষোভ চলত, তা বন্ধ করা গিয়েছে। কিন্তু পাথর ছোড়ার বদলে এখন সরাসরি সেনা জওয়ান এবং ভিনরাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের জঙ্গিরা নিশানা করছে। এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ কেন্দ্রীয় সরকারের।

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মসৃণ করার বার্তা দিয়েছেন। পুরোনো তিক্ততাকে ঝেরে ফেলে নতুন করে সম্পর্ক তৈরির পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁর ওই মন্তব্যের আগে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ইসলামাবাদ গিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে কড়া ভাষায় পাকিস্তানের সমালোচনা করেছিলেন। তারপরও যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লাগাম পরেনি, লাগাতার হামলায় তা পরিষ্কার।

আসলে জম্মু ও কাশ্মীর নীতির পাশাপাশি পাকিস্তান নীতির দিকে নতুন করে তাকানো দরকার। হামলাকারীরা যে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট, তাতে সন্দেহ নেই। জম্মু ও কাশ্মীরকে নিরাপদ স্থানে পরিণত করতে গেলে কেন্দ্রের এই সমস্যা ঠেকাতে উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। নিজেদের সাফল্যের ঢাক না পিটিয়ে বিরোধী শিবির এবং জম্মু ও কাশ্মীরের নবনির্বাচিত সরকারকে সঙ্গে নিয়ে এজন্য কেন্দ্রের দৃঢ় পদক্ষেপ জরুরি।

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

- শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

ধ্বস্ত গণতন্ত্র : দুই দেশ, দুই নারী

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে গণতন্ত্র তীব্র সংকটে। এই প্রেক্ষিতে তাদের দুই প্রতিবাদী নারীত্বের মুখ আজ দুই বিপরীত মেরুতে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিদিনই সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু না কিছু পোস্ট করে চলেছেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। একেবারে দক্ষ সাংবাদিকের কলামের মতো সেই মতামত। পোস্টগুলোই এক একটা রাজনৈতিক কলাম। সেখানে তসলিমা নিরন্তর চাঁছাছোলা।

অতীতে যেভাবে হাসিনার কড়া সমালোচনা করতেন তসলিমা, সেই এক স্টাইলে ইউনূস সরকারের সমালোচনায় তিনি। পড়লে বোঝা যায়, বাংলাদেশে এখন ঠিক কী চলছে। যে খবর বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ভয়ে লিখছে না, সেই কথাগুলোই লিখছেন অকুতোভয় নির্বাসিতা। হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, মৌলবাদী জামায়েতের সাম্প্রদায়িকতা, রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতা, মূর্তি ভাঙার প্রসঙ্গ বাদ যাচ্ছে না।

পাকিস্তানে কোনও তসলিমা নেই বলে জানা যাচ্ছে না, লাহোর-করাচির অন্দরমহলে কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশের অস্থিরতা টের পাওয়া যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। পাকিস্তানের বদলের খোঁজ রাখে না কলকাতা, শিলিগুড়ি।

একেবারে সম্প্রতি অর্থনীতিতে বিপর্যস্ত, দারিদ্র্যে জর্জরিত পাকিস্তান যা দেখল, তা সোজাসুজি বললে গণতন্ত্র হত্যার শামিল। পাকিস্তানের পার্লামেন্ট গত রবিবার একটি সংবিধান সংশোধনী পাশ করেছে। তার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট আর পার্লামেন্টের ওপর কিছুতেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

ছোট্ট একটা বাক্য-- কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মাত্র। অথচ এর তাৎপর্য আকাশছোঁয়া। গণতন্ত্রের পথে ক্ষমতায় এসে একটি সরকার এভাবে গণতন্ত্রকে উড়িয়ে দিতে পারে, কল্পনারও অতীত। পাকিস্তানে তাই-ই হল। তারা আইএমএফের কাছে ১ বিলিয়ন ডলার ধার চেয়েছে--এই তথ্যের থেকেও সংবিধান সংশোধনীর খবর মর্মান্তিক।

বিল পাশ করানোর জন্য সরকারপক্ষের দরকার ছিল ২২৪ ভোট। পড়েছে ২২৫টি। কীভাবে ভোটে জিততে মরিয়া ছিল পাক শাসকরা? এমন কয়েকজন সাংসদকে নির্বাচনের দিন দেখা গেল, যাঁদের বহুদিন দেখা যায়নি। সংবাদমাধ্যমের ভাষায় এঁরা ছিলেন নিখোঁজ। কেউ এসেছিলেন হুইলচেয়ারে। সাংবাদিকদের এঁদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন! অন্তত ছয় বিরোধী সাংসদকে দেখা গিয়েছে ট্রেজারি বেঞ্চে। এঁরাও 'নিখোঁজ' ছিলেন। রাতারাতি উপস্থিত হয়ে যান সংসদে।

বাংলাদেশে ইউনূস যেভাবে গণতন্ত্র তৈরির নামে গণতন্ত্রের সমাধি তৈরি করছেন, ঠিক সেভাবে পাকিস্তানে এগোচ্ছেন পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো। দুজনের বয়সের ফারাক অনেক। ফারাক অনেক প্রজন্মের। অথচ দেখুন, মনোভাব এক। বিরোধী বলে কিছুই থাকতে দেব না। যে ভাবনা ছিল হাসিনারও।

এমন ভাবনা ভারতেও যে নেই, তা নয়। কেন্দ্রে রয়েছে, অনেক রাজ্যে রয়েছে। বিরোধীদের ভোটই পেতে দেব না, এই মনোভাব রাজ্যের শাসকদলের বহু নেতার রয়েছে। বেনজির ভুট্টোর বংশধর সেটা করে দেখালেন পাক সংসদে। আদালতে থাপ্পড় কিন্তু খেয়ে চলেছেন। পরপর মুক্তি পেয়েছেন ইমরানের স্ত্রী বুসরা, দুই বোন আলিমা খান, উজমা খান। কী দরকার ছিল এঁদের এতদিন ধরে জেলে ভরার? বাংলাদেশের নয়া শাসকদের প্রতিহিংসা মনে পড়ছে না এসব শুনে?

বাংলাদেশের নতুন সরকার এবং তাদের

সমর্থক অধিকাংশ মানুষের সহানুভূতি এখন পাকিস্তানের দিকে। যে ভারত তাদের স্বাধীনতা পেতে সাহায্য করেছিল, তার ওপরই বরং প্রবল রোষ। এসব জায়গায় আমাদের প্রতিবেশী দুটো দেশের মনোভাব কেমন মিলে যায়। বাংলাদেশে হাসিনার আওয়ামি লিগকে মুছে ফেলতে মরিয়া ইউনূসের সরকার। পাকিস্তানেও তেমন ইমরানের পার্টি পিটিআইকে মুছে ফেলতে তৎপর বিলাওয়ালরা। প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট নন, ক্ষমতার প্রাণভোমরা বিলাওয়ালের হাতেই আপাতত।

প্রশ্ন হল, সেদিনের বাচ্চা ছেলে বিলাওয়াল এভাবে সুপ্রিম কোর্টের ওপর খড়্গহস্ত হলেন কী করে? উত্তর একটাই। ক্ষমতার দম্ভ। ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের নির্বাচনের পর থেকেই সরকার ও শীর্ষ আদালতের মধ্যে উত্তেজনার চোরা স্রোত। তার ফলেই এই বিল।

বাংলাদেশে এই ধরনের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য একজন তসলিমা আছেন। পাকিস্তানে এই কাজটা করতে পারতেন মালালা ইউসুফজাই। তিনিও অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে পৃথিবীর রাজপথে এক আদর্শ। সবচেয়ে কম বয়সে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া মালালা অনেক বেশি পরিচিত বিশ্বে। কিন্তু তিনি কী করছেন দেশের অস্থিরতার প্রতিবাদে সোচ্চার হতে?

এক দশক আগে ডয়েশ ওয়েল তাঁকে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত কিশোরী বলেছিল। যেদিন তাঁকে গুলি করেছিল পাক তালিবানরা, সেই দিনটাকে ১১ বছর ধরে মালালা ডে হিসেবে পালন করে বিশ্ব। তাঁর নামে আমেরিকার টেক্সাসে স্কুল হয়েছে। কত পুরস্কার। কত দেশের সাম্মানিক নাগরিকত্ব।

সেই মালালা কি পাকিস্তানের এক ক্রিকেট সংগঠককে বিয়ে করার পরে অনেকটা গুটিয়ে নিলেন নিজেকে?

আফগানিস্তানের সঙ্গে নারীদের নিয়ে মনোভাবে পাকিস্তানের ফারাক কতটা? সেপ্টেম্বরে অস্কারজয়ী অভিনেত্রী মেরিল স্ট্রিপ বলেছিলেন, কাবুলে মেয়েদের থেকে মেয়ে বিড়ালদের স্বাধীনতা বেশি। অক্টোবরে মালালা নিউ ইয়র্কে গিয়ে বলেছেন, আফগান মেয়েদের মাথায় এখনও বন্দুক ধরা থাকে। মেয়েদের অধিকার নিয়ে এই ২১ সেপ্টেম্বর মালালা নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের অফিসের সামনে ভাষণ দিয়েছেন রাস্তায়। কোরিয়ান তরুণী ফিল্ম মেকার সু কিমের সঙ্গে একটি ছবিও বানিয়েছেন সম্প্রতি। কাবুলের মেয়েদের লড়াই নিয়ে ফিল্ম তৈরি করেছেন যুগ্ম প্রযোজক হিসেবে। গাজার মেয়েদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়ায় তাঁর নামে তৈরি ফাউন্ডেশন। তবে পাকিস্তানি মেয়েদের দুর্দশা নিয়ে অবশ্য মালালা আদৌ আর রা কাড়েন না।

পাকিস্তানের কাগজ ট্রিবিউনে পড়লাম, কুড়ি লক্ষ ডলারের মালকিন মালালা এখন প্রকৃতির দৃশ্যই পোস্ট করেন বেশি। ব্রিটেনের বিখ্যাত ফলের ছবি। লিখেছেন, 'আমি সব সময় প্রকৃতির মধ্যেই নিজেকে স্বাভাবিক মনে করি। সোয়াট ভ্যালিতে বড় হওয়ার সময় প্রত্যেক সকালে জানলা খুলে তুষার ঢাকা পাহাড় দেখতাম। পাইনের গন্ধ মাখা বাতাসের স্পর্শ পেতাম। কলেজে পড়ার সময় অক্সফোর্ডের চেরওয়েল নদীর পাশে বহু সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেছি।'

মালালা আর কী করেন? লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে টেলর সুইফটের অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়ার ছবি পোস্ট করেন। অবশ্যই খেলাপ্রেমিক বর আসির মালিকের সঙ্গে। উইম্বলডনেও যান খেলা দেখতে। মালালা ব্রিটিশ টিভি সিরিয়াল উই আর লেডি পার্টসের একটা পর্বে অভিনয়ে নামেন ক্যামিও রোলে। সেই পর্বের নাম ছিল 'মালালা মেড মি ডু ইট'। সেটা তাঁর জন্যই ভাইরাল। সেখানে তিনি কাউবয় হ্যাট পরে ঘোড়ায় চড়েছেন পর্যন্ত। সঙ্গে দোপাট্টাও রয়েছে অবশ্য।

এই বৈপরীত্য মালালার মধ্যে অনেকদিন ধরে বাসা বেঁধেছে। তিনি একসময় নিজেই বলতেন, পঁয়তিরিশ না হলে বিয়ে করব না। বলতেন, লোকে কেন বিয়ে করে, তা বুঝে পান না। তারপর নিজেই হঠাৎ বিয়ে করে ফেলেন। বিয়ের আগে জম্মু কাশ্মীর নিয়ে অদ্ভুত মন্তব্যের জন্য তিনি সমালোচিত হয়েছিলেন ভারত, পাকিস্তান দুটো দেশেই। এখন উপমহাদেশ নিয়ে কথা প্রায় বন্ধ।

তসলিমা বারবার উপমহাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। বৃহস্পতিবার রাতের পোস্টেও লিখেছেন বাংলাদেশি এক শিশুর কথা। যে বলেছে, আমাদের অনেক ইতিহাস আছে। যেমন ১৯৪৭ সালের ইতিহাস। তসলিমার আক্ষেপ, 'ছেলেটি তার বাঙালি পরিচয় স্বীকার করে না। নিজেকে মুসলমান ছাড়া কিছু ভাবে না। ১৯৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক দেশভাগ নিয়ে গর্ব করে।'

মালালা এধরনের জ্বালাময়ী মন্তব্য করেনওনি। করবেনও না। এই তো ক'দিন আগে পাকিস্তানের এক খ্রিস্টান মডেল ও অভিনেত্রী রোমা মিচেল মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বখ্যাত হয়ে যান। মিস গ্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনালে রাম্পে বিকিনি পরে হাঁটায় তাঁকে পাকিস্তানে তুলোধোনা করা হয়। ইনস্টা প্রোফাইল থেকে সেই ভিডিও ডিলিট করে দিতে বাধ্য হন মিচেল।

মালালা কখনও কি তাঁর হয়ে প্রতিবাদ করতেন? না। তসলিমা হলে নিশ্চয়ই করতেন। হয়তো তিনি জানেন, আর দেশে ফেরা জীবনে হবে না তাঁর। তাই সোচ্চার সবসময়। মালালা জানেন, তাঁকে পাকিস্তানে যেতে হবে। বিতর্কিত কথা বললে ঝামেলা।

নির্বাসিতা তসলিমা নয়াদিল্লিতে বেশ আছেন। বই উদ্বোধনে রয়েছেন, তাঁর লজ্জা নিয়ে নাটক হচ্ছে সেখানে। সিপিএম সরকার, তৃণমূল সরকার তাঁকে বাংলা থেকে কার্যত বের করে দিয়েছে। দেশের রাজধানীতে নিরাপত্তাজনিত কোনও সমস্যা নেই তাঁর। ভারত সরকার সম্প্রতি তাঁর ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ায় অনেক স্বস্তি।

ইতিহাসের মার হল, যে হাসিনা তসলিমাকে আর বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাননি, তিনিও এখন এক শহরেই আশ্রিতা। তাঁর দশা আরও করুণ। তসলিমা তবু অনেক জায়গায় ঘুরতে পারেন, হাসিনার সেই স্বাধীনতাটুকুও নেই। হাসিনার সমর্থক শিল্পী, খেলোয়াড়রাও অনেকে দেশছাড়া ভয়ে। বাংলাদেশের বহু পরিচিত গায়িকা, অভিনেতা অনেকে এপার বাংলায় আত্মগোপন করে আছেন। বিনোদন জগৎ ভয়ে স্তব্ধ। সাকিবের মতো সর্বকালের সেরা বাংলাদেশি ক্রিকেটারের কী অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন।

মালালা তাঁর ইনস্টাগ্রামে যে ছবিই পোস্ট করুন না, প্রতিটিতে মাথায় থাকে দোপাট্টা। স্বামীর সঙ্গে স্টেডিয়ামে হোক, বিদেশি মেয়েদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হোক। পাকিস্তান নিয়ে তাঁর দুটি পোস্ট দেখলাম সম্প্রতি। একটি অলিম্পিকে পাকিস্তানিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে। একটিতে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে। সেখানে খুব সাদামাঠাভাবে শেষদিকে দু'লাইনে এনেছেন পাকিস্তানি মেয়েদের সমানাধিকার ও শিক্ষার কথা। যতটা আফগান মেয়েদের জন্য সোচ্চার, ততটা পাকিস্তানি মেয়েদের জন্য নয়। পাকিস্তানি মেয়েদের, পাকিস্তানি মানুষের যন্ত্রণার কথা মালালার পোস্টে আপনি পাবেন না। অথচ তিনি তরুণ প্রজন্মের। আগুন তাঁর কলামেই বেশি ঝরার কথা। মালালা এখন অঙ্ক কষে চলেন। তসলিমা সেখানে আবেগের নাম।

এখানেই কোথাও যেন অনাবাসী মালালাকে হারিয়ে দিয়ে যান নির্বাসিতা তসলিমা। নোবেল না জিতুন, জিতে যায় তাঁর বিদ্রোহী কলম।

আজ

১৮৮৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি মোহিতলাল মজুমদার।

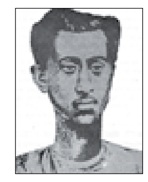

১৯১৭

চিত্র পরিচালক হীরালাল সেন প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

অজিত ভাইয়ের কাছে দাড়ি কাটাতে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, কুছ নেহি বচতা হ্যায়। এই চারটে শব্দ ভারতের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকেদের সবার মনের কথা বলে দিচ্ছে। সবারই হাতে কোনও টাকা থাকছে না।

- রাহুল গান্ধি

ভাইরাল/১

ডানা'র প্রভাবে লন্ডভন্ড উপকূলবর্তী অঞ্চল। ওড়িশায় এক আশাকর্মী ঘূর্ণিঝড় থেকে বাঁচাতে এক বৃদ্ধাকে পিঠে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যাচ্ছেন। মহিলাটি গ্রামের কাদামাটির ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে হেঁটে চলেছেন। তাঁর মানবিকতায় মুগ্ধ নেটনাগরিকরা।

ভাইরাল/২

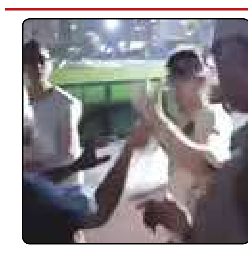

তরুণীর বৃদ্ধ দম্পতিকে চড় মারার ভিডিও ভাইরাল। নয়ডায় একটি সোসাইটিতে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন বৃদ্ধ দম্পতি। দুই তরুণীও পোষ্য কুকুর নিয়ে গিয়েছিলেন। পোষ্যকে নিয়ে তাঁদের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। তখন এক তরুণী দম্পতিকে চড় মারেন। সমালোচনার ঝড় নেট দুনিয়ায়।

উত্তরের পাঁচালি

দেবতাদের গ্রাম

নজরে।। দেগাঁয় নতুন শিবলিঙ্গ।

দেবতায় ঘেরা গ্রাম হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানার অন্তর্গত আজমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেগাঁ। নামের ক্রমবিবর্তনটা নজরকাড়া। প্রথমে নাম ছিল দেবতার গ্রাম। তারপর দেবগ্রাম থেকে দেওগাঁও। শেষে দেওগাঁ থেকে বর্তমান দেগাঁ। বেশিরভাগ দেবদেবী থানেই পূজিত হন। বছরের দুটি সময়ে পুজো পান দেবতারা। গ্রামের পূর্বদিকে মাশানকালী ও মাশনা। দক্ষিণ-পূর্বে ক্ষেত্রকালী। এঁদের পুজো হয়ে থাকে চৈত্র মাসের গম্ভীরার সময়। গ্রামের মাঝের হাওয়াকালী ও পিরবাবা পূজিত হন মাঘ মাসের শনি অথবা মঙ্গলবারে। ধর্মে বিশ্বাসের সঙ্গে সম্প্রীতি যে অতীতেও ছিল তার প্রমাণ পিরবাবার পুজো। গ্রামের মধ্যমণি শিবলিঙ্গ। সেটি অতি প্রাচীন এক বট গাছের নীচে অবস্থিত। গ্রামবাসীদের মতে এখানে দেবতাদের অভিভাবক তিনি। বছরে দু'বার শিবরাত্রি ও গম্ভীরাতে পূজিত হন। ব্ল্যাক স্টোনের আগের শিবলিঙ্গটি চুরি যায়। গ্রামবাসীরা সেটিকে নতুন করে বানিয়েছেন। ইতিহাসবিদদের ধারণা, দ্বাদশ শতাব্দীরও আগে এই গ্রামের জন্ম। সম্প্রতি গ্রামের পূর্বদিকে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। মন্দিরটির গঠনপ্রণালী বিষ্ণু মন্দিরের মতো। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ রাজবংশী ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের। মূল জীবিকা কৃষিকাজ। উত্তরবঙ্গের এমন এক এলাকার বিষয়ে সবাই যাতে আরও বেশি করে জানতে পারে সেজন্য উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

–অজিত ঘোষ

আবৃত্তিতে প্রাণ

উজ্জ্বল।। উমা ভট্টাচার্য

আবৃত্তিতে ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখতে ব্রতী হয়েছেন ময়নাগুড়ির বাচিকশিল্পী উমা ভট্টাচার্য। ময়নাগুড়ি পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ময়নাগুড়ি খাগড়াবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা উমার ছোটবেলা থেকেই আবৃত্তির সঙ্গে গভীর সখ্য। স্কুলজীবন থেকেই আবৃত্তির নানা অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছেন। তাতে সুনাম অর্জনের পাশাপাশি ঝুলিতে একগুচ্ছ পুরস্কার পুরেছেন। ব্লক থেকে জেলা হয়ে রাজ্য স্তরে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। যাঁরা আবৃত্তিতে আগ্রহী তাঁদের মন দিয়ে এই শিল্পের খুঁটিনাটি শেখান। উমার কাছে আবৃত্তি শিখে ইতিমধ্যেই সুনাম কুড়িয়েছে ময়নাগুড়ির নৈশিতা ঘোষ, সুস্মিতা পাল, মিষ্টু সরকার, কল্যাণী মণ্ডলের মতো স্কুল ছাত্রীরা। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও জিতেছে। উমার প্রশংসায় ময়নাগুড়ির আরেক শিল্পী অলোক দত্ত পঞ্চমুখ, 'নবীন প্রজন্মকে আবৃত্তিতে আগ্রহী করে তুলতে উমা যে চেষ্টা চালাচ্ছে তাকে তারিফ না করে পারা যায় না।'

–অর্ঘ্য বিশ্বাস

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

হতশ্রী গ্রামীণ স্কুলগুলোর হাল ধরবে কে

প্রায় দু'বছর বাড়িতে থেকে যে ছেলেমেয়েগুলো স্কুলে ফিরেছিল, তাদের পড়াশোনা কোনও দুর্বল ফাঁকে আটকে পড়ে যায়নি তো?

জয়দেব সাহা

পুজোর মরশুমে অনিকেত বাড়ি ফিরেছে। কে এই অনিকেত, অথবা বলতে হয় অনিকেতরা কারা? উত্তরবঙ্গের কোনও এক অচেনা গ্রামের, অচেনা স্কুলের প্রাক্তনী। দেশের কোনও এক খুব পরিচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে, আবার কেউ বা কোনও নামী বেসরকারি প্রতিস্থানে কর্মরত। গ্রামের রাস্তায় সাইকেল নিয়ে চলতে চলতে পুরোনো মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। সাইকেল থেকে নেমে প্রণাম করে শুরু হল হালহকিকতের গল্প। এসবের মধ্যেই মাস্টারমশাই দুঃখ করে বলছেন, 'এখন আর তোদের মতো ছাত্রছাত্রী আসছে না রে। কেউ পড়াশোনা করতেই চায় না। বিশেষ করে কোভিডের পর থেকে তো পরিস্থিতি খুব খারাপ। কত বোঝাই ওদের, কেউ শুনতে চায় না।'

করোনা অতিমারি আমরা পেরিয়ে এসেছি বহুকাল, তবু প্রায় বছর তিনেক তো হবেই। অতিমারি চলাকালীন অনেক চর্চা হত- স্কুলগুলো খুললে কী হবে? কীভাবে সব স্বাভাবিক করা যেতে পারে, স্কুলছুটদের নিয়েই বা কী সমাধান করা যায়। এত শত আলোচনা পেরিয়ে একদিন সত্যিই স্কুল খুলেছিল। কিন্তু গ্রামের স্কুলগুলোর কোনও খোঁজ কি কেউ নিল? প্রায় দুই বছর বাড়িতে থেকে যে ছেলেমেয়েগুলো বিদ্যালয়ে ফিরেছিল, তাদের পড়াশোনাটা কোনও দুর্বল ফাঁকের মধ্যে আটকে পড়ে যায়নি তো?

গ্রামের স্কুলে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে আসে, তাদের একটা বড় অংশই কিন্তু বাড়িতে পড়াশোনার বিশেষ কোনও পরিবেশ পায় না। কিন্তু এদের মধ্যেও কিছু

ছেলেমেয়ে নিজেদের আর স্কুলের মাস্টারমশাইদের প্রচেষ্টায় অনেক ভালো ফলাফল করে থাকে। হতেই পারে শতকরার হিসেবে সংখ্যাটা সামান্যই, তবু প্রতিবছর কিছু ছেলেমেয়ে তো থাকেই। ঠিক এই জায়গাটাতেই গ্রামের স্কুলগুলো মন্দার শিকার। কোভিডের সময় তৈরি হওয়া ঘাটতি এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে এই শিক্ষাপ্রতিস্থানগুলো। এখানে প্রসঙ্গ উঠতেই পারে, - 'ঠিক আছে, কয়েকটা ব্যাচ হয়তো এই মন্দার মধ্য দিয়ে যাবে, তারপর আস্তে আস্তে সব আগের মতো হয়ে যাবে।'

প্রশ্নটা কিন্তু আরেকটু গভীরে গিয়ে দেখায় প্রয়োজন আছে বোধহয়। একটা গল্পে ফেরা যাক। একটা গ্রামের স্কুল থেকে পাঁচজন ছেলেমেয়ে ভালো ফল করল, তাদের নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল চারদিক। ক্লাসে মাস্টারমশাই বললেন, 'তোমাদের দাদা-দিদিরা কত ভালো ফল করেছে দেখেছ তো? এরকম তোমাদেরকেও করতে হবে কিন্তু।' গল্পটা ঠিক এইখানেই শুরু হয়। যে ছেলেমেয়েগুলো বাড়িতে সেরকমভাবে পড়াশোনার মানসিক পরিবেশ পায় না, তাদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয় ঠিক এই দিনগুলোতে। একটা স্রোতের অংশ তো তারা, দাদা-দিদিদের পর এবার তাদের সেই জায়গাটা নিতে হবে। বাংলার কোনও এক গ্রামের স্কুলে যদি মাঝের তিন-চার বছর এই পাঁচজন ভালো ফল করা দাদা-দিদিরা হারিয়ে যায়, তাহলে পরবর্তী ব্যাচগুলো কাদের অনুসরণ করবে?

অনেকে বলতেই পারেন, ছেলেমেয়েগুলো নম্বরের দৌড়ে যদি আর না যায়, তাহলে তো ভালোই। হ্যাঁ, শহরের ঠান্ডাঘরে বসে, নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ জমিয়ে রেখে, তথাকথিত নম্বরকেন্দ্রিক ব্যবস্থার বাইরে অনেককিছুই ভাবা যায়। ভাবনাটা ভীষণভাবেই প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে, আজকের ব্যবস্থায়, গ্রামের টোটো-কাকু অথবা মোড়ের চা-কাকুর ছেলেমেয়েটার জন্য একটা সুন্দর আগামী কিন্তু এই নম্বরের পথ পেরিয়েই আসে।

(লেখক পাটনা আইআইটি'র গবেষক পড়ুয়া। মালদার সামসীর বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭১

পাশাপাশি : ১। সাহেবের অবিবাহিতা আদরের মেয়ে ৩। কয়েকটি পরগনার সমষ্টি ৫। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ৭। লুঠ করা বা গায়েব করে দেওয়া ৯। এই দেবতার অন্য নাম কন্দর্পদেব ১১। নীল রঙের একটি ফুলের নাম ১৪। পরিমাণে খুবই অল্প ১৫। রমণীয় বা খুবই সুন্দর।

উপর-নীচ : ১। অতিরিক্ত কালো রং ২। মানুষের ক্ষতিসাধনকারী ৩। চোখে ছানি পড়া ৪। জঙ্গলের জ্বালানি কাঠ ৬। চূর্ণ বা গুঁড়ো করা ৮। মাটি থেকে বেশি রস সংগ্রহ করে এই গাছ ১০। জলের জন্য দেয় ট্যাক্স ১১। বিস্মিত বা স্তম্ভিত হওয়া ১২। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইকিশোরী ১৩। শেখানো বা প্রশিক্ষণ দেওয়া।

সমাধান ■ ৩৯৭০

পাশাপাশি : ১। একশা ৩। ক্ষুদে ৫। রদ্দি ৬। আলগা ৮। তন্ময় ১০। পটকা ১২। মস্তান ১৪। মাকু ১৫। কস্তা ১৬। লঙ্ঘন।

উপর-নীচ : ১। একমত ২। শারদীয় ৪। দেবল ৭। গাছা ৯। জাম ১০। পর্যাকুল ১১। কালজিন ১৩। স্তাবক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

‘ডানা’র ঝাপটায় কনকনে হাওয়া

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : হেমন্তে যেন ‘ইলশেগুঁড়ি’। ঝমাঝম না হলেও, শুক্রবার রিমঝিম বৃষ্টি ঝরল উত্তরে, ডানার পরোক্ষ প্রভাবে। আর তাতেই কার্যত হেমন্তে শীতের কাঁপন ধরল শিলিগুড়িতে। গ্রামীণ এলাকা তো বটেই, শহুরে জনপদেও এদিন রাস্তায় পা রাখা সাধারণের একাংশের গায়ে চড়েছে গরম পোশাক। অনেকেই আবার আগাম শীতের আন্দাজে বাজারে গরম পোশাকের খোঁজ করতে ভিড় জমিয়েছেন। যা পুজো শেষে হাসি ফুটিয়েছে পোশাক বিক্রেতাদের মুখে। ঠান্ডা পরিস্থিতিটা যদি আরও কয়েকদিন থাকে, তবে যে জমাট বাঁধবে ‘উষ্ণতা’র ব্যবসা, অস্বীকার করছেন না কেউই। তবে রবিবার থেকে পরিস্থিতির উন্নতির পূর্বভাস মিলছে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতিতে।

ঝড়ের তাণ্ডব সেভাবে না ঘটলেও ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জনপদ। দানার প্রত্যক্ষ প্রভাবে তিলোত্তমা কলকাতা তো কার্যত জলের তলায়। ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না উত্তরবঙ্গে, পড়েওনি। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাবে তাপমাত্রা নেমেছে অনেকটাই। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, শুক্রবার উত্তরবঙ্গের

শীতের আমেজ ছড়াতেই গরম পোশাকের খোঁজে বাজারে। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

প্রত্যেকটি জেলা শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে ৭-৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের থেকে কম। ফলে দিনদুপুরে শিলিগুড়িতেও শীত শীত অনুভূত হয়েছে। এদিন শিলিগুড়িতে দিনের তাপমাত্রা ছিল ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ঘরে। অর্থাৎ গত ৪৮ ঘণ্টায় তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছে প্রায় ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তার মধ্যে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি এবং হিমেল হাওয়া থাকায় ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল আবহাওয়া ছিল দিনভর।

এই আবহাওয়ায় মূলত সন্ধ্যার পর যাঁরা বাড়ির বাইরে পা রেখেছেন, তাঁদেরই কাঁপতে হয়েছে। উৎসবের ইতি না ঘটায় ঝুঁকি না নিতে অনেকেই গায়ে জড়িয়েছেন শীতের পোশাক। সাধারণত কালীপুজো শেষ হলেই শহরের পোশাকের দোকানগুলিতে গরম পোশাক বিক্রি শুরু হয়। কিন্তু এদিন অনেক দোকানেই শীতের পোশাক ঝুলতে দেখা গিয়েছে। বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থান, শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের মতো বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে বিক্রিও খারাপ হয়নি গরম পোশাকের। ক্রেতা থেকে বিক্রেতা, সকলেই মনে করছেন, এবছর শীতের আগমন ঘটছে আগাম। দীর্ঘমেয়াদি শীত থাকবে কি না, তা নিয়েও শহরে শুরু হয়ে গিয়েছে চর্চা। তবে এ ব্যাপারে তেমন পূর্বাভাস মিলছে না আবহাওয়া দপ্তর থেকে। তবে রবি থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও, তা যে বেশিদিন থাকবে না, সেটা পরিষ্কার আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতিতে। কেননা, কালীপুজোর দিনগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আর বৃষ্টি হলেই ফের শীতের আমেজ মিলবে উত্তরের বাকি এলাকার সঙ্গে শিলিগুড়িতেও।

প্রতিমার উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে বার্তা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : প্রতিমার উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে ক্লাবগুলিকে বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি পরের বছর থেকে নিজেদের ইচ্ছেমতো ক্লাবগুলি প্রতিমার উচ্চতা বাড়াতে পারবে না বলে শুক্রবার কালীপুজো ও ছটপুজোর প্রস্তুতি সভায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি। কেউ যদি প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া বেশি উচ্চতার প্রতিমা তৈরি করে তাহলে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা সেই পুজো উদ্যোক্তাদের করতে হবে বলেও তিনি জানান। এদিনের আলোচনা সভায় মহাকুমা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি লিমিটেড, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের প্রতিনিধিরা কালীপুজো ও ছটপুজোয় নির্দেশ ও বিধিনিষেধ নিয়ে পুজো উদ্যোক্তা ও ছটপুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেন।

আলোচনায় ডিসিপি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, ‘প্রতিটি পুজো উদ্যোক্তাদের মণ্ডপে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখতে হবে। কোনও নিষিদ্ধ বাজি যাতে না ফাটানো হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।’

গতবছর মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাব নৈহাটির বড়মার আদলে ২১ ফুটের প্রতিমা তৈরি করেছিল। এত বড় উচ্চতার প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল দমকল বিভাগের কর্মীদের। চলতিবছরও বেশ কয়েকটি ক্লাব বড় প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের ২৫ ফুটের তারা মা, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ১৭ ফুটের প্রতিমা রয়েছে।

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : সাইকেল চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গ্রেপ্তার করা হয় অপার্থিব রায়। সে লিচুবাগান-শিমুলতলার বাসিন্দা। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। গত ১ সেপ্টেম্বর মাটিগাড়া থানার লালপুল বানিয়াখাড়ি থেকে একটি সাইকেল চুরি হয়ে যায়। পরদিন সাইকেলের মালিক পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার অপার্থিবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আজ শহরে

- প্রতিযোগিতামূলক শাস্ত্রীয় নৃত্যানুষ্ঠান সুনন্দা নৃত্যাঙ্গনের আয়োজনে। বিকাল ৫টা থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। কাল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

অটোচালককে উচিত শিক্ষা মহিলা যাত্রীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : দার্জিলিং মোড় থেকে চাঁদমণিতে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার জন্য একটি অটোতে উঠেছিলেন প্রকাশনগরের বাসিন্দা রাণুদেবী রায়। তখনও তিনি ভাবেননি আগামী তিন ঘণ্টা কী হতে চলেছে। চাঁদমণিতে নামার পরেই ঘটনার সূত্রপাত। খুচরো না থাকায় দুশো টাকা তিনি ধরিয়েছিলেন অটোচালকের হাতে। তারপরেই খুচরো দেওয়ার নাম করে অটো নিয়ে পগারপার ওই অটোচালক।

ছেড়ে দেননি বছর পঁয়তাল্লিশের ওই মহিলাও। তিন ঘণ্টার টানাপোড়েন শেষে চেকপোস্ট এলাকা থেকে অন্য অটোচালকদের সহযোগিতায় ওই অটোচালক সহ তার সহযোগীকে পাকড়াও করেন ওই মহিলা। ওই মহিলার বক্তব্য, ‘এখানে দুশো টাকার ব্যাপার নয়, অটোচালক যেভাবে ঠকাল, তাতে সে পরবর্তীতে বড় অপরাধও করতে পারে। তাই শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।’

শুক্রবার ক্ষোভের সুরে ভক্তিনগর থানায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘চাঁদমণিতে নামার পরেই ওই অটোচালক নেমে আমাকে কিছুটা দূরে নিয়ে যায়। সে আমার থেকে দুশো টাকা নিয়ে বলে, ভাঙিয়ে দেবে।’ যদিও অটোয় উঠেই এরপর সে উলটো পাশে ঘুরিয়ে দার্জিলিং মোড়ের দিকে রওনা দিয়ে দেয়। ঠকে গিয়েছেন বুঝতে পেরে ওই মহিলা ওই অটো ধরতে গেলে কার্যত বাসের মুখোমুখি এসে পড়েন। কোনওমতে তাঁর প্রাণ বাঁচে। এরপর আরেকটি অটো ধরে তিনিও দার্জিলিং মোড়ে এসে পৌঁছান। রাণু বলেন, ‘ দার্জিলিং মোড়ে পৌঁছানোর পরেই দেখি, ওই অটোচালক তার সঙ্গীকে নিয়ে সেখানে এসেছে। যদিও আমাকে দেখে ফের মাটিগাড়ার দিকে চলে যায়।’ এরকম বেশ কয়েকবার হওয়ার পর ওই মহিলা স্থানীয় অটোচালকদের বিষয়টা জানান। তারপর অটোচালকরা সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন।

এরমধ্যেই ওই অভিযুক্ত অটোচালক তার সঙ্গী নিয়ে ফের দার্জিলিং মোড়ে আসে। ওই মহিলা তখন আরেকটি অটো ধরে তার দিকে এগিয়ে যান। ধরতে পারেননি। দার্জিলিং মোড়ের লাল বাতির কারণে আটকে যান। পরে সবুজ বাতি হওয়ার পর তিনি অটোয় এসে পৌঁছান চেকপোস্টে। এরপর সেখানকার অটোচালকদের বিষয়টা জানান। ওই অভিযুক্ত অটোচালককে চেকপোস্টে দেখতে পান ওই মহিলা। তবে এবারে আর ওই অটোচালক ও তার সঙ্গী বাঁচতে পারেনি। স্থানীয় অটোচালকদের সহযোগিতায় দুজনই ধরা পড়ে। ধৃত ওই দুই ব্যক্তির নাম মৃদুল ঘোষ ও আশিদুল হক। এর মধ্যে মৃদুল অটোচালক।

উপযুক্ত শাস্তি

- দার্জিলিং মোড় থেকে চাঁদমণিতে যাওয়ার জন্য অটোতে ওঠেন এক মহিলা
- খুচরো না থাকায় চালককে ২০০ টাকার নোট দিয়ে ভাড়া কেটে নিতে বলেন
- চালক ভাঙিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েও পুরো টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়
- তিন ঘণ্টার চেষ্টার পর ওই মহিলা চালককে খুঁজে পুলিশের হাতে তুলে দেন

কুকুরছানার খোঁজে হন্যে তরুণ

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : চোখের আড়াল হতেই কৃশকে নিয়ে গেল এক দম্পত্তি। আর তারপর থেকেই দিনরাত এক করে কৃশের খোঁজে তোলপাড় করে চলেছেন বছর কুড়ির অভিজিৎ মণ্ডল।

শেষমেশ দুই মাসের ওই কুকুরছানাকে খুঁজে পেতে থানায় গেলেন ওই তরুণ। সেখানে গিয়ে শুনতে হল, কুকুর রাখার ডকুমেন্ট রয়েছে কিনা ? যা শুনে বেজায় ক্ষুব্ধ ওই তরুণ। তাঁর আক্ষেপ, ‘পুলিশ যদি এমন ব্যবহার করে, তাহলে তো মুশকিল। তবুও আমি আশায় রয়েছি, পুলিশ আমার কুকুরছানাকে খুঁজে বের করে দেবে।’

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটের উলটোদিকেই অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে অভিজিতের। বৃহস্পতিবার সকালেও তিন ছানা সহ মা কুকুরকে নিয়ে ঘুরতে বের হন। পথে দুটো কুকুরছানার মধ্যে একটি ড্রেনে পড়ে যায়। সে ওই কুকুরছানাকে ড্রেন থেকে তুলে পরিষ্কার করার সময় স্কুটার আরোহী এক দম্পতি কুকুরছানাকে তুলে নিয়ে ইউনিভার্সিটির বাইরে বেরিয়ে যান।

তাঁদের ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে কাঁদতে থাকেন।

পরে পুলিশ ও ইউনিভার্সিটির সিসিটিভি-র দায়িত্বে থাকা কর্মীদের সহযোগিতায় ওই দম্পতির ঠিকানা ও ফোন নম্বর জোগাড় হয়। অভিজিৎ বলেন, ‘চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ঠিকানা মেলায় সেখানে চলে যাই। সেখানে স্থানীয়রাও আমার সঙ্গে খোঁজ শুরু করে। তবে পাইনি তাঁদের খোঁজ। এদিকে, ফোন করলেও সুইচ অফ-ই পেয়েছি।’ শেষমেশ, এদিন ফের দুই নম্বর গেটের ভেতরে থাকা পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হয় অভিজিৎ। এরপর সেখানে থাকা পুলিশ কর্মীরা তাঁকে মাটিগাড়া থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেয়। এরপরই সে মাটিগাড়া থানায় দ্বারস্থ হয়। অভিজিতের আশা, ‘পুলিশ আমার কৃশকে ঠিক খুঁজে বের করে দেবে। সেই আশাতেই আমি এখনও রয়েছি।’

চুরির অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : নির্মাণসামগ্রী চুরির অভিযোগে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সুদীপ্ত পাল, বিনয় বর্মন ও বিপ্লব বর্মন। তারা বালাসন এবং পালপাড়ার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি বুধবার রাতে পালপাড়ায় ঘটেছে। সেখানে এক জায়গায় নির্মাণকাজ চলছে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকালে শ্রমিকরা এসে দেখেন তাঁদের একটি যন্ত্রের বেশ কিছু অংশ গায়েব। এরপর তাঁরা মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

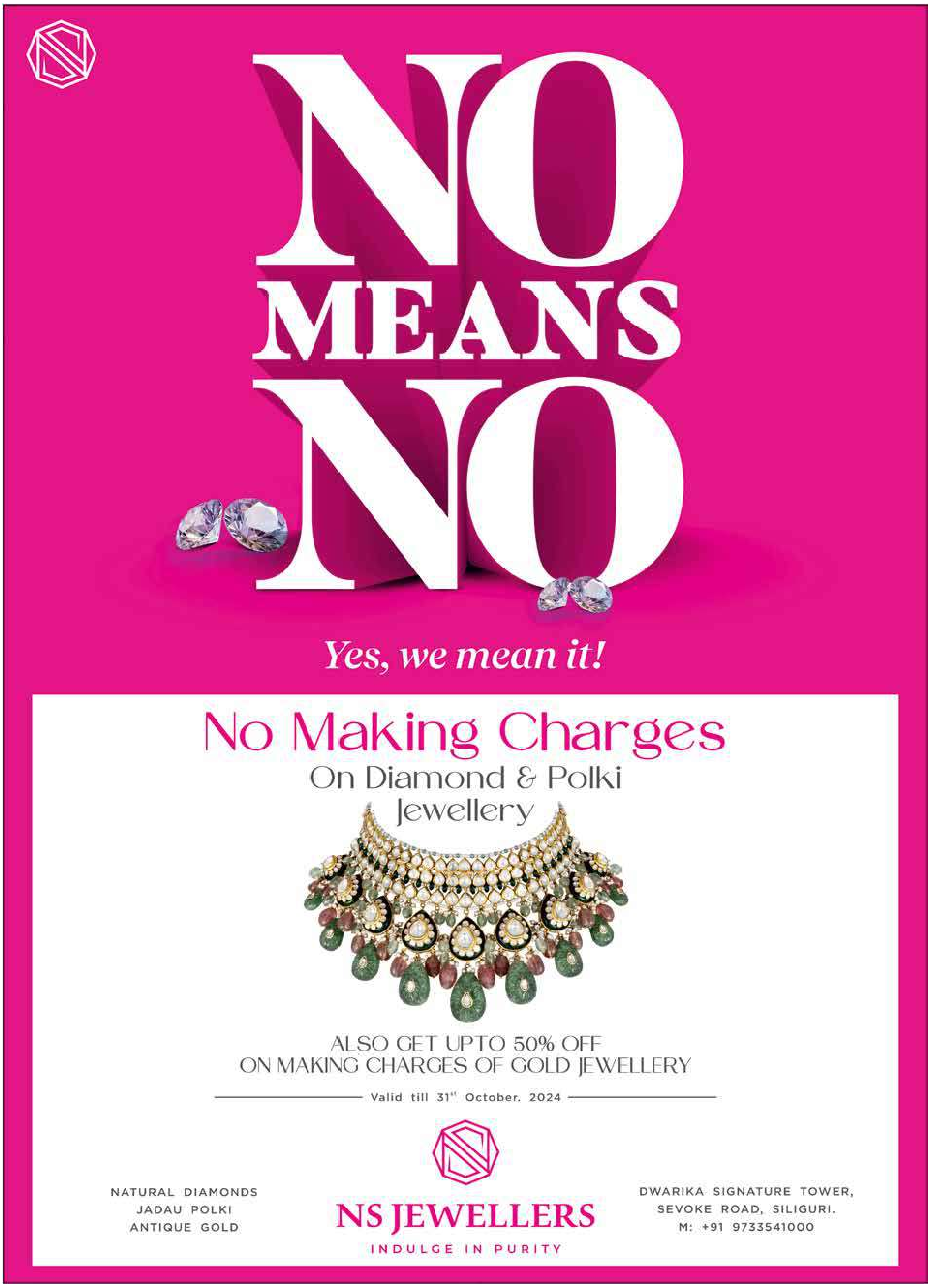

অক্টোবর মাসের বিষয় : উৎসব

ভক্তের আর্তি (জলপাইগুড়ি)

প্রথম : সায়নী চন্দ
(শিল্পসমিতিপাড়া, জলপাইগুড়ি) লুমিক্স ডিসি-এস৫

দেবীবরণ শেষে (জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি)

দ্বিতীয় : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

উমার আরাধনা (রামকৃষ্ণ মিশন, জলপাইগুড়ি)

তৃতীয় : অভিরূপ ভট্টাচার্য
(নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন ডি৫৩০০

শুভ শারদীয়া (গঙ্গারামপুর)

চতুর্থ : নীহাররঞ্জন সরকার
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) আইফোন ১৫

অটুট বন্ধন (বালুরঘাট)

পঞ্চম : দীপাঞ্জয় ঘোষ
(গোফানগর, দক্ষিণ দিনাজপুর) ভিভো ভি২৩

মর্ত্যে আগমন (কলকাতার কুমোরটুলি)

ষষ্ঠ : জয়াশিস বণিক
(নাকতলা, কলকাতা-৪৭) নিকন ডি৭২০০

সিঁদুরখেলায় (জলপাইগুড়ি)

সপ্তম : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ৫ডি মার্ক৪

পুজোর সময় (শিলিগুড়ি)

অষ্টম : প্রিয়ম ঘোষ
(দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৩৫০০

খেলার ছলে (জলপাইগুড়ি)

নবম : সুমন দাস
(দেবনগর, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৬

চিত্র চিত্রিত

আলোকচিত্র
প্রতিযোগিতা

দাপটকালীর শরণে (ত্রিমোহিনী)

দশম : সহিষ্ণু সাহা
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) নিকন ডি৫৬০০

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

মন্মথ মজুমদার, দীপক অধিকারী, শুভঙ্কর ভদ্র, অর্পিতা সাহা, অয়ন সাহা, জয়দীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ দে, দীপঙ্কর কুণ্ডু, সৌভিক মিত্র, সৌম্যজিৎ বালো, জয় হুই, বরণ সরকার, নির্মলচন্দ্র বর্মন, বিনায়ক রায়, অঙ্কিতা রায়, দেবপ্রিয়া সরকার, সুমন দত্ত, শোভন রায়, শংকর সাহা, ইন্দ্রজিৎ সরকার ও পার্থ বসাক।

স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণ মধ্যপ্রদেশে

ভোপাল, ২৫ অক্টোবর : একই দিনে জোড়া ধর্ষণের ঘটনায় কাঁপল মধ্যপ্রদেশ। রাজ্যের রেওয়ায় এক মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয়। অন্য ঘটনাটি ইন্দোরের। দু'টি ঘটনাই ঘটে গত ২১ অক্টোবর।

সোমবার রেওয়ার একটি পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন এক নবদম্পতি। নির্যাতিতা পুলিশকে জানিয়েছেন, স্বামীর সঙ্গে পার্কে একটি বিষয়ে ঝগড়া হয় তাঁর। সেই সময় ওই পার্কেই জনাপাঁচেক তরুণ তাঁদের কাছে এসে ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। স্বামী বাধা দিতে গেলে তাঁকে মারধর করেন তরুণরা। স্বামীকে গাছে বেঁধে রেখে ওই মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

অভিযুক্তেরা গোটা ঘটনার ভিডিও করেন। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালে সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয় দম্পতিকে। রেওয়ার ডেপুটি পুলিশ সুপার হিমালি পাঠক জানিয়েছেন, নির্যাতিতার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে। এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ইতিমধ্যে শতাধিক লোককে ধরা হলেও তাদের মধ্যে প্রকৃত অপরাধীরা আছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়।

গত সোমবার রেওয়ার পাশাপাশি ইন্দোরে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা (৪০)-কে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এক দিনমজুরের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ওই মহিলাকে অর্ধনগ্ন ও রক্তাক্ত অবস্থায় সদর বাজার এলাকায় ইতস্তত ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। সেখানে দেখা যায়, মহিলাকে পাশেরই বর্জ্য পরিশোধন কেন্দ্রে নিয়ে যান ওই দিনমজুর। কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে ফিরে আসতে দেখা যায়। এর কিছু পরেই ওই মহিলাকে অর্ধনগ্ন ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা যায়। ফুটেজ দেখে ওই দিনমজুরকে আটক করা হয়। জেরায় তিনি ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের।

মধ্যপ্রদেশের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটোয়ারি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আক্রমণ করেন মোহন যাদব সরকারকে। তিনি বলেন, 'আমাদের এক কন্যা রাস্তায় নগ্ন অবস্থায় উদ্ধার হচ্ছে, আর মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ব্যস্ত।' জবাবে রাজ্যের মন্ত্রী নরেন্দ্র শিবাজি প্যাটেল বলেন, 'অভিযুক্তদের সকলকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ থেকেই পরিষ্কার সরকার কতটা সজাগ।'

হাথরসে ধর্ষণের শিকার বৃদ্ধা

হাথরস, ২৫ অক্টোবর : ফের ধর্ষণের খবর মিলল উত্তরপ্রদেশের হাথরস থেকে। চার বছর আগে এক দলিত তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। এবার এক ৬০ বছরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত ২৫ বছরের এক তরুণ। তার নাম ফতেহ খান। বুধবার রাতে ওই বৃদ্ধা যখন নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন তখন তাঁর ওপর যৌন অত্যাচার চালায় অভিযুক্ত। ঘটনার পর পালিয়ে যায় সে। তার নামে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে গেলে গুলি চালায় ফতেহ খান। পালটা গুলি চালায় পুলিশ। জখম অবস্থায় বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিযুক্ত। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত একজন জেলখাটা আসামি।

টাটার সম্পত্তি পেল পোষ্য টিটোও

মুম্বই, ২৫ অক্টোবর : চলে গিয়েছেন রতন টাটা। পিছনে পড়ে রয়েছে চিরকুমার শিল্পপতির ১০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি। মৃত্যুর আগে সেই সম্পত্তিই তিনি ইচ্ছাপত্রে দান করে গিয়েছেন আত্মীয় ছাড়াও তাঁর নির্বাহী সহকারী শান্তনু নাইডু, রাঁধুনি রাজন শ, এমনকি প্রিয় পোষ্য সারমেয় টিটোকেও।

বিশিষ্ট শিল্পপতির মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছাপত্রের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তাতেই দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাগ পেয়েছেন তাঁর ফাউন্ডেশন, ভাই জিমি টাটা, সৎ বোন শিরীন এবং ডায়না জিজিবয় এবং নানা স্তরের গৃহকর্মীরা।

টাটা তাঁর ব্যক্তিগত উইলে বিশেষভাবে নাম করেছেন পোষ্য টিটোর। পশুপ্রেমিক টাটা টিটোকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাঁর অবর্তমানে টিটোর যাতে যত্নের অভাব না হয়, তারই ব্যবস্থা করে গিয়েছেন ইচ্ছাপত্রে। ভারতে সম্ভবত এই প্রথম কোনও শিল্পপতি নিজের পোষ্যের জন্য এমন সিদ্ধান্ত নিলেন।

গত ৯ অক্টোবর ৮৬ বছর বসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রতন টাটা। তাঁর মৃত্যুর পর টাটা সাম্রাজ্যের পাশাপাশি রতন টাটার বিপুল সম্পত্তির মালিক কে হবেন, তা নিয়েও অনেকের মনেই প্রশ্ন ছিল।

৮৬ বছর বয়সে প্রয়াত টাটার সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে আলিবাগে সমুদ্র সৈকতের ওপর একটি ২০০০ বর্গফুটের বাংলো এবং মুম্বইয়ের জুহু তারায় দু'তলা বাড়ি। তাঁর ফিক্সড ডিপোজিটের পরিমাণ ৩৫০ কোটি টাকারও বেশি এবং টাটা সন্সে ০.৮৩ শতাংশ শেয়ার রয়েছে।

টাটার উইলে টিটোর দেখভালের জন্য মোটা অঙ্ক বরাদ্দ করা হয়েছে। দীর্ঘ ছ'বছরেরও বেশি সময় টিটোর সঙ্গে সময় কেটেছে তাঁর। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর খেয়াল রেখেছিলেন যাঁরা, তাঁদেরও ভোলেননি টাটা। সম্পত্তির একটি অংশ লিখে দিয়েছেন তিন দশকের পুরোনো রাঁধুনি রাজন শ'কে।

তবে তাঁর ২০-৩০টি বিলাসবহুল গাড়ি এবং কোলাবায় যে বিশাল বাংলো আছে সেগুলি কাকে দেওয়া হবে তা জানা যায়নি। গাড়িগুলি পুনে সংগ্রহশালায় পাঠানো হতে পারে অথবা নিলামও হতে পারে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বম্বে হাইকোর্ট।

উচ্চপ্রাথমিক নিয়োগে বহাল থাকবে কলকাতা হাইকোর্টের রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজারেরও বেশি শূন্যপদে নিয়োগের পথে সব বাধা কাটল। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই নিয়োগের সিদ্ধান্তকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হলেও শুক্রবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সেই আপিল খারিজ করে দেয়। এর ফলে হাইকোর্টের রায় অনুসারে নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

২০১৪ সালের আপার প্রাইমারি শূন্যপদ নিয়োগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট গত ২৮ অগাস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেয়। তাতে বলা হয়, ১৪ হাজার ৫২টি শূন্যপদের জন্য চার সপ্তাহের মধ্যে মেধা তালিকা প্রকাশ এবং তার পরবর্তী চার সপ্তাহের মধ্যে কাউন্সেলিং সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু এই নির্দেশ সংরক্ষণ নীতির বিরোধী বলে অভিযোগ এনে কিছু চাকরিপ্রার্থী সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। এতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

যদিও শীর্ষ আদালত শুক্রবার জানিয়ে দেয়, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ সম্পন্ন হবে। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ এদিন স্পষ্ট জানিয়েছে, নতুন কোনও আপিল এই বিষয়ে শোনা হবে না এবং হাইকোর্টই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে।

এই রায়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। পুজোর প্রাক্কালে শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত পাওয়ায় চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। ৮ বছর ধরে চলা এই জটিলতা শেষ হয়ে তাদের জন্য নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হল বলেই মনে করা হচ্ছে।

নয়াদিল্লির এক সেলুনে দাড়ি কাটছেন রাহুল গান্ধি। শুক্রবারের এই ছবি দেশজুড়ে ভাইরাল।

গুলমার্গে জঙ্গিহানা
২ সেনা সহ হত ৪

শ্রীনগর, ২৫ অক্টোবর : জঙ্গি দৌরাত্ম্য কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না জম্মু ও কাশ্মীরে। বৃহস্পতিবার গুলমার্গে জঙ্গিদের হামলায় ২ জন সেনা জওয়ান সহ মোট ৪ জন মারা গিয়েছেন। কয়েকজন আহতও হয়েছেন। শহিদ জওয়ানদের নাম হল রাইফেলম্যান কাইজার আহমেদ শাহ এবং জীবন সিং। যে দুজন কুলি মারা গিয়েছেন তাঁরা হলেন মুশতাক আহমেদ চৌধুরী এবং জারুর আহমেদ মীর। হামলার দায় স্বীকার করেছে পিপলস অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট ফ্রন্ট নামে একটি সংগঠন। তারা জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার মদতপুষ্ট ছদ্ম সংগঠন। পুলিশ জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে গুলমার্গের বুটাপাথরির নাগিন পোস্ট এলাকার কাছে সেনার একটি টহলদারি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়।

ঘটনার নিন্দা করে জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, 'আমাদের শহিদদের বলিদান ব্যর্থ হতে দেব না। তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। জখমদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' এদিন শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চিনার কর্পসের দপ্তরে হাজির হন তিনি। ওমর আবদুল্লা বলেন, 'কাশ্মীরে সাম্প্রতিক সময়ে যেভাবে হামলার ঘটনা বাড়ছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক। আমি কঠোর ভাষায় এই হামলার নিন্দা করছি।' হামলার নিন্দা করেছেন পিডিপি সভানেত্রী মেহবুবা মুফতিও।

ফারুক আবদুল্লা বলেন, 'যতই চেষ্টা করা হোক, আমরা কখনও পাকিস্তানের সঙ্গে যাব না। শত্রুতা ছেড়ে জম্মু ও কাশ্মীরে হিংসা না ছড়িয়ে ইসলামাবাদ যেন বন্ধুত্বের রাস্তায় হাঁটে। না হলে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত খারাপ হতে চলেছে। গত ৩০ বছর ধরে আমি দেখছি নির্দোষ মানুষ মারা যাচ্ছেন।'

জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভোটের পর থেকে এই নিয়ে গত ১৫ দিনে ১৯বার জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটল ভূস্বর্গে।

জঙ্গি হামলার পর রাস্তাজুড়ে তল্লাশি জওয়ানদের। শুক্রবার শ্রীনগরে।

আরএসএসের সভায় বুদ্ধদেব ও ইয়েচুরির শোকপ্রস্তাব

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সিপিএমের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির নামে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হল। শুক্রবার মথুরায় শুরু হয়েছে আরএসএসের দু'দিনের কার্যকারিণী সভার। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন সংঘ প্রধান মোহন রাও ভাগবত। উপস্থিত ছিলেন আরএসএস-এর দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা (সরকার্যবাহ) দত্তাত্রেয় হোসাবেল। সভার শুরুতে প্রথামাফিক সাম্প্রতিককালে দেশের প্রয়াত ব্যক্তিত্বদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব নেওয়া হয়। শুক্রবার সেই শোকপ্রস্তাবে রতন টাটা, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রামোজি রাও-এর পাশাপাশি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সিপিএমের শীর্ষ নেতা সীতারাম ইয়েচুরির নামেও আলাদাভাবে শোকপ্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্যের সংঘ ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আরএসএস জাতীয়তাবাদী সংগঠন। অতীতেও আমরা ইএমএস নাম্বুদ্রিপাদের মতো কমিউনিস্ট নেতার প্রয়াণে শোকপ্রস্তাব নিয়েছি।' যদিও নাম্বুদ্রিপাদের নামে নেওয়া শোকপ্রস্তাবই এতদিন ব্যতিক্রম ছিল। জ্যোতি বসু বা হরকিষেণ সিং সুরজিতের প্রয়াণে এই সৌজন্য দেখা যায়নি সংঘের তরফে। এদিন কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দু'দিনের এই বৈঠকে ২০২৫-এ আরএসএস-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রস্তাবিত কর্মসূচি চূড়ান্ত হবে। বৈঠকে এরাজ্য থেকে সংঘ নেতা রমাপদ পাল, জলধর মাহাতোরাও উপস্থিত রয়েছেন।

এলএসি থেকে সেনা সরবে অক্টোবরেই

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : শুরু হয়ে গেল সেনা সরানোর কাজ। লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) সংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম সরানোর ব্যাপারে ভারত ও চিন মতৈক্যে পৌঁছোয় ২১ অক্টোবর। সেদিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী, ২৯ অক্টোবরের মধ্যে দিল্লি ও বেজিংকে এলএসি থেকে সমস্ত সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম সরাতে হবে। সূত্রের খবর, তারপর এলএসি-তে চালু হবে উভয়পক্ষের সেনা টহল। সেটা হবে অক্টোবরের একেবারে শেষদিকে।

সামরিক সূত্র জানিয়েছে, লাদাখের ডেমচকে ভারত ও চিনের পাঁচটি করে তাঁবু ও ডেসপাংয়ে কিছু অস্থায়ী নির্মাণের অর্ধেক ভেঙে ফেলা হয়েছে। চুক্তি মতো ওই অঞ্চল ২০২০ সালের এপ্রিলে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতীয় সেনাকে চার্ডিং নালার পশ্চিমে সরে যেতে হবে। একইভাবে চিনা সেনাদের ফিরে যেতে হবে নালার পূর্বপ্রান্তে। এখনও এখানে উভয় দেশের ১২টি তাঁবু ও ১০ থেকে ১২টি অস্থায়ী নির্মাণ রয়েছে। সমস্ত তাঁবু উঠিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি অস্থায়ী নির্মাণগুলিও ভেঙে দিতে হবে। এই কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা আকাশপথে পর্যবেক্ষণ করবে ভারতীয় সেনা ও পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএফ)। সূত্রটি এও জানিয়েছে, ডেপসাং ও ডেমচকে লালফৌজ তাদের গাড়ির সংখ্যা কমিয়েছে। কিছু সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীও। প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হওয়ার চার-পাঁচদিনের মধ্যেই দু'তরফের সেনাটহল শুরু হবে। এলএসিতে অচলাবস্থা কাটাতে ভারত ও চিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ২১ অক্টোবর।

বাতাসে বিষ, প্রাতর্ভ্রমণ ত্যাগ চন্দ্রচূড়ের

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : দীপাবলি, শীতের আগে ক্রমশ দূষিত হচ্ছে দিল্লির আকাশ-বাতাস। দেশের রাজধানী শহরের বায়ুদূষণের জেরে এবার চিরাচরিত প্রাতর্ভ্রমণের অভ্যাসে ছেদ টানতে বাধ্য হলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপচারিতায় তিনি বলেছেন, 'আমি আজ থেকে প্রাতর্ভ্রমণে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমি সাধারণত ভোর ৪টে থেকে ৪টে ১৫ মিনিট নাগাদ প্রাতর্ভ্রমণে যাই। আমার শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা রয়েছে। এই অবস্থায় সুস্থ থাকতে আমাকে চিকিৎসকরা বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।' দিল্লির বাতাস ক্রমশ বিষাক্ত হচ্ছে। এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সে লাগাতার খারাপ ফল করছে দিল্লি।

নাচো তো দেখি! মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে মাধুরী দীক্ষিত ও বিদ্যা বালান। শুক্রবার। -এএফপি

এবার পান্নুনের নিশানায় শা

অটোয়া, ২৫ অক্টোবর : এবার সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে নিশানা করল নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন শিখস ফর জাস্টিস। দলের শীর্ষনেতা খালিস্তানপন্থী গুরপতবন্ত সিং পান্নুন ঘোষণা করেছেন, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বিদেশ সফর নিয়ে তথ্য দিতে পারলে ১০ লক্ষ ডলার ইনাম দেওয়া হবে। ২০ অক্টোবর দিল্লির রোহিণী এলাকায় সিআরপিএফের একটি স্কুলের সামনে বিস্ফোরণের পর পান্নুনের এদিনের ঘোষণায় উদ্বেগ বেড়েছে দিল্লির।

এর আগেও একাধিকবার ভারত সরকার ও ভারতীয়দের নিশানা করে নানা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিদেশে বসবাসকারী এই শিখ জঙ্গি নেতা। সম্প্রতি ভারতীয় বিমানযাত্রীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, ১ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে সফর না করতে। শিখদের বিরুদ্ধে 'গণহত্যার প্রতিশোধ' নিতে পান্নুন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে নাশকতা চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

শা'র বিরুদ্ধে পান্নুনের অভিযোগ, তিনি সিআরপিএফের মাথা এবং ভাড়াটে সেনা নিয়োগের দায়িত্বও তাঁর। এই প্রেক্ষিতে শনিবার (২৬ অক্টোবর) নাগপুর, দিল্লি (রোহিণী ও দ্বারকা), সোনিপত, পিঞ্জোর এবং জলন্ধরে সিআরপিএফ স্কুল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার ডাক দিয়েছেন পান্নুন।

মোদির সঙ্গে বৈঠকে শোলৎজ

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : দু'দিনের ভারত সফরে এসে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন জার্মানির চ্যান্সেলার ওলফ শোলৎজ। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে ভারত। সহমত পোষণ করেছেন জার্মানির চ্যান্সেলারও। কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানে জোর দিয়েছেন দুই নেতাই।

ঘোষণা এনআইএ'র

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : জেলবন্দি গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাই আনমোল বিষ্ণোই ওরফে ভানুকে গ্রেপ্তারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ।

খুন হতে পারতাম, বিস্ফোরক কল্যাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : ওয়াকফ বোর্ড সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) বৈঠকে তুমুল বিতণ্ডার পর প্রথম মুখ খুলেই বিস্ফোরক দাবি করলেন তৃণমূলের মুখ্যসচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, আমি সেদিন খুন হয়ে যেতে পারতাম। আমার লড়াই চলবে ননসেকুলার ফোর্সের বিরুদ্ধে। ক্ষমতা থাকলে আমাকে সংসদ থেকে বরখাস্ত করে দেখাক। মঙ্গলবার জেপিসি বৈঠকে বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন কল্যাণবাবু। কাচের বোতল ভেঙে জখম হন তিনি। এআইএমআইএম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসির কাঁধে হাত রেখে বের হতে দেখা যায় তাঁকে।

সেইদিন কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও শুক্রবার নয়াদিল্লিতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'আমাকে টার্গেট করা হয়েছে, কারণ আমি প্রতিবাদ করি। অসম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে কোন আপস করব না। আমাকে খুন করার চক্রান্ত চলছে। ওরা আমাকে খুন করতে পারে।' তিনি আহত হওয়ার পর জেপিসির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল বা শাসকদলের কোনও সাংসদই তাঁর খোঁজ নেননি বলে জানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তিনি এদিন বলেন, উনি আইনজীবী নাকি? আমি চ্যালেঞ্জ করছি ওকে সুপ্রিম কোর্টে কোনও বড় মামলায় ২০ মিনিট বিতর্ক করার জন্য।

> আমাকে টার্গেট করা হয়েছে, কারণ আমি প্রতিবাদ করি। অসম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে কোন আপস করব না। আমাকে খুন করার চক্রান্ত চলছে।
>
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

ওরলিতে এবার ঠাকরে বনাম দেওরা

মুম্বই, ২৫ অক্টোবর : ভোটের উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে। শুক্রবার মুম্বইয়ের ওরলি আসনে শিন্ডে দলের রাজ্যসভার সাংসদ মিলিন্দ দেওরাকে প্রার্থী করেছে। ওই আসনে এমভিএ-র তরফে এবারও প্রার্থী হয়েছেন শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য ঠাকরে।

গতবার ওরলি আসনে তিনি ৭২.৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন। শিন্ডে গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই ওয়ারলি আসন ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। প্রয়াত কংগ্রেস নেতা মুরলী দেওরার ছেলে মিলিন্দ চলতি বছরের গোড়ায় হাত শিবির ছেড়ে শিন্ডে সেনায় যোগ দিয়েছিলেন। দক্ষিণ মুম্বই লোকসভা আসনে প্রার্থীও হয়েছিলেন। কিন্তু পরাজিত হওয়ায় তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল শিবসেনা। তবে ওয়ারলিতে প্রার্থী করা হলেও মিলিন্দ দেওরার জয়ের ব্যাপারে ধন্দ রয়েছে। ওই আসনে ইতিমধ্যে রাজ ঠাকরের এমএনএস সন্দীপ দেশপাণ্ডেকে প্রার্থী করেছে।

প্রভু জগন্নাথের কৃপা, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মোহনের
ডানা'র ঝাপটা থেকে রক্ষা ওডিশার

ভুবনেশ্বর ও কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : ডানার ঝাপটা থেকে রক্ষা পেল ওডিশার পাশাপাশি বাংলাও। ল্যান্ডফল ওডিশায় হলেও সেখানকার চেয়েও বাংলায় বেশি বৃষ্টি হয়েছে বলে খবর। ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাজি বলেন, 'মিশন সফল। ডানার তাণ্ডবে রাজ্যে কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। দুর্যোগের কারণে যাতে একজনকেও না হারাতে হয়, সেটাই লক্ষ্য ছিল সরকারের। প্রভু জগন্নাথের কৃপায় সেই লক্ষ্যপূরণ হয়েছে।'

ভিতরকানিকার হাবলিখাটি নেচার ক্যাম্প এবং ধামারার কাছে ভূমিতে ঘণ্টায় ১১০ কিমি বেগে আঘাত হানে ডানা। এরপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুর্বল হয়ে তা ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেয় চলে সকাল সাড়ে ৭ টা অবধি। রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি বলেন, 'প্রশাসনিক নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কারণে কারও মৃত্যু হয়নি। সরকারের লক্ষ্য ছিল, আমরা কাউকে মারা যেতে দেব না। আমরা কথা রাখতে পেরেছি।' যদিও শুক্রবার কেন্দ্রপাড়া জেলায় একটি ত্রাণশিবিরে হেমলতা নায়েক (৮২) নামে এক বৃদ্ধা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

মাজি বলেন, ৪,৪৩১ জন গর্ভবতী মহিলাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরানো হয়েছে, যেখানে ১,৬০০টি শিশু জন্ম নিয়েছে।

শুক্রবার দুপুর থেকেই ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র দাপট কমে ওডিশায়। ভুবনেশ্বরের মৌসম ভবনের অধিকর্তা মনোরমা মোহান্তি জানান, 'ডানা'র জেরে গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে কেন্দ্রপাড়া জেলার রাজকণিকায়। সেখানে ১৫৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। রাজকণিকা ছাড়াও কেন্দ্রপাড়ার মার্শাঘাই, দেরাবিস এবং রাজনগরে যথাক্রমে ১১০, ১২০ এবং ১০০ মিলিমিটার, বালেশ্বরের উপড়ায় ১০৯, ভদ্রকের বাসুদেবপুরে ১১০ এবং খুরদার বালিয়ান্তায় ৯২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

এদিন বিকালে মোহান্তি বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট ছিল। বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝড়, ভদ্রক, জগৎসিংহপুর, কটক, কেন্দ্রপাড়া, ঢেঙ্কানল, সুন্দরগড় এবং খুরদায়। বেশকিছু বিদ্যুতের খুঁটি ও অন্যান্য বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা দ্রুত মেরামতের কাজ চলছে বলে ওডিশা সরকার জানিয়েছে।

ভুবনেশ্বর ও কলকাতায় বিমান ও রেল পরিষেবা শুক্রবার সকালে ফের চালু হয়। পূর্ব উপকূল রেলওয়ে জানিয়েছে, বেশিরভাগ ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু হলেও কিছু ট্রেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আড়াই লক্ষেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে এবং রাজ্যের সাড়ে তিন লক্ষ মানুষকে সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় উদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং স্থানীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর বেশ কয়েকটি দল নিযুক্ত রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি জেলায় প্রবল বৃষ্টির কারণে স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।

ঝড়ের রাতে জন্ম ১৬০০ 'ডানা'র

ভুবনেশ্বর, ২৫ অক্টোবর : ধ্বংসের মধ্যেই থাকে সৃষ্টির আভাস। বাইরে তখন ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র দাপট চলছে। ভদ্রকের এক ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া সাই স্বপ্না বেহরা নামে এক মহিলার আচমকাই প্রসববেদনা শুরু হয়। দুর্যোগ উপেক্ষা করেই রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যেরা সেই মহিলাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সময়মতো হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। শুক্রবার সকালে চিকিৎসকরা জানান, পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন মহিলা। মা-সন্তান দু'জনেই সুস্থ। 'ডানা'র তাণ্ডবের মধ্যেই সন্তানের জন্ম হওয়ায় দম্পতি তাঁদের নবজাতকের নাম রেখেছেন 'ডানা'।

তবে স্বপ্না একা নন। বৃহস্পতিবার ঝড়ের রাতে রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হওয়া ৪৪৩১ জন প্রসূতির মধ্যে ১৬০০ জন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাজি। তাঁর কথায়, 'আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ১,৬০০ নবজাতক শিশু এবং তাদের মায়েরা সুস্থ রয়েছেন।'

ভূস্বর্গে খুন চাকুলিয়ার শ্রমিক

মহম্মদ আশরাফুল হক

কানকি, ২৫ অক্টোবর : আগামী মঙ্গলবার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। আগেভাগেই কেটে রেখেছিলেন ট্রেনের টিকিট। সম্প্রতি 'কনফার্ম' হয়ে যায়। স্বামীর ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন রহমতি বেগম। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফোনে কথা হয়। কিন্তু সেটাই যে শেষবারের মতো, তা কল্পনাও করেননি তিনি। শুক্রবার সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় তাঁর স্বামী মহম্মদ জাকির হোসেনের (৩৫) দেহ। সেই খবর পাওয়ার পর থেকেই ভেঙে পড়েছেন রহমতি। জাকিরের বাসস্থল চাকুলিয়া থানার কোলাল গ্রামে এখন শোকের ছায়া।

পাঁচ মাস আগে দু'পয়সা রোজগারের আশায় কাশ্মীরে গিয়েছিলেন জাকির। আপেল বাগানে কাজ করে বেশ আয় হচ্ছিল। কিন্তু সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রাণ গেল জাকিরের। তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহটি এদিন ডেরার পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়। কেন তাঁকে খুন করা হল, এর পিছনে কারা জড়িত, এই সমস্ত বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি। কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

স্বামীর শোকে কাতর রহমতি কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না। পরে একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওঁর সঙ্গে শেষবারের মতো আমার কথা হয়। তারপর থেকে যোগাযোগ করতে পারিনি। বিষয়টি আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে রাতেই জানিয়েছিলাম। তাঁরাও সারারাত চেষ্টা করেন। কিন্তু যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। কাশ্মীরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও খোঁজখবর শুরু করেন। সকলেই ব্যর্থ হন। আমরা সারারাত দুশ্চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি।'

একনিশ্বাসে কথাগুলি বলছিলেন রহমতি। তারপর একটু থামলেন। আবার বললেন, 'এদিন সকালে স্বামীর মৃত্যুর খবর পাই।' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর চোখের জল মুছে বললেন, 'আমরা তো গরিব মানুষ। ওঁর রোজগারের ওপর নির্ভর করেই গোটা সংসার চলছিল। দুই সন্তান নিয়ে বাকি জীবনটা আমার কীভাবে কাটবে, তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।'

পরিবারের অভিযোগ, জাকিরের সঙ্গে কারও কোনও ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। তাঁদের দাবি, দুষ্কৃতীরা পরিকল্পনামাফিক খুন করেছে। জাকিরের পরিবার দোষীদের গ্রেপ্তার করে কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছে। এই নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে দুজন শ্রমিক ভিনরাজ্যে খুন হলেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়।

এদিকে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ফের সামনে নিয়ে এল এলাকায় জুতসই কাজ না পাওয়ার ইস্যুটিকে। কোলালের বাসিন্দা আদিল রেজার কথায়, 'নিজের এলাকায় কাজ পেলে জাকিরকে অন্য রাজ্যে যেতেও হত না, এভাবে প্রাণটাও খোয়াতে না। পঞ্চায়েতে অনিয়মের জন্যই এলাকার শ্রমিকরা বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।'

চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলমের

মর্মান্তিক পরিণতি

- পাঁচ মাস আগে কাশ্মীরে আপেল বাগানে কাজ করতে যান জাকির
- আগামী মঙ্গলবার চাকুলিয়ার বাড়িতে ফেরার কথা ছিল তাঁর
- বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শেষবার কথা হয় স্ত্রীর সঙ্গে
- শুক্রবার সকালে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে কাশ্মীর পুলিশ
- জাকিরকে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের দাবি
- এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলার দুজন পরিযায়ী শ্রমিক খুন হলেন

বক্তব্য, 'কোনও মৃত্যুই কাম্য নয়।' তারপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলেছেন, 'এই অব্যবস্থার জন্য দায়ী কেন্দ্র। তারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলার উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলোর টাকা আটকে রেখেছে।' এরপর তাঁর সংযোজন, 'শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সবরকম চেষ্টা করছি।'

গত রবিবার হরিয়ানার পানিপথের সন্ধ্যাপুর এলাকায় খুন হয়েছিলেন গোয়ালপোখর থানার চাপবাটি গ্রামের বাসিন্দা তোজামুল হক। তিনিও জাকিরের মতোই দু'পয়সা রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে গিয়েছিলেন। চলতি বছর অগাস্ট মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর বাসিন্দা সাবির মল্লিক হরিয়ানায় কাজে গিয়ে খুন হন। এমন উদাহরণ অজস্র। প্রশ্ন ওঠে, বাংলা থেকে শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে গিয়ে আদৌ নিরাপদ?

অর্ধসমাপ্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

আট মাস বন্ধ স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ

নকশালবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : অটল চা বাগানে প্রায় আট মাস ধরে বন্ধ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ। অভিযোগ, নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওই বাগানে ১০ শয্যার স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ রেখে বেপাত্তা এজেন্সি। এ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে শ্রমিক মহল্লায়। যদিও গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে শ্রম দপ্তর।

বছরখানেক আগে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে দু'কোটি টাকা বরাদ্দে নির্মাণ বোর্ড থেকে বাগানের ফ্যাক্টরি লাইনে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ শুরু হয়। চার মাস কাজ চলে। তারপর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। কংক্রিটের কাঠামো তৈরি হলেও বাদবাকি একাধিক কাজ বাকি।

চা বাগানের স্বাস্থ্যকর্মী অমিতা তাঁতি বলেন, 'ইটের গাঁথনি, দশটি ঘর তৈরি হয়েছে। কিন্তু ছাদ ঢালাই হয়নি। এর ফলে মেঝেতে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। আমরা একাধিকবার স্থানীয় নেতাদের কাজ চালু করার জন্য বলেছি। কিন্তু কারও কোনও হেলদোল নেই।'

আইএনটিটিইউসি'র সমতল জেলা সভাপতি নির্জল দে'র কথায়, 'শ্রমিকমহল থেকে অভিযোগ পেয়ে পুরো বিষয়টি শ্রম দপ্তরে জানিয়েছি। সপ্তাহ দুয়েক আগে দপ্তরের আধিকারিকরা পরিদর্শনে

অটল চা বাগান

এসেছিলেন।' এতকিছুর পরেও কেন অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করা যাচ্ছে না, তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

শ্রম দপ্তরের স্পেশাল কমিশনার তীর্থঙ্কর সেনগুপ্তের কথাতেও এর স্পষ্ট জবাব মেলেনি। তিনি বলেছেন, 'কোনও সমস্যার জেরে হয়তো ঠিকাদার সংস্থা কাজ বন্ধ রেখেছে। আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা রাজা ওরাওঁ আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমাদের এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ছুটতে হয় নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। বাগানের মধ্যেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হবে শুনে অনেক খুশি ছিলাম। কিন্তু মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই আনন্দ এখন উধাও।' কেন কাজ বন্ধ, তার কোনও কারণ তিনিও জানেন না। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লেব্রানুস টোপ্পো জানিয়েছেন, এই এলাকায় কয়েক হাজার শ্রমিক পরিবারের বসবাস। তাঁরা সকলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মাণের অপেক্ষায় রয়েছেন।

বোনাস-মজুরি বকেয়া, শ্রমিক অসন্তোষ নকশালবাড়িতে

ম্যানেজার ঘেরাও চা বাগানে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : বোনাস এবং মজুরির ইস্যুতে সরগরম নকশালবাড়ি চা বাগান। শুক্রবার সকালে বাগানে কাজে না গিয়ে ফ্যাক্টরিতে ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। গত তিন সপ্তাহের মজুরি এবং বোনাসের টাকা না পাওয়ায় তাঁরা এদিন কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন। এদিকে, বাগান কর্তৃপক্ষ পুরো দায় চাপিয়েছে ব্যাংকের উপর। তাদের দাবি, প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে শ্রমিকদের টাকা পেতে দেরি হচ্ছে। পরবর্তীতে এক সপ্তাহের মজুরি শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকলে তাঁরা কাজে যোগ দেন।

ওই বাগানের শ্রমিক শেখর কেরকেট্টা এদিন বলছেন, '১১ অক্টোবরের পরে মজুরি আমরা পাইনি। সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর মিলিয়ে মোট তিন সপ্তাহের মজুরি বাকি। এমনকি বাগানের ৩০ থেকে ৩৫ জন শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে বোনাস ঢোকেনি এখনও। বাগান কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করছে। এখন তারা বলছে, ব্যাংকের টেকনিকাল সমস্যা। এমন হলে সেটা আগেই ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমাধান করে নেওয়া উচিত ছিল। সেটা তারা করেনি। শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করলে

ফ্যাক্টরিতে ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ চা শ্রমিকদের। শুক্রবার সকালে।

ম্যানেজমেন্টের টনক নড়ে।'

মিনতি লোহার নামে এক মহিলা শ্রমিক জানালেন, এর আগে ১৫ দিন পরপর টাকা দেওয়া হত। এখন সেটা এক সপ্তাহের ব্যবধান করা হয়েছে। গত তিন সপ্তাহের মজুরি পাননি। ব্যাংকে গেলে বলা হয়, চেক এলে টাকা দেওয়া হবে। অথচ বাগান কর্তৃপক্ষ বলছে, ব্যাংকে চেক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পুজোর আগে। বিক্ষোভকারীদের একাংশের দাবি, ব্যাংকের ওপর দোষারোপ করে দায় এড়াচ্ছে বাগান কর্তৃপক্ষ।

শ্রমিকদের আরও অভিযোগ, অনেকে অবসর নেওয়ার পর ছয়-সাত বছর কাটতে চলেছে। অথচ গ্র্যাচুইটির টাকা পাননি। এব্যাপারে নকশালবাড়ি চা বাগানের চিফ অপারেটিং অফিসার কৌশিক দাসের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা নির্ধারিত সময়ে শ্রমিকদের মজুরি চেক মারফত ব্যাংকে পাঠিয়েছি। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলেছে, তাদের সফটওয়্যারে সমস্যার জেরে পেমেন্ট আটকে রয়েছে। ব্যাংকের ম্যানেজার আজ-কালের মধ্যে টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। পুরো বিষয়টি বোঝানো হয় শ্রমিকদের।'

কৌশিকের ব্যাখ্যা, 'যাঁদের এনইএফটি করা হয়েছে, তাঁদের টাকা ঢুকেছে। যাঁদের অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার রয়েছে, তাঁদের এখনও ঢোকেনি। বাগানে এমন প্রায় ২০ জন শ্রমিক রয়েছেন। তাঁরা এজন্য বোনাসও পাননি।' এমনকি অফিসের কয়েকজন কর্মী বেতন পাননি বলে দাবি তাঁর। কর্তৃপক্ষ মজুরি বা বেতন আটকে রাখবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন চিফ অপারেটিং অফিসার। পালটা দ্রুত সব সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা।

সরকারি বোর্ড লাগানো গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : সাতসকালে কাস্টমসের বোর্ড লাগানো গাড়ি ঘিরে নিউ জলপাইগুড়ির (এনজেপি) নেতাজি মোড়ে উত্তেজনা ছড়াল। শুক্রবার সকাল নয়টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। পরবর্তীতে স্থানীয় শতাধিক মানুষ জড়ো হয়ে চারচাকার ছোট গাড়িটি আটকে রাখেন। ভুয়ো বোর্ড বলে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন অনেকে। পরিস্থিতি সামলাতে সেখানে পৌঁছান নেতাজি মোড়ের ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা। তাঁরাই খবর দেন এনজেপি থানায়। সেখান থেকে পুলিশ এসে গাড়িটি থানায় নিয়ে যায়।

সেসময় চালক সহ আরও দুই ব্যক্তি ভেতরে ছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা সেই গাড়ি থানায় ছিল। তারপর অবশ্য সেটাকে আর দেখা যায়নি। এ প্রসঙ্গে এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেন, 'সকালে একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমরা গাড়িটি থানায় ডেকে জানতে পারি, সেটা কাস্টমসের ছিল।' এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অবশ্য কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি বলে থানা সূত্রে খবর।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত জনতার মুখে শোনা গিয়েছে, ওই গাড়িতে চেপে এলাকার একটি জায়গায় তল্লাশি চালাতে এসেছিলেন কয়েকজন। একসময় ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। গাড়িটি এলাকা ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই স্থানীয়দের একাংশ মিলে সেটা আটকে দেন। চালকের কাছে কাস্টমসের কর্মী কি না জানতে চাওয়া হলে, তিনি প্রথমে নিজেকে 'ড্রাইভার' বলে পরিচয় দেন। পরে বলেন, 'এটা কাস্টমসের গাড়ি।' যদিও সেসময় গাড়িতে থাকা বাকিরা কিছু বলেননি।

উপস্থিত মানুষ তাঁদের পরিচয়পত্র দেখতে চান। অভিযোগ, তাঁরা সেটা দেখাননি। ঘটনাস্থলে একজনকে বলতে শোনা যায়, 'এর আগে এখানকার এক ব্যক্তির কাছ থেকে এঁরা লক্ষাধিক টাকা নিয়েছিলেন। এদিনও সেই ব্যক্তির কিছু মালপত্র আটকে টাকা চাওয়া হয়।' এদিকে, ভিড় জমতে শুরু করলে ওই ব্যক্তিটি বেপাত্তা হয়ে যান বলে দাবি তাঁদের।

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

সপরিবার।। সেবকে ছবিটি তুলেছেন রায়গঞ্জের সুতীর্থ দাস।

ডিপিএস-এর 'এডু ফিয়েস্তা'

নিউজ ব্যুরো

২৫ অক্টোবর : শুক্রবার হয়ে গেল দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি এবং ফুলবাড়ির যৌথ উদ্যোগে অনন্য আয়োজন কেরিয়ার ফেয়ার 'এডু ফিয়েস্তা'। ডিপিএস শিলিগুড়ি ক্যাম্পাসে ওই সমারোহ নজর কাড়ে সবার। দিল্লি, পুনে, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক সহ দেশের নানা রাজ্য থেকে নামকরা কয়েকটি ইউনিভার্সিটি এবং কলেজকে এক ছাতার তলায় এনে পড়ুয়াদের জন্য এই সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে এই ধরনের উদ্যোগ আগে কখনও নেওয়া হয়নি।

ডিপিএস-শিলিগুড়ি এবং ফুলবাড়ির দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কাছে কেরিয়ারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাত্রা শুরু করতে এ ছিল এক অনবদ্য সুযোগ। তারা যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে অডিও-ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশনে অংশ নেয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন ইনফরমেশন স্টল থেকে কেরিয়ার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। এছাড়া কেরিয়ার নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ হয়। এককথায় 'এডু ফিয়েস্তা' ডিপিএস কর্তৃপক্ষের কাছে একটি বড় সাফল্য।

দুর্ঘটনায় মৃত

ইসলামপুর, ২৫ অক্টোবর : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ইসলামপুর থানার আদালগছে জাতীয় সড়কে। মৃতের নাম মহম্মদ খালিল (৪৫)। বাড়ি রামগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিমধুরায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

টোটো উদ্ধার

চোপড়া, ২৫ অক্টোবর : শিলিগুড়ি থানা এলাকায় চুরি যাওয়ার টোটো উদ্ধার হল চোপড়া থানা এলাকায়। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার শিলিগুড়ি থানার পুলিশের একটি দল চোপড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে চুরির একটি টোটো উদ্ধার করে। ঘটনায় বিহারের এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

প্রতারণায় ধৃত

চোপড়া, ২৫ অক্টোবর : প্রতারণার অভিযোগে কার্সিয়াং থানার পুলিশ শুক্রবার চোপড়া থানা এলাকা থেকে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চোপড়ার নৈনিতাল কলোনি এলাকার এক তরুণকে একটি পুরোনো মামলায় কার্সিয়াং থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

ভিডিও ভাইরালে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট এবং ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। শিবমন্দিরের বাসিন্দা এক মহিলা গত ২ সেপ্টেম্বর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। তারপর তদন্তে নামে পুলিশ। নিজেদের সূত্র ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দীপক যাদব এবং প্রতিজ্ঞা বাসনেট নামে দুজনের হদিস পায় পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আহত দুই

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : গভীর রাতে দুটি লরির সংঘর্ষে আহত হন দুজন। বৃহস্পতিবার রাত তিনটে নাগাদ শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে ফুলবাড়ির রাধাবাড়িতে ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ফুলবাড়ি ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা। আসেন নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। দুটি ট্রাকের ক্ষতি হয়। আহত হন বাঁশবোঝাই লরির চালক ও সহকারী চালক। পুলিশ তাঁদের ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

শিশু বদলের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগে শিশু বদলের অভিযোগ। শুক্রবার এমনই অভিযোগ তুলেছে ফাঁসিদেওয়ার ফইলানিজোত এলাকার একটি পরিবার। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দেন বৃষ্টি বিশ্বাস। সেই সময় পরিবারকে ডেকে দেখানো হয়। প্রসূতির আত্মীয় ললিতা বিশ্বাসের বক্তব্য, 'রাতেই আমাদের যে সদ্যোজাতকে এনে দেখানো হয়, সেটি পুত্রসন্তান ছিল। আমরা পুত্রসন্তান দেখে খাতায় সইও করেছি। কিন্তু শুক্রবার দুপুরে পরিবারকে জানানো হয় যে, কন্যাসন্তান হয়েছে। এরপরই আমরা প্রতিবাদ করি।'

এই ঘটনার খবর পেয়ে ওই মহিলার পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীরা মেডিকেলে চলে আসেন। বিপদ বুঝে বিকেলে প্রসূতি বিভাগের তরফে ফের জানানো হয়, পুত্রসন্তানই হয়েছে। মা এবং সন্তান সুস্থ রয়েছে। বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে প্রসূতির পরিবার। মেডিকেলের অতিরিক্ত সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'মৌখিকভাবে পরিবার বিষয়টি জানিয়েছে। তবে, এমনটা হওয়ার কথা নয়। কেননা প্রতিদিন অনেক সন্তান জন্ম নেয়, এমন অভিযোগ কোনওদিন হয়নি। তবুও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।' শিশুটি সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটে (এসএনসিইউ) ভর্তি রয়েছে বলে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়।

কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাত মৃত শিশুর দেহ উধাও হয়ে গিয়েছে। সদ্যোজাতর মরদেহ কুকুরে খুবলে মুখে করে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তা মানতে চায়নি। বরং

মানতে নারাজ মেডিকেল কর্তৃপক্ষ

তাদের বক্তব্য ছিল, সম্ভবত হলুদ প্যাকেটে ভরা মরদেহটি সাফাইকর্মী ভুল করে মেডিকেল বর্জ্যের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। তবে, হাসপাতালের এই চূড়ান্ত গাফিলতি নিয়ে প্রচুর হইচই হলেও এখনও কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এরই মধ্যে মেডিকেলে শিশু বদলের অভিযোগ ঘিরে ফের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

দেবীদর্শনে আসেন নেপালের নাগরিকরা

খড়িবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে কালী মন্দিরের পুজোকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা চরমে। নকশালবাড়ি-পানিট্যাঙ্কি রাজ্য সড়কের পাশে সীমান্ত লাগোয়া গৌড়সিংজোত গ্রামে কালী মন্দিরে প্রতিবছর এই পুজো হয়। উভয় দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ মন্দিরে আসেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সুদান শর্মা জানিয়েছেন, ৪৩ বছর আগে তরঙ্গবালা দেবী মন্দিরটি স্থাপন করেন। পাশাপাশি তিনি পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড়ে পৃথকভাবে ছিন্নমস্তা কালী মন্দির স্থাপন করেছিলেন। বেশ কিছুদিন পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে শ্যামাপুজো আয়োজন করা হত। গতবছর থেকে মন্দিরের পুজোর দায়িত্ব নিয়েছে

শ্যামা প্রগতি সংঘ। মন্দির লাগোয়া মাঠে পৃথকভাবে প্যান্ডেল বানিয়ে বড় আকারে পুজো আয়োজন করছে সংঘ। এবার দ্বিতীয় বর্ষ।

গুজরাটের স্বামীনারায়ণ অক্ষরধাম মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। শিল্পী নির্মল রায়ের তত্ত্বাবধানে বাঁশ, কাপড়, প্লাইউড, পাটখড়ি, থার্মোকল সহ বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে মণ্ডপ গড়ে উঠছে। পুজো কমিটির সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ জানান, এবার থাকছে চন্দননগরের রকমারি আলোকসজ্জা। যা উভয় দেশের মানুষের মন জয় করবে। প্রতিমা তৈরি করছেন বাতাসির কুমোরটুলির শিল্পী সত্য পাল। এবারে তাঁদের বাজেট সাত লক্ষ টাকা।

পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব বর্মন ও দিলীপ মহন্ত একসুরে জানিয়েছেন, চারদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করছে সংঘ। ৩০ অক্টোবর পুজোর উদ্বোধন করবেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

বিধায়ক আসার আগে চেয়ার ছাড়লেন কর্মীরা

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ অক্টোবর : বিজয়া সম্মিলনিতে প্রধান অতিথি পৌঁছানোর আগে উঠে চলে গেলেন একাংশ নেতা-কর্মী। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় নজরুল মঞ্চে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের রাজ্য সভাপতি তথা ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন।

অনুষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত সময় ছিল বিকেল ৫টা। খানিকটা দেরিতে পৌঁছেছিলেন দলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যরা। তবে মোশারফের বিমান 'ডানা'র কারণে অনেকটা দেরিতে নামে বাগডোগরায়। প্রায় সাড়ে ৭টা নাগাদ অনুষ্ঠানে এসে পৌঁছান তিনি। ততক্ষণে অবশ্য সামনে বহু চেয়ার ফাঁকা। প্রধান অতিথির বক্তব্য না শুনে বাড়ির পথে হাঁটা দেন অনেক নেতা-কর্মী। এমনকি কয়েকজন প্রবীণ নেতাও বেরিয়ে যান ইটাহারের বিধায়ক বিজয়া সম্মিলনিতে আসার আগে।

তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনিতে বিতর্ক

এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রবীণ নেতাদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি লোকসভা ভোটে এলাকায় ভালো ফলে সঠিক ভূমিকা পালনের জন্য সম্মানিত হন কয়েকজন। সেই মঞ্চেই লোকসভা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রে দলের ফল নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করতে শোনা গিয়েছে গৌতম দেবকে। একসুর ছিল আরও অনেকের ভাষণে। এরমধ্যে অলোক চক্রবর্তী বলেন, 'অনেক পুরোনো নেতাকে দেখতে পেলাম না। ব্লক নেতৃত্বকে তাঁদের পাশে থাকার কথা বলব। প্রয়োজনে আমি নিজে ওই কর্মীদের বাড়ি যাব।' কয়েকজন এদিন জোড়াফুল শিবিরে যোগদান করেন। পরে পাপিয়া বলেন, 'যাঁরা দলে নতুন যোগদান করলেন, তাঁদের খোঁজখবর রাখুন।'

পরবর্তীতে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি। উপস্থিত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের প্রকল্প সামনে রেখে নির্বাচনের মাঠে লড়াইয়ের আর্জি জানান তিনি। ফাঁসিদেওয়ার অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হক, ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ নম্বর ব্লক সভাপতি মহম্মদ আখতার আলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মূল অনুষ্ঠান শেষে নজরুল মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

বিদায় আলিঙ্গন, স্বাগতমে তিন মিনিট বাগডোগরায়

যানজট রোধে নয়া সিদ্ধান্ত বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : দুই দেশ এবং দুটি জায়গার মধ্যে রয়েছে বিস্তর তফাত। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের ডানেডিন এবং ভারতের বাগডোগরা বিমানবন্দর সমস্যার দিক থেকে একই সারিতে দাঁড়িয়ে। সমাধানের ক্ষেত্রেও দুনেদিনের পথেই হাঁটল বাগডোগরা। বিদায় জানানোর জন্য উত্তরের অন্যতম বিমানবন্দরেও সময় বেঁধে দেওয়া হল তিন মিনিট। বিদায়বেলায় আলিঙ্গন বা অন্য কোনও কারণে বেঁধে দেওয়া সময়সীমা অতিক্রম করলে, নিউজিল্যান্ডের মতো এখানেও গুনতে হবে জরিমানা। যানজট নিরসনেই এই সিদ্ধান্ত, বক্তব্য কর্তৃপক্ষের। বিমানবন্দরের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে পরিবহণ ব্যবসায়ী এবং গাড়ি চালকদের সংগঠন থেকে বিমানযাত্রীরাও।

নিউজিল্যান্ডের ডানেডিন বিমানবন্দর থেকে ভারতের বাগডোগরা বিমানবন্দরের দূরত্ব আকাশপথেই ১১ হাজার ৫১০ কিলোমিটার। মাঝে রয়েছে আরব মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ছাড়াও তাসমানিয়া, কোরাল, সোলেমানের মতো একাধিক সমুদ্র। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্রটির সঙ্গে এশিয়ার এই জনপদের মধ্যে ভাষা এবং সংস্কৃতির বিস্তর ফারাক রয়েছে। কিন্তু যানজট রোধের ক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডের দুনেদিন বিমানবন্দরকেই মডেল করল বাগডোগরা।

কিন্তু কেন এমন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া? বিমানবন্দরের আধিকারিকদের বক্তব্য, বিদায়পর্বে অনেকরই খেয়াল থাকে না এলাকাটি সংকীর্ণ। গাড়ি দাঁড় করিয়ে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে কাটিয়ে দেন

প্রতীকী ছবি। -এআই

অনেকটা সময়। তৈরি হয় তীব্র যানজট। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় অন্য যাত্রীদের। যানজট নিরসনেই এমন সিদ্ধান্ত।

সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে প্রথম এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ডানেডিন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। কাকতালীয়ভাবে হলেও নিউজিল্যান্ডের বিমানবন্দরটির মতো বাগডোগরা বিমানবন্দরেও বিদায় জানানোর ক্ষেত্রে বরাদ্দ হয়েছে সেই তিন মিনিট।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রবেশের ক্ষেত্রে এন্ট্রি গেটে পৌঁছাতেই এখন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তিন মিনিটের টোকেন। শুধু টোকেন ধরিয়ে দেওয়া নয়, তিন মিনিটের বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিমানবন্দরে প্রবেশের সময়। শুক্রবার এমন টোকেন পেয়ে কার্যত হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন শিলিগুড়ির উত্তর ভারতনগরের তনুশ্রী সান্যাল। দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে পা রাখার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কিন্তু সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার এমন টোকেন কোনও দিন তাঁর হাতে আসেনি বলে দাবি তনুশ্রীর। তিনি বললেন, 'প্রথমে কিছুটা অবাক হলেও পরে সমস্তটা শুনে বেশ মজাই লেগেছে।' এক আধিকারিকের কথায়, 'এছাড়া আর উপায় কী। কেউ কেউ তো এমন ভাবে হাগ করতে থাকেন যে, রাস্তা ছেড়ে দূরে যাওয়ার অনুরোধ করতে হয়। কেঁদেও ভাসিয়ে দেন অনেকে। আসলে প্রিয়জনকে কে ছাড়তে চায়!'

এই না ছাড়তে চাওয়ার জন্যই তীব্র যানজটের সৃষ্টি এবং বাকিদের সমস্যায় পড়তে হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম হলে কী করা হবে? বিমানবন্দর সূত্রে খবর, তিন মিনিট হলে প্রথমে গাড়ি সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনুরোধ করা হবে। কিন্তু কাজ না হলে জরিমানা করা হবে। শুধু বিদায় জানানোর ক্ষেত্রে নয়, স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রেও একই সময়সীমা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে ভিভিআইপিদের ক্ষেত্রে ছাড় থাকছে।

বাগডোগরা ট্যাক্সি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিলন সরকার বলছেন, 'পার্কিংয়ে অনেক জায়গা থাকলেও বিমানবন্দরের সামনে তেমন জায়গা নেই। ফলে প্রায়দিনই যানজট লেগে যায়। সমস্যাও তৈরি হয়। ফলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত যথোপযুক্ত।'

ফোঁটা থেকে কাঁটা
এ-টু-জেড

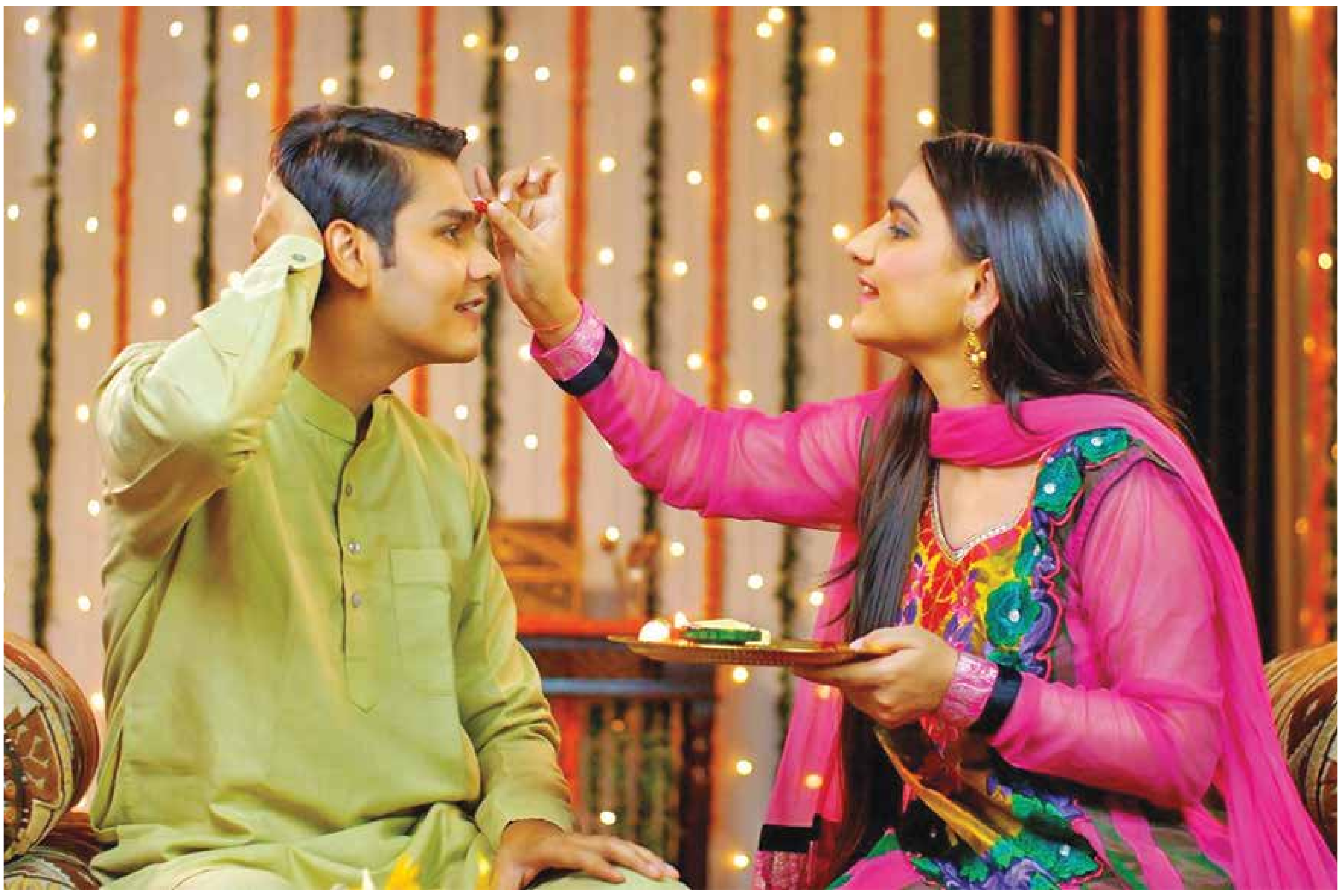

শুক্লা তিথির দ্বিতীয়া। এই দিনেই ভাইফোঁটা পালন করি আমরা। অন্তত এটাই প্রথা। পঞ্জিকার হিসাবমতে, কালীপূজার দু-দিন পর ভাইফোঁটা অনুষ্ঠিত হয়। 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' বা 'ভাইফোঁটা' উৎসব কেন করা হয়, তার পেছনে অনেক পৌরাণিক ব্যাখ্যা বা কাহিনী রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনাদেবী তাঁর ভাই যমরাজের মঙ্গল কামনায় আরাধনা করেন; যার পুণ্য প্রভাবে যমদেব অমরত্ব লাভ করেন। বোন যমুনাদেবীর পূজার ফলে ভাই যমের এই অমরত্ব লাভের বিষয়টিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একালের বোনেরাও এই সংস্কার বা ধর্মাচার পালন করে থাকেন।

ভিন্ন এক কাহিনী-মতে, একদা প্রবল পরাক্রমশালী বলির হাতে বিষ্ণু পাতালে বন্দী হন। দেবতারা পড়েন মহাবিপদে। কারণ, কোনওমতেই তাঁরা নারায়ণকে বলির কবল থেকে বের করে আনতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসেন স্বয়ং লক্ষ্মী। তিনি বলিকে ভাই হিসেবে স্বীকার করেন। সেই উপলক্ষে তাঁর কপালে তিলক এঁকে দেন। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্বীকার করে বলি লক্ষ্মীকে উপহার দিতে চাইলে লক্ষ্মী চেয়ে নেন ভগবান বিষ্ণুকে। সেই থেকেই নাকি ভাইফোঁটা উৎসবের সূচনা।

আরেক সূত্রমতে, এদিনে নরকাসুর নামে এক দৈত্যকে বধ করার পর যখন কৃষ্ণ তাঁর বোন সুভদ্রার কাছে আসেন, তখন সুভদ্রা তাঁর কপালে ফোঁটা দিয়ে তাঁকে মিষ্টি খেতে দেন। সেই থেকেই নাকি ভাইফোঁটা উৎসবের প্রচলন। ভাইফোঁটার দিন ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বোনেরা বলেন, 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/ যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা/ যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা/ আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।'

২ নাকি ৩, কবে কখন ভাইফোঁটা?

শাস্ত্র অনুযায়ী, দীপাবলির দু'দিন পর কার্তিক শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভাইফোঁটা পালিত হয়। চলতি বছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পড়ছে ৩ নভেম্বর, রবিবার অর্থাৎ ১৭ কার্তিক, ১৪৩১। প্রতিপদ হবে ১ নভেম্বর, শুক্রবার অর্থাৎ ১৫ কার্তিক, ১৪৩১। ওইদিন সন্ধ্যা ৫টা ৮ মিনিট থেকে পরের দিন অর্থাৎ ২ নভেম্বর, শনিবার অর্থাৎ ১৬ কার্তিক, ১৪৩১ রাত ৬টা ২৩ মিনিট পর্যন্ত থাকবে তিথি। অন্যদিকে, প্রথমা শেষ হতেই শুরু হয় দ্বিতীয়া। অর্থাৎ ২ নভেম্বর, শনিবার, ১৬ কার্তিক ১৪৩১ সালে রাত ৬টা ৫৩ মিনিট থেকে শুরু হবে। এবং দ্বিতীয়া শেষ হবে ৩ নভেম্বর রবিবার অর্থাৎ ১৭ কার্তিক ১৪৩১। সেদিন রাত ৮টা ১২ মিনিট পর্যন্ত থাকবে দ্বিতীয়া।

ফোঁটার জন্য যা যা লাগবে

- ভাইফোঁটা দেবার জিনিসপত্র রাখার জন্যে ধাতব থালা, কাঁসা বা পিতলের না থাকলে স্টিলের থালা ।
- ভাইফোঁটা দেবার সময় বা নেবার জন্য কাঠের পিঁড়ি বা আসন।
- ধূপ ও ধূপদানি।
- শঙ্খ, প্রয়োজনে উলুধ্বনি।
- ফোঁটা দেওয়া বা নেওয়ার সময় পরিষ্কার কাপড় পরতে হবে।
- ধান এবং দূর্বা ঘাসের শিস আশীর্বাদের জন্যে।
- চন্দন, দই, কাজল, ঘি, মধু ফোঁটার জন্যে। প্রতিটা ছুঁয়ে তিনবার কপালে ফোঁটা দিতে হবে। পাশাপাশি তিনবার মাটিতেও কাটা 'x' চিহ্ন আঁকার চল রয়েছে।
- প্রদীপ, সলতে ও গোটা পানপাতা, তাপে গরম করে ভাইয়ের মুখে বোলানোর জন্যে।
- মিষ্টি, জলের গ্লাস এবং উপহার।

আহারে-উপহারে

দইয়ের ফোঁটা দিয়ে, শঙ্খ বাজিয়ে আরতি করে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু তো কামনা করবেনই, তাই বলে উপহার দেবেন না, সে আবার হয় নাকি! কী কী দিতে পারেন, তার একটি সহজ লিস্টি রইল আপনার জন্য।

গয়না : বোন বা দিদিকে গহনা উপহার দিতেই পারেন-- কানের দুল, গলার হার, আংটি ইত্যাদি।

শাড়ি বা সালোয়ার : পোশাক, ভাই-বোন উভয়েই ভাইফোঁটার দিন উপহার দিয়ে থাকেন। ভাইকে শার্ট কিংবা পাঞ্জাবি দিতে পারেন। আবার বোনকে দিতে পারেন শাড়ি বা কুর্তি অথবা সালোয়ার। রিটার্ন গিফট হিসেবেও পোশাক দিতে পারেন অনায়াসে।

ঘড়ি : ভাইয়ের পছন্দ মতো একটি ঘড়ি কিনে ফেলুন। আবার বোনকেও রিটার্ন গিফট হিসেবে ঘড়ি দেওয়া যেতেই পারে। আজকাল বিভিন্ন কোম্পানির বহু স্টাইলিশ ঘড়ি পাওয়া যায়।

পারফিউম : উপহার হিসেবে দিতেই পারেন পারফিউম। ভাইকে যেমন পারফিউম দেওয়া যায়, তেমন বোনকেও রিটার্ন গিফট হিসেবে দিতে পারেন পারফিউম। গিফট হিসেবে বেশ আদর্শ।

বই : আপনার ভাই বা বোন কেউ যদি বই পড়তে পছন্দ করেন তাহলে তো কোনও কথাই নেই। উপহার হিসেবে কিনে ফেলুন বই। ভাইয়ের পছন্দের লেখকের বই উপহার দিন। বোনকেও রিটার্ন গিফট হিসেবে দিতে পারেন বই। এমন গল্পের বই দিন, যা পড়তে সে আগ্রহ বোধ করে।

ব্যাগ : উপহার দিতে পারেন ব্যাগ। ট্রাভেল ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, হ্যান্ড ব্যাগ কত কি আছে! বোন বা ভাই দুজনকেই উপহার দেওয়া যায়। চাইলে ওয়ালেট বা পার্সও গিফট দিতে পারেন। উপহার হিসাবে এটাও হবে সেরা।

কসমেটিক্স প্রোডাক্ট : অধিকাংশ মেয়েরাই কসমেটিক্স প্রোডাক্ট পেয়ে খুশি হন। দিতে পারেন লিপস্টিক, ফাউন্ডেশন কিংবা আই মেকআপ সেট ইত্যাদি। আর বাজেট একটু বেশি হলে একসঙ্গে কয়েকটি প্রোডাক্ট কিনে সাজিয়ে উপহার দিন ।

সানগ্লাস : বাজেটের মধ্যে যে কোনও ব্র্যান্ডের সানগ্লাস এসে যায়। বোন কিংবা ভাই উভয়কেই সানগ্লাস দেওয়া যায়। খেয়াল রাখবেন, তা যেন স্টাইলিশ হয়।

খাসির মাংসের পিঠালি

যা যা লাগবে

- খাসির মাংস (সাধারণভাবে টুকরো করে কাটা) ১ কেজি
- পেঁয়াজ কুচি ১/২ কাপ
- গরমমশলা আস্ত (এলাচ ৩টি, দারুচিনি ২ টুকরা, তেজপাতা ২টি, বড় এলাচ ১টি)
- পেঁয়াজ বাটা ৩ টেবিল চামচ
- আদা বাটা ১ টেবিল চামচ
- রসুন বাটা ২ চা চামচ
- কাঁচা লংকা বাটা ১ চা চামচ
- গরমমশলা বাটা ১ চা চামচ
- জিরে বাটা ১ চা চামচ
- ধনে বাটা ১ চা চামচ
- পোলাও চালের গুঁড়ো ৩ টেবিল চামচ
- টকদই ১/৪ কাপ
- ঘি ৩ টেবিল চামচ
- সরষের তেল ৩ টেবিল চামচ
- টমেটো কুচি ১টি
- লাল-সবুজ কাঁচা লংকা ১০/১২টি
- হলুদগুঁড়ো ১ চা চামচ
- টমেটো পিউরি ১ চা চামচ
- লবণ ও চিনি স্বাদমতো

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে সমস্ত বাটা ও গুঁড়ো মশলা একসঙ্গে মিশিয়ে মাংস দিয়ে মেখে ১ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। এবার কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি হালকা বাদামি করে ভেজে টমেটো আস্ত গরমমশলা দিয়ে নেড়ে মেখে রাখা মাংস দিয়ে কষিয়ে ১০ মিনিট ঢেকে রান্না করতে হবে। এরপর পরিমাণমতো জল দিয়ে আরো ৩০ মিনিট মাঝারি আঁচে রান্না করে কাঁচা লংকা ও চালের গুঁড়ো জলে গুলে দিয়ে নেড়ে ফুটিয়ে নিন। তুলে নামিয়ে পোলাও, খিচুড়ি, রুটি অথবা পরাটার সঙ্গে পরিবেশন করুন মজার 'খাসির মাংসের পিঠালি'।

চিলি মাটন

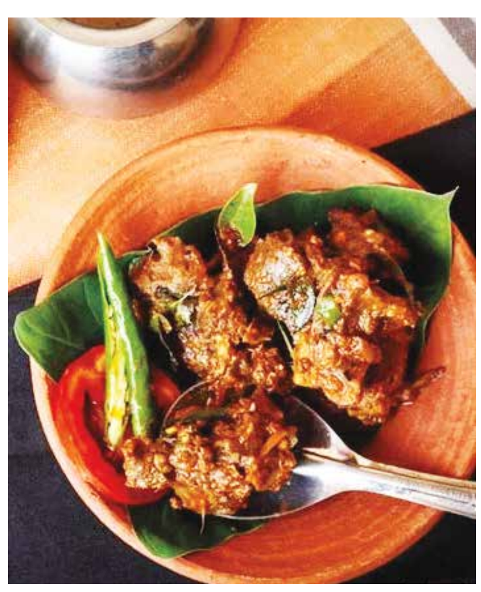

যা যা লাগবে

- খাসির মাংস সেদ্ধ : খাসির রানের মাংস ছোট টুকরো করে কাটা ১ কেজি
- তেল ৩ টেবিল চামচ
- আস্ত জিরে ১ চা চামচ
- আদা কিমা ১ টেবিল চামচ
- রসুন থেঁতো ২ টেবিল চামচ
- পেঁয়াজ কুচি ১/২ কাপ
- টমেটো ২টি
- শুকনো লংকা কুচি ১/২ কাপ
- লবণ স্বাদমতো
- চিলি মাটন : কারি পাতা ১০/১২টি
- পেঁয়াজ রিং করে কাটা ১ কাপ
- ধনেপাতা পরিমাণমতো
- লেটুস পাতা সাজাবার জন্য
- ঘি ১ টেবিল চামচ

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে খাসির মাংস ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এবার হাঁড়িতে তেল গরম করে আস্ত জিরে, শুকনা লংকা, রসুন থেঁতো করা, আদা কিমা দিয়ে নেড়ে মাংস দিন। কিছুক্ষণ ভাজুন। এরপর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নেড়ে লবণ ও টমেটো দিয়ে কষিয়ে ৩০ মিনিট মতো ঢেকে রান্না করতে হবে।

তারপর মাংস সেদ্ধ হয়ে যখন ঝোলটা শুকিয়ে আসবে তখন একটি কড়াইতে ঘি গরম করে পেঁয়াজ ও শুকনো লংকা কুচি দিয়ে একটু লালচে করে ভেজে নিতে হবে। সবশেষে কারি পাতা দিয়ে নেড়ে মাংস ঢেলে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে ধনেপাতা কুচি ছিটিয়ে পরিবেশন করুন সুস্বাদু 'চিলি মাটন'।

সবুজ বাজিও বিপদের বাইরে নয়

ঝাঁঝরা করে দেয় ফুসফুস

সামনেই দীপাবলি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সবুজ বাজিও কিন্তু বিপদের বাইরে নয়। বাজির রাসায়নিক শরীরে বেশিমাত্রায় ঢুকলে চোখ জ্বালা থেকে শুরু করে শ্বাসনালীর প্রদাহ, অ্যাজমার অ্যাটাক, এমনকী ভয়ানক শ্বাসকষ্ট হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে।

আলোর বাজিই হোক বা শব্দবাজি, সেসব বানাতে কার্বন আর সালফার লাগবেই। তাছাড়া বাজিতে থাকে ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম অক্সালেট, আর্সেনিক, লোহা চূর্ণ, অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম অক্সালেট, বেরিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম পারকোলেট-সহ আরও নানা রাসায়নিক যা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। বাতাসে এখন

দূষণের মাত্রা সাঙ্ঘাতিক। ভাসমান দূষিত অ্যারোসল কণা, কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাস মিশে মারাত্মক দূষণ তৈরি করেছে। এর সঙ্গেই বাজির রাসায়নিক মিশলে তা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাজির ধোঁয়া থেকে সুরক্ষিত থাকতে

ফুলঝুরি, রংমশাল বা যে কোনও বাজি প্যাঁকাঠির আগায় লাগিয়ে জ্বালান। চেষ্টা করুন নাক-মুখ থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখতে।

বাজি পোড়ানোর সময়ে মাস্ক পরুন। বাড়িতে ছোট বাচ্চা বা বয়স্করা থাকলে তাঁদেরও মাস্ক পরিয়ে দিন। বাচ্চাদের সামনে বাজি না পোড়ানোই ভালো।

যাঁদের হাঁপানি বা সিওপিডি আছে কিংবা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস (লাগাতার হাঁচি) হয়, তাঁরা বাজির ধোঁয়া এড়িয়ে চলুন।

বাড়িতে বয়স্ক ও শিশু থাকলে বাজির ধোঁয়া আটকাতে দরজা জানলা বন্ধ রাখাই ভালো। পাখা চালিয়ে রাখতে পারেন, সম্ভব হলে শীতাতপ যন্ত্র চালিয়ে রাখতে পারেন।

চেষ্টা করুন শব্দ বা আলোর বাজির পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব আলোর সাহায্যে উৎসব পালন করতে। ধোঁয়া মুক্ত দীপাবলি পালনের চেষ্টা করুন।

দীপাবলির এই সময়টাতে ফুসফুস বাঁচাতে বাড়িতেই কিছু পানীয় তৈরি করে নিতে পারেন। জলের মধ্যে কয়েকটা তুলসীপাতা, পিষে নেওয়া আদা, ও দু' চামচ আখের গুড় মেশান।

এই মিশ্রণ খানিকক্ষণ ফুটিয়ে দু'বেলা খালিপেটে গরম গরম খান। তুলসী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিসেপটিক, ফুসফুসকে দূষিত বাতাসের কণা থেকে বাঁচাবে।

দুধের মধ্যে তুলসী পাতা ও হলুদ মিশিয়ে সেই পানীয় ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করুন। হলুদ প্রাকৃতিক ভাবেই অ্যান্টিসেপ্টিক, তুলসী পাতার মধ্যেও জীবাণুরোধের ক্ষমতা আছে।

শরীরের টক্সিন দূর করতে এই পানীয় ভালো কাজ দেবে।

সিকিমে নতুন পথ

নির্মাণে ২৬০ কোটি বরাদ্দ নীতিনের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : ১০ নম্বর জাতীয় সড়ককে বাঁচাতে ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে তিস্তা নদী বরাবর উড়ালপুলের পরামর্শ দিয়েছে জাপানের একটি সড়ক নির্মাণকারী সংস্থা। সিকিমের লাইফলাইনে সমীক্ষা চালিয়েছে সংস্থাটি। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলেও সিকিমে রাস্তা সম্প্রসারণ এবং নতুন রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে অনেকটাই দরাজ নরেন্দ্র মোদি সরকার। তাই ১৮টি প্রকল্পে ২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল নীতিন গড়করির মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী গড়করির উপস্থিতিতে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সড়ক পর্যালোচনা বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিকিমের পূর্তমন্ত্রী নরবাহাদুর দাহাল বলছেন, '১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে উত্তর সিকিমের একাধিক রাস্তা খারাপ। বেশ কয়েকটি এলাকায় ভাঙন ধরেছে ৭১৭ এ জাতীয় সড়কেও। সমস্তটাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্র যে বরাদ্দ দিয়েছে, তাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা নতুন গতি পাবে।'

সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে এখনও বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম। মূলত যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে রয়েছে লাচেন, লাচুং, মংগনের একাধিক রাস্তা, যার জেরে এখনও পর্যটন থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেনি সিকিম প্রশাসন। বেহাল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের জন্য মার খেয়েছে পাহাড়ের পুজো পর্যটন। সিকিমের লাইফলাইন বা ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিকল্প বা ঘুরপথ গরুমারা-লাভা-আলগারা রুটের অবস্থা খুব একটা ভালো নেই। ভাঙনে জেরবার দশা ৭১৭ এ জাতীয় সড়কেরও। ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সিকিম এবং সিকিমে পা রাখা বাইরের রাজ্যের বাসিন্দাদের। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এহেন পরিস্থিতির কথা বারবার তুলে ধরেছে সিকিম সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য ছাড়া যে পুনর্গঠন অসম্ভব, সেটাও দিল্লিতে বারবার গিয়ে বুঝিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী গড়করির সঙ্গেও তিনি দেখা করে বেহাল রাস্তার কথা তুলে ধরেছেন।

বাগ্রাকোট থেকে সিকিমগামী নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়ক।

> ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে উত্তর সিকিমের একাধিক রাস্তা খারাপ। বেশ কয়েকটি এলাকায় ভাঙন ধরেছে ৭১৭ এ জাতীয় সড়কেও। সমস্তটাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্র যে বরাদ্দ দিয়েছে, তাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা নতুন গতি পাবে।
>
> **নরবাহাদুর দাহাল**
> সিকিমের পূর্তমন্ত্রী

ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পেতে সমস্যায় পড়তে হয়নি সিকিমকে। ১৮টি সড়ক প্রকল্পে বরাদ্দ মিলেছে ২৬০ কোটি টাকা। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কর্তাদের পাশাপাশি ন্যাশনাল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (এনএইচআইডিসিএল) আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত দপ্তরের পরিবর্তে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব এনএইচআইডিসিএলকে দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বৈঠকেই ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে উড়ালপুল তৈরির পরামর্শ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে কেন্দ্র এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তা এখনও জানা যায়নি। ৭১৭ এ জাতীয় সড়কটি বাগ্রাকোট থেকে সিকিমের রানিপুল পর্যন্ত তৈরির কথা ছিল। কিন্তু সেটি পাকিয়ং বিমানবন্দর হয়ে গ্যাংটক পর্যন্ত সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য চিন, ভুটান এবং বাংলাদেশ সীমান্তের কথা মাথায় রেখেই রাস্তাটি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্র। সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, রাস্তাটি গ্যাংটক পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি উড়ালপুল তৈরি করবে এনএইচআইডিসিএল।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ১৮টি প্রকল্পের অধিকাংশই উত্তর সিকিম কেন্দ্রিক। কিছুদিন আগেই ধসে গিয়েছে মুনসেথাংয়ের রাস্তা। যার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে লাচেন। দ্রুততার সঙ্গে নতুন করে এই রাস্তাটি তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী দাহাল বলছেন, 'প্রত্যেকটি প্রকল্পই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বেশি নজর দেওয়া হবে জাতীয় সড়ক এবং উত্তর সিকিমের রাস্তাগুলিতে।'

গ্রেপ্তার তিন দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : গভীর রাতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিনজন গ্রেপ্তার। শুক্রবার ধৃত বকুল মহম্মদ, করণ মহম্মদ ও আজিনুর ইসলামকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বৃহস্পতিবার রাতে থানা সংলগ্ন রেলের ইনস্টিটিউট মাঠে ডাকাতির উদ্দেশ্যে কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হন। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। কয়েকজন পালিয়ে গেলেও তিনজনকে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে কিছু ধারালো অস্ত্র সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

পুড়ল বাড়ি

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ অক্টোবর : গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভস্মীভূত হল একটি বাড়ি। ঘটনায় জখম হয়েছেন বাড়ির মালিক মন্টু রায়। মন্টু বলেন, 'গ্যাস সিলিন্ডারটি বদলানোর পর হঠাৎ আগুন লেগে যায়।' শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন ময়লানিজোত এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায়, ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দমকলকর্মীদের বেগ পেতে হয়। ওই এলাকার বাসিন্দা বাবলু সিং বলেন, 'স্থানীয়রাই প্রাথমিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন।

জেলার খেলা

বিশ্ব যুব দাবায় সম্যক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : অনূর্ধ্ব-১৬ বিশ্ব যুব দাবায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে শিলিগুড়ির সম্যক ধারেয়া। ব্রাজিলে অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শনিবার নয়াদিল্লি থেকে তার রওনা হওয়ার কথা। প্রতিযোগিতাটি ২৯ নভেম্বর শুরু হবে। এদিন রাজধানী থেকে সম্যক বলেছে, 'আমার কেরিয়ারে এটাই প্রথম বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। তাই কোনও স্থান নয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়েই ব্রাজিল যাচ্ছি।' প্রতিযোগিতার জন্য পুনের ওমকার যাদবের থেকে অনলাইনে দিন পনেরো প্রশিক্ষণ নিয়েছে সম্যক। জুনে কাজাখস্তানে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৫ এশিয়ান যুব দাবায় তৃতীয় স্থান পাওয়া ভারতীয় দলের সদস্য ছিল শিলিগুড়ির দাবাড়ু। তবে এই প্রতিযোগিতায় সম্যক খেলার সুযোগ পেয়েছে জাতীয় দাবায় অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে তৃতীয় হওয়ার সুবাদে। ব্রাজিল রওনা হওয়ার আগে দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার তরফে বাবলু তালুকদার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাকে।

রুপো জেমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : গোয়াতে জাতীয় র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের বিভাগে রুপো পেয়েছে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির জেম মহালানবিশ। ফাইনালে আরিভ দত্তর বিরুদ্ধে তাকে ৫-১১, ১০-১২, ১১-৫, ১২-১০ ও ১০-১২ পয়েন্টে হেরে ফিরতে হয়।

রাজ্য দলের ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : শিলিগুড়িতে ২০-২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা। এজন্য ১০ নভেম্বর প্রধাননগরের হেলথ ওয়ার্ল্ড জিমে রাজ্য দল গঠনের ট্রায়াল নেওয়া হবে বলে বাংলার পাওয়ার লিফটিং ক্রীড়া সংস্থার সচিব অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন। এখানে সাব-জুনিয়ার, জুনিয়ার, সিনিয়ার ও মাস্টার্স বিভাগে বেঞ্চ প্রেস এবং ডেড লিফটের জন্য বাংলা দল গঠিত হবে।

ডানা'র প্রভাব দেখতে পুরীর সমুদ্রে ভিড় পর্যটকদের। ছবি : অভি সাহা

ধর্ষণ-খুনে ধৃত আরও ১

জয়গাঁ, ২৫ অক্টোবর : জয়গাঁয় নাবালিকাকে গণধর্ষণ, খুন ও পুড়িয়ে প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টার ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আলিপুরদুয়ার আদালতে তুলে পুলিশ তাকে ১০ দিনের হেপাজতে নিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি পেট্রোলের জোগান দিয়েছিল ধর্ষণ-খুনে জড়িত তিনজনকে। তবে চতুর্থজনও বাকি তিনজনের মতো অপকর্মে জড়িত কি না, সেই বিষয়ে এখনই কিছু জানাতে পারেনি পুলিশ। ধৃত চতুর্থজনের বাড়ি নির্যাতিতার বাড়ির পাড়াতেই। আগে ধৃত তিনজনের বন্ধু সে। জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'নাবালিকা খুন ও ধর্ষণ কাণ্ডে প্রথমেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই চতুর্থ ব্যক্তির নাম বেরিয়ে আসে। আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে আমাদের ধারণা।' তদন্তকারীদের ধারণা, ধৃত চতুর্থজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

জয়গাঁ মৃতা নির্যাতিতার বাড়িতে এদিন পৌঁছে যান জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কমল পাখরিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্য পঞ্চায়েত সদস্যরা। এদিন সকালে নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে কথা বলেন কমল। কথা বলার সময় এদিনও নিজেকে সামলাতে পারেননি মৃতা নাবালিকার মা। কোনওভাবেই মেয়ের দেহ উদ্ধারের দৃশ্য তিনি ভুলতে পারছেন না। দু'চোখের পাতা এক করতে পারছে না এই পরিবারটি। মৃতার ভাই একটু হলেও বুঝতে পেরেছে তার দিদি আর নেই। কেউ তাদের বাড়ি এলে মাকে শুধুই কাঁদতে দেখে সে। সকলের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। এমনকি ঠিকমতো কথাও বলছে না সে।

প্রধান পরে বলেন, 'যারা এই ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের পুলিশ ধরেছে, এটা অবশ্যই ভালো কাজ। অভিযুক্তদের কড়া শাস্তি দিতেই হবে। যদি অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যায় তাহলে জয়গাঁর মেয়েরা নিজেদের আর সুরক্ষিত মনে করবেন না।'

বিকেলে নাবালিকার বাড়িতে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রতিনিধিরা। ওই দলে ছিলেন ছয়জন। তাঁরা নাবালিকার বাড়িটি দেখার পর কথা বলেন তার মায়ের সঙ্গে। ১০ মিনিটের মতো সেখানে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাঁরা বেরিয়ে আসেন।

> **নৃশংস**
> - ধৃত চতুর্থজন নাবালিকার দেহ পোড়াতে কেরোসিনের জোগান দিয়েছিল
> - ধর্ষণ ও খুনে সে সরাসরি জড়িত কি না, তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন
> - আদালতে তুলে তাকে ১০ দিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ

আরজি করের ধাঁচে আন্দোলনের ভাবনা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অক্টোবর : আরজি করের ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে এমনকি দেশের বাইরেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই আন্দোলনের ধাঁচে জয়গাঁর নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে ইস্যু করে কলকাতায় আন্দোলনে নামতে চলেছে ডাক্তারদের সংগঠনগুলি। সেইসব ঘটনাকে মিলিয়ে মানুষকে সঙ্গে করে কলকাতায় প্রতিবাদ আন্দোলনে নামতে চলেছে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। সংগঠনের সদস্য ডাঃ পবিত্র গোস্বামী বললেন, 'আগামীতে কলকাতার রাজপথেও আন্দোলনে নামার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'

বাড়ানো হচ্ছে এয়ারক্রাফট পার্কিং

কোচবিহার, ২৫ অক্টোবর : কোচবিহার বিমানবন্দরের এয়ারক্রাফট পার্কিংটি আয়তনে প্রায় ৬০ মিটার বাই ৭০ মিটার। এখন সেটা আরও বাড়ানো হচ্ছে। চওড়ায় দু'পাশে আরও সাড়ে তিন মিটার করে অর্থাৎ মোট সাত মিটার করে বাড়ানো হবে। ইতিমধ্যে ডাইরেক্টর জেনারেল সিভিল অ্যাভিয়েশনের (ডিজিসিএ) অনুমোদন কোচবিহার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে চলে এসেছে। ওই কাজের জন্য কমপক্ষে ৫০ লক্ষাধিক টাকা লাগবে। তবে, গত সপ্তাহে কাজের অনুমোদন এলেও টাকার অনুমোদন এখনও আসেনি। কোচবিহার বিমানবন্দরের এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিমানবন্দরের এয়ারক্রাফট পার্কিংটা বড় করার ব্যাপারে ডিজিসিএ'র থেকে কাজের অনুমোদন আমাদের কাছে চলে এসেছে। খুব শীঘ্রই টেন্ডার করে কাজ শুরু হবে।

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে পার্কিং জোনটিতে একটি ছোট বিমান দাঁড়াতে পারে। বিমানবন্দরের এয়ারক্রাফট পার্কিং বড় করার কাজ সম্পূর্ণ হলে সেখানে একটার পরিবর্তে ২০ আসনের দুটো বিমান একসঙ্গে দাঁড়াতে পারবে। কোচবিহারের বাসিন্দা দেবব্রত বণিকের কথায়, 'কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে আরেকটি বিমান পরিষেবা চালু হলে খুব ভালো হবে।'

অবাধে চিনা রসুন

প্রথম পাতার পর

কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। পরিমাণে কম নিলে দাম আরও একটু বেশি পড়ছে। সেখানে চিনা রসুন কেজি প্রতি ২৩০ টাকার কাছাকাছি দরে বিকোচ্ছে।

চিনা রসুনে ছত্রাকের সংক্রমণ ধরা পড়ায় ২০১৪ সালে তা আমদানি করা বন্ধ করে ভারত। তারপর থেকে চোরাগোপ্তাভাবে ভারতের বাজারে ছেয়ে যাচ্ছে এই রসুন। নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ির নেপাল সীমান্ত লাগোয়া বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, পুরো কারবারই চলছে রাতের অন্ধকারে। রসুনের সঙ্গে চিনা আপেল, নাসপাতিও অবৈধভাবে ভারতের বাজারে ঢুকছে। তবে, গত এক-দেড় মাস ধরে রসুনের অবৈধ আমদানি অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।

নকশালবাড়ির মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের রকমজোত, কলাবাড়ি বনাঞ্চল হয়ে মেচি নদীর তীরে পৌঁছে বাসিন্দাদের সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে এই কারবারের অনেক কিছুই জানা গেল। সুবোধ ছেত্রী নামে এক ব্যক্তি বললেন, 'আগে ট্র্যাক্টরে করে নদী থেকে বালি, পাথর তুলে নিয়ে যেত। এখন নেপালের দিক থেকে পণ্যবোঝাই করা কালো ত্রিপলে ঢাকা ট্র্যাক্টর নদী পেরিয়ে এপারে এসে গ্রামের রাস্তা ধরে নকশালবাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। এই ট্র্যাক্টরগুলি রাত ৯টার পর থেকে ভোর পর্যন্ত চলাচল করে।' কী পণ্য পারাপার হচ্ছে জানেন? প্রশ্ন করতেই বললেন, 'আগে আপেল আসত শুনেছি। এখন রসুনও আসে। কে আনছে, কোথায় যাচ্ছে সেসব আমরা জানি না।'

নকশালবাড়ি থেকে পানিঘাটা রোড ধরে এগোলেই অলডাঙ্গি এলাকা। সেখান থেকে নেপাল সীমান্ত খুব কাছে। মেচি নদী পেরিয়ে সেই পথেও ট্র্যাক্টরে করে চিনা রসুন নকশালবাড়িতে পৌঁছায়। একই কায়দায় সেবদোল্লাজোত হয়েও মেচি নদী পেরিয়ে রসুন ঢুকছে। সমস্ত ট্র্যাক্টরই নকশালবাড়িতে এক জায়গায় এসে রসুন নামিয়ে দেয়। সেখান থেকে রসুনের বস্তা পণ্যবাহী গাড়িতে বোঝাই করে শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই পাচারচক্রে শাসকদল এবং প্রশাসনের একাংশ যুক্ত থাকায় অবাধে এই কারবার চলছে। সূত্রের খবর, রাজকুমার, স্পনা, চম্পা এই তিনজনই রসুনের চোরাকারবারের মূল পান্ডা। এরা পানিট্যাঙ্কি এবং নকশালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা।

অনেক সময় এসএসবির নজর এড়াতে বাজারের ব্যাগে ভরেও অল্প পরিমাণে করে চিনা রসুন ঢুকে পড়ছে এপারে। তারপর এক জায়গায় জড়ো করে তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে উত্তরের বাজারে।

সূত্রের খবর, নিয়ন্ত্রিত বাজারেও পাচারচক্রের সেটিং রয়েছে। এখানে প্রবেশ এবং বের হওয়ার জন্য পৃথক দুটি গেট থাকলেও চিনা রসুন ভর্তি গাড়িগুলি যে পথে প্রবেশ করে সেই পথেই বেরিয়ে যাচ্ছে। সব মহলে সেটিং থাকায় কেউই এই গাড়িগুলি নিয়ে উচ্চবাচ্য করে না। নিয়ন্ত্রিত বাজারের সচিব অনুপম মৈত্র চিনা রসুন নিয়ন্ত্রিত বাজারে আসার খবর স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে শিলিগুড়ি শহর পর্যন্ত এই রসুন কীভাবে আসছে, সেটা আগে দেখা হোক। আমরা বাজারে কীভাবে ভারতীয় আর চিনা রসুনকে আলাদা করব? তবুও আমরা একাধিকবার পুলিশ, কাস্টমসকে ডেকে বাজেয়াপ্ত করা চিনা রসুন তুলে দিয়েছি।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক অভেদ বিশ্বাস বলেছেন, 'এই সমস্ত রসুন বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগ করে তৈরি করা হয়। ঠিক যেভাবে ব্রয়লার মুরগিকে দ্রুত বড় করতে ওষুধের প্রয়োগ হয়, একইভাবে এই চিনা রসুন তৈরি হচ্ছে। সেইজন্য এর আকারও অনেকটা বড়। এগুলি খেলে পেটের বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। দীর্ঘদিন এর ব্যবহারে শরীরে জটিল রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। তাই চিনা রসুন বর্জন করা উচিত।'

বাজারে আসার আগে বস্তাবন্দি চিনা রসুন।

চুরি যাওয়া ডাম্পার উদ্ধার

চোপড়া, ২৫ অক্টোবর : চোপড়া থেকে চুরি যাওয়া ডাম্পার বৃহস্পতিবার রাতে উদ্ধার হল মাটিগাড়া থানা এলাকায়। বুধবার রাতে চোপড়া থানার হাতিঘিসা এলাকা থেকে একটি খালি ডাম্পার চুরির অভিযোগ ওঠে। অবশেষে মাটিগাড়া থানা এলাকা থেকে গাড়িটি উদ্ধার করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। গাড়ির মালিক মহম্মদ সেলিমউদ্দিন বলেন, 'চালক চোপড়ার হাতিঘিসা এলাকায় গাড়ি রেখেছিলেন। গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা গাড়িটি নিয়ে পালায়। গাড়িতে লাগানো জিপিএস লোকেশনে পাওয়া যায় গাড়িটি মাটিগাড়া থানা এলাকায় রয়েছে। এব্যাপারে চোপড়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়। মাটিগাড়া থানার পুলিশের সহযোগিতায় চোপড়া থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে গাড়িটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

রুপোর গয়না সহ গ্রেপ্তার ৪

কিশনগঞ্জ, ২৫ অক্টোবর : ধনতেরাসের আগে নথিপত্রবিহীন রুপোর গয়না বিক্রি করতে এসে বৃহস্পতিবার রাতে কাটিহার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল ৪ জন। তাদের নাম বিজয় বিশ্বাস, শানু বিশ্বাস, গৌতম বিশ্বাস ও অজিত ঘোষ। প্রত্যেকেই নদিয়ার বাসিন্দা। ধৃতদের শুক্রবার আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কাটিহার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ কুমার জানিয়েছেন, একটি হোটেল থেকে বৃহস্পতিবার রাতে প্রায় ৬৭ কেজি রুপোর গয়না বাজেয়াপ্ত করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৭০ লাখ টাকা। ৪ জন ব্যক্তি এই রুপোর গয়না নিয়ে কাটিহার বোর্ডিং-এ ওঠে। খবরের ভিত্তিতে পুলিশের দল ওই হোটেলে অভিযান চালায়। সঠিক নথি দেখাতে না পারায় গয়না বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ওই ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

কিশনগঞ্জ, ২৫ অক্টোবর : কিশনগঞ্জ আদালতে শুক্রবার এআইএমআইএম (মিম) নেতা ইমতিয়াজ আলম কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিংয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। অভিযোগ গিরিরাজ সিং ২২ অক্টোবর কিশনগঞ্জ শহরে হিন্দু স্বাভিমান যাত্রার শোভাযাত্রা ও রুইধাসার জনসভায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভঙ্গের জন্য বারবার উত্তেজক ভাষণ দেন। এর ফলে জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

দুর্নীতিদমনে

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী এবং সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'ভুয়ো উপভোক্তার নামে পুরসভাগুলিতে টাকা লুট করেছে তৃণমূল। আর প্রকৃত উপভোক্তারা টাকা খরচ করতে না পারলে তার দায়ও পুরবোর্ডকেই নিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধেই মামলা হওয়া উচিত। নিরপেক্ষ তদন্ত হলে ঠগ বাছতে গা উজাড়ের দশা হবে তৃণমূলে।'

বিজেপি নেতা ও বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'হাউজিং ফর অল প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে সেটা প্রমাণিত সত্য। সেই দুর্নীতির দায় সম্পূর্ণভাবে কাউন্সিলার এবং পুরবোর্ডের। তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। তা না হলে দুর্নীতি ঠেকানো মুশকিল।' প্রকল্পে দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সিরও সমালোচনা করেছেন শংকর। তাঁর আক্ষেপ, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরাও প্রকল্পের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারেননি।'

সম্প্রতি সুডার পক্ষে হাউজিং ফর অল প্রকল্পে রাজ্যের অ্যাডিশনাল মিশন ডিরেক্টর জলি চৌধুরীর নির্দেশিকা পৌঁছেছে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও পুরনিগমে। টাকা পেয়েও যাঁরা ঘর তৈরি করেননি তাঁদের কোন অ্যাকাউন্টে টাকা ফেরত দিতে হবে তার বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছে সুডা। যেসব উপভোক্তা নিয়ম ভেঙেছেন তাঁদের তালিকা তৈরির জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটও সুডা থেকে পুরসভাগুলির কাছে পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে নোটিশ পাঠাবে পুরসভা। টাকা ফেরত চাওয়ার পাশাপাশি কেন তাঁরা ঘর তৈরি করেননি তা জানতে চেয়ে প্রথম নোটিশের উত্তর দেওয়ার জন্য পনেরো দিন সময় দেওয়া হবে। উত্তর না পেলে দ্বিতীয়বার নোটিশ দিতে হবে। উত্তরের জন্য সময়সীমা দেওয়া হবে সর্বোচ্চ সাতদিন। তারপরেও উপভোক্তা উত্তর না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে পুর কর্তৃপক্ষ। এরপর আদালতে মামলা দায়ের হবে।

পুর দপ্তর সূত্রের খবর, প্রকল্পের টাকা দেওয়া হয়েছে অথচ ঘর তৈরি হয়নি- উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ পুরসভাতেই। এই ধরনের বহু ঘটনা নথিভুক্ত করেছেন রাজ্য পুরকর্তারা। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার উপভোক্তার খোঁজ মিলেছে বাস্তবে যাঁদের কোনও ঘর হয়নি। ওই ঘরগুলির টাকা আদৌ উপভোক্তারা পেয়েছেন নাকি সেগুলি বেহাত হয়েছে, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের বক্তব্য, 'অন্য পুরসভার কথা জানি না, আমাদের পুরসভায় টাকা বেহাতের প্রশ্নই নেই। সুডার নির্দেশমতো আমরা তালিকা তৈরি করে পদক্ষেপ করছি। অনেকে টাকা ফেরত দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন।' ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর কথায়, 'আমার আগে পুরবোর্ডে কী হয়েছে জানি না। তবে সুডার নির্দেশ মেনে অনেকে টাকা ফেরত দিয়েছেন, অনেকে দেননি। আমরা রাজ্যের নির্দেশ অনুসারে নিরপেক্ষভাবে পদক্ষেপ করব।'

ভুয়ো উপভোক্তার তালিকা বানিয়ে হাউজিং ফর অল প্রকল্পে ঘরের টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে মাল পুরসভায়। সুডার চিঠির কথা জানাজানি হতেই হইচই পড়েছে পুরসভায়। শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে পুরসভায় বোর্ড মিটিং হয়। বৈঠকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে তালিকা তৈরি করে উপভোক্তাদের নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গৌতম ও দিলীপের

প্রথম পাতার পর

একাধিক বিষয়ে দলের নেতাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি। ছাড় পাননি গৌতমও।

ঘটনার সূত্রপাত পুজোর আগে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটি রাস্তাকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানালেও তা পূরণ হয়নি। এরপরই গৌতমের বিরুদ্ধে সরব হয়ে যান দিলীপ। তাঁর অভিযোগ ছিল, 'উনি শুধু নাম কামানোর জন্য বসে রয়েছেন। কোনও কাজ করতে পারছেন না।' দিলীপের তির্যক মন্তব্য ছিল, 'খিদে পেয়েছে। খাবার যদি না পাই তাহলে তো আমি মুখ খুলবই।'

বিদ্রোহ বাড়াতে পুরনিগমে কালো পোশাক পরে আসার হুমকিও দিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই অবশ্য ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলে গিয়েছিলেন মেয়র। তিনি সংবাদমাধ্যমকে এও জানিয়েছেন, নীরবে সবটা সহ্য করে যাচ্ছেন। তারপরই হঠাৎ উলটপুরাণ।

দিলীপ কথায় কথায় কলকাতার নেতাদের দেখাতেন। তাহলে কি কলকাতার নেতাদের ধমক খেয়েই তাঁর মানভঞ্জন হল, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও ধাঁধা রয়েছে? দিনের শেষে অবশ্য তা স্পষ্ট হয়নি।

এদিন গৌতম ও দিলীপ মুখোমুখি হবেন বলে আগে থেকেই ঠিক ছিল। ফলে দুজন সামনাসামনি এলে বিবাদ বাড়ে কি না সেদিকেও নজর ছিল স্থানীয়দের। তবে, দুজনকেই এদিন খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে। সারাক্ষণই গৌতমের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়েছে দিলীপকে, যা দেখে অনেককেই বলতে শোনা গেল, 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।'

আস্থা খুইয়েও দ্রোহে ধাক্কার ছকে

প্রথম পাতার পর

মাঝে আস্ফালনের সংগীত ভেসে আসে। 'সারা বাংলার একই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর' কিন্তু নিছক আস্ফালন মনে হচ্ছিল না। প্রচলিত ধারার বাইরে প্রজাবিদ্রোহের দামামা বাজিয়েছিল আরজি কর।

যে বিদ্রোহে হৃদয়ের আগুন ছিল, উচ্ছলিত আবেগ ছিল, ছিল ১০০ শতাংশ আন্তরিকতা। কিন্তু আন্দোলনের লক্ষ্য, গন্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি ছিল না। অভাব ছিল সংগঠিত শক্তির, যোগ্য নেতৃত্বের। বরং অধিক সন্ন্যাসীতে নেতৃত্বে গাজন নষ্ট হয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' অচল হয়ে গিয়েছে প্রতিবাদের দিশাহীন বিশৃঙ্খলায়। এমনকি মাও সে তুং-এর 'শত ফুল বিকশিত হোক, শত মতের সংঘাত হোক' ফর্মুলা কার্যকরী হয়নি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নাগরিক বিদ্রোহ দমনে কিন্তু তেমন বলপ্রয়োগ করেনি। বরং মহিলাদের রাত দখল, জাস্টিস ফর আরজি করের মিছিলে পুলিশি নিরাপত্তা দিয়েছে। কিন্তু আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেওয়ার ছক কষেছে লাগাতার। যে কারণে বারবার উৎসবে ফেরার প্রচার চলেছে। বিপরীতে চেষ্টা যতই হোক, বছরে একবার রাজ্যবাসীকে উৎসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা কঠিন ছিল। এই উৎসবের সঙ্গে মানুষের নাড়ির সম্পর্ক। যে নাড়ি ছিন্ন করা যায় না।

গেলও না। বাংলা উৎসবে ভাসল। এই ভাসিয়ে দেওয়ার কৌশলটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের মতো আর কেউ জানে না। এমনিতেই সারা বছর মেলা, খেলার শেষ থাকে না। তার ওপর দুর্গাপুজো, বড়দিন, ইফতার ইত্যাদি ব্যবহার করে উৎসবের আবহটা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া চলে। মণ্ডপে মণ্ডপে সেলফি জোন, হাজার বিনোদনের আয়োজনে প্রতিবাদের আবেগে কিছুটা জল তো ফেলা গেলই।

অভয়া খুনের ন্যায়বিচার কিংবা ঘুণে ধরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার খোলনলচে বদলানোর দাবিতে কিন্তু সদিচ্ছা, আন্তরিকতা, মনের আগুন কম ছিল না। বাংলাদেশকে দেখে অনেকে বিশ্বাস করছিলেন, আর উপায় নেই। দাবি এক, দফা এক, পদত্যাগ পদত্যাগ- পূরণ হওয়া সময়ের অপেক্ষামাত্র। যদিও বাংলাদেশে চেহারাটা যতই অরাজনৈতিক ছাত্র আন্দোলন মনে হোক না কেন, নেপথ্যে একযোগে সক্রিয় ছিল শেখ হাসিনা বিরোধী জামায়েত, বিএনপির পাশাপাশি কিছু বাম দল। উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।

কিন্তু এপার বাংলায় যে বিরোধী শক্তিগুলি হালে পানি পেল না, তার কারণ রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আম নাগরিকের তীব্র অনাস্থা, অবিশ্বাস। যে কারণে জনসমর্থন হারানোর ভয়ে জুনিয়ার ডাক্তাররা রাজনৈতিক ছোঁয়া বাঁচাতে মরিয়া ছিলেন। আন্দোলনের অনেক নেতা নিজ নিজ দলীয় আনুগত্য শিকেয় তুলে রাখতে বাধ্য হলেন। শাসকের কৌশলে অনশন তুলে নেওয়ার পর স্লোগানেই থেকে গেল সরকারকে 'এক ধাক্কা আউর দো।'

প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারি বৃত্ত থেকে সম্প্রতি বেরিয়ে আসা একজন বর্ষীয়ান মানুষ আক্ষেপ করছিলেন, কিছুই তো হল না। জিজ্ঞাসা করলাম, কী হত ভেবেছিলেন?

বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে চেয়েছিলেন? স্পষ্ট জবাব, না। তাহলে বামেদের? আরও জোরাল উচ্চারণ, না। প্রশ্ন করলাম, তাহলে? উত্তর পেলাম না। 'তাই তো, তাই তো' বলে দিশাহীনতার কানাগলিতে ঢুকে পড়লেন যেন।

এই কানাগলিতে দাঁড়িয়ে অধিকাংশ মানুষ! তৃণমূলকে কি বিশ্বাস করেন? নাগরিক আন্দোলনের আমজনতা তো বটেই, সামনের সারির কারও উত্তর ইতিবাচক নয়। এই উত্তরহীনতার ঢেউ বাংলার জনসমুদ্রে। অথচ শাসককে ব্যর্থ বলছেন তাঁদের সিংহভাগ। যাঁরা বিশ্বাস করেন, দুর্নীতির শিরোমণি শাসক নেতাদের একাংশ। কাজ নেই বাংলায়। হয় বেকারত্ব, না হয় অনৈতিক ধান্দা, না হয় ভিনরাজ্যে পাড়ির হতাশা, বিরক্তি বাংলাজুড়ে।

কর্মহীনতার পাকচক্র থেকে মুক্তির অনেক পথ কিন্তু তৈরি শাসকদলের একাংশের মদতে। চাকরি যখন নেই, তখন লেগে পড়ো জমির বেআইনি কারবারে, সরকারি জমি দখল করে বেচে দাও, বালি-পাথর, কয়লা পাচারের কালা ধান্দায় কামিয়ে নাও। শাসক নেতারা সঙ্গে থাকলে পুলিশ বাধা দেবে না। বরং টেবিলের তলা দিয়ে কিছু বিনিময় চললে প্রশাসন চোখ বন্ধ করে রাখবে। এই অনৈতিক ধান্দা না থাকলে পেটে গামছা বাঁধতে হবে ভয়ে নীতিহীন রোজগারের লক্ষ্যে ভোট যাচ্ছে শাসকের বাক্সে।

বিশ্বাস বা আস্থা নয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী মার্কা দানখয়রাতি তৃণমূলের ভোট-বিজয়ের একমাত্র জাদুকাঠি। হিন্দুত্ব কিংবা মার্কসবাদের বুলি দিয়ে যার মোক্ষম মোকাবিলা অসম্ভব। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে তৃণমূলকে ঢাকা যায় না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে তৃণমূলের জুতোয় পা গলাতে চায়। এই নীতিহীনতার বিকল্প ন্যারেটিভ বিরোধীদের নেই।

মাঠে ময়দানে

নিউজিল্যান্ডের স্পিনারদের সেরা বোলিং (ইনিংসে)

বোলার	বোলিং ফিগার	প্রতিপক্ষ	স্থান
আজাজ প্যাটেল	১১৯/১০	ভারত	মুম্বই
মিচেল স্যান্টনার	৫৩/৭	ভারত	পুনে
স্টিফেন বুক	৮৭/৭	পাকিস্তান	হায়দরাবাদ
ড্যানিয়েল ভেত্তোরি	৮৭/৭	অস্ট্রেলিয়া	অকল্যান্ড
মার্ক ক্রেগ	৯৪/৭	পাকিস্তান	শারজা
ড্যানিয়েল ভেত্তোরি	১৩০/৭	শ্রীলঙ্কা	ওয়েলিংটন

নিউজিল্যান্ডের সেরা বোলিং (ভারতের বিরুদ্ধে)

বোলার	বোলিং ফিগার	স্থান
আজাজ প্যাটেল	১১৯/১০	মুম্বই
রিচার্ড হ্যাডলি	২৩/৭	ওয়েলিংটন
মিচেল স্যান্টনার	৫৩/৭	পুনে
টিম সাউদি	৬৪/৭	বেঙ্গালুরু
সাইমন ডুল	৬৫/৭	ওয়েলিংটন

৪৬-এর চেয়েও খারাপ ব্যাটিং : স্মিথ

বিরাটকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরামর্শ কুম্বলের

পুনে, ২৫ অক্টোবর : হোম সিরিজ। সামনে স্পিন চ্যালেঞ্জ।

দৃষ্টিকটুভাবে যে জাঁতাকলে বারবার আটকে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। স্পিনের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার তালিকায় দীর্ঘ করে এদিন জঘন্য আউট মিচেল স্যান্টনারের নির্বিষ ফুলটসে।

বিরাটের নিম্নমুখী পারফরমেন্স গ্রাফ স্বভাবতই চিন্তায় ফেলেছে থিংকট্যাংককে। ধার বাড়ছে সমালোচনারও। অনিল কুম্বলে রাখঢাক না করেই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরামর্শ দিয়েছেন। যুক্তি, নেটে সেশন আর ম্যাচ প্র্যাকটিস সম্পূর্ণ আলাদা। ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে যথাযথ প্রস্তুতি পেয়ে যেত।

> ঘরোয়া ক্রিকেটে কয়েকটা ম্যাচ খেললে উপকৃত হত বিরাট। নেট অনুশীলন আর ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যে অনেক তফাত। ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে তাই লাভবান হত। অবশ্য ব্যর্থতার এটাই একমাত্র কারণ নয়।
>
> **অনিল কুম্বলে**

কোহলির আউটের পর টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেডকোচ কুম্বলে বলেছেন, ‘আমার মতে, ঘরোয়া ক্রিকেটে কয়েকটা ম্যাচ খেললে উপকৃত হত বিরাট। নেট অনুশীলন আর ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যে অনেক তফাত। ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে তাই লাভবান হত। অবশ্য ব্যর্থতার এটাই একমাত্র কারণ নয়।’

স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার (এশীয় উপমহাদেশে শেষ ২৬ ইনিংসে ২১বার স্পিনাররা বিরাটকে আউট করেছে) কথাও মনে করিয়ে দেন। কুম্বলের কথায়, কোহলি ক্রিজে মানে আক্রমণে স্পিনাররা। ইনিংসের শুরুতে স্পিনের সামনে কিছুটা নড়বড়ে, জড়তা থাকেন বিরাট। এটা মানসিক সমস্যা। ভারতীয় পিচে স্পিনাররাও বাড়তি সুবিধাও পেয়ে থাকে। এদিন যা কাজে লাগিয়েছে কিউয়ি থিংকট্যাংক।

সুনীল গাভাসকারের কথায়, বিরাট এই ধরনের শট ভালোই খেলে। এক্ষেত্রে ফুলটস মারতে গিয়ে ব্যাটের নীচের অংশ মাটিতে ধাক্কা খাওয়ায় হিতে বিপরীত। রবি শাস্ত্রীর দাবি, একেবারে বিরাট-সুলভ নয়। ফুলটসকে সোজা ব্যাটে মিডঅনের মধ্যে দিয়ে খেলতে পারত। ওভাবে খেলার প্রয়োজন ছিল না। সঞ্জয় মঞ্জরেকারের মতে, কেরিয়ারের জঘন্যতম শট। বিরাটের প্রতিক্রিয়াতেও যেন তারই বহিঃপ্রকাশ।

রবি শাস্ত্রী পাশাপাশি সমালোচনা করছেন রোহিত শর্মার নেতিবাচক নেতৃত্বের। যুক্তি, ১০০ রান পিছিয়ে থাকার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ১২০-১৫০ রানের মধ্যে কিউয়িদের গুটিয়ে দেওয়ার জন্য যেভাবে ঝাঁপানোর দরকার ছিল, তা দেখা যায়নি। উলটে, রান আটকানোর দিকে বেশি তৎপরতা দেখান। ফিল্ডার ছড়িয়ে দেন।

প্রাক্তন কিউয়ি তারকা ইয়ান স্মিথের দাবি, ৪৬-এর চেয়েও (বেঙ্গালুরু প্রথম ইনিংসে) এদিন খারাপ ব্যাটিং করেছে ভারত। বলেছেন, ‘অত্যন্ত খারাপ ব্যাটিং এবং ভুল শট নির্বাচন। ধৈর্য ধরে ক্রিজে টিকে থাকা দরকার ছিল। হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে। সবে দ্বিতীয় দিন। কিন্তু ওরা ভেবেছিল, বিগ হিটেই কিউয়ি স্পিনারদের দমিয়ে রাখবে।’

কুম্বলেও স্মিথের যে কথায় সায় দেন। জানান, ধৈর্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ১৫-২০টা বল যথাসম্ভব সোজা ব্যাটে খেলা উচিত। উইকেটে টার্ন এবং বাউন্স থাকলেও ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতা ঢাকা যাচ্ছে না। সাইমন ডুলও অবাক স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটিং দেখে। দিনের খেলা শেষে ডুল বলেছেন, ‘একটা ভুল ধারণা রয়েছে, ভারতীয় ব্যাটার মাত্রই নাকি স্পিন ভালো খেলে। একদমই ঠিক নয়। বাকি দলগুলির মতোই হাল। শচীন (তেন্ডুলকার)-সৌরভদের (গঙ্গোপাধ্যায়) যুগের সঙ্গে বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেটারদের পার্থক্য রয়েছে। ফলে প্রতিপক্ষ দলে ভালো স্পিনার থাকলে তারাও ভারতে সাফল্য পাবে।’

এদিকে, নিউজিল্যান্ড সিরিজের মাঝে অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে কথা বলতে নারাজ গাভাসকার। যুক্তি, একটা সিরিজ চলছে। ফোকাস সেখানেই থাকা উচিত ভারতীয় দলেরও। বর্তমান চ্যালেঞ্জ নিয়েই মাথা ঘামাক। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে অজি-বধের ভাবনাটা নাহয় পরে ভাবা যাবে। এখন ফোকাস নিউজিল্যান্ড।

মিচেল স্যান্টনারের ফুলটসে বোল্ড হলেন বিরাট কোহলি। শুক্রবার। ছবি : পিটিআই

বিরাটদের নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন স্যান্টনার

অস্ট্রেলিয়া সফরের আগেই রোহিত শর্মার চিন্তা বাড়াচ্ছে ব্যাটিং ব্যর্থতা।

নিউজিল্যান্ড-২৫৯ ও ১৯৮/৫ ভারত-১৫৬

পুনে, ২৫ অক্টোবর : দ্বিতীয় দিনের খেলা সবে শেষ।

দুই দল সাজঘরে ফেরার পথে। চুপচাপ বসে গৌতম গম্ভীর। উদাস, হতাশও। কিছুক্ষণ পর পাশে শুভমান গিল। গম্ভীর কিছু বোঝাচ্ছেন। ব্যাটিং পরামর্শ সম্ভবত। হতাশার ছাপ গিলের চোখেমুখেও।

বৃহস্পতিবার প্রথম দিনের পাশে ছবিটা একেবারে উলটো। সাত উইকেট নিয়ে ফেরা ওয়াশিংটন সুন্দরকে ঘিরে উচ্ছ্বাস ধরা পড়ছিল গম্ভীরের শরীরী ভাষাতে। আজ সেখানে দুই চোখে বিরাট-শূন্যতা।

বেঙ্গালুরু টেস্টে লাল মাটির পিচে কিউয়ি পেসারদের দাপটে টলে গিয়েছিল ভারত। ৪৬-এর লজ্জা, শেষপর্যন্ত ৩৬ বছর পর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হার। পুনেতে সেখানে কালো মাটির পিচ। স্পিন সহায়ক উইকেট।

যদিও পিচ, পরিবেশে বদল ঘটলেও, বদলায়নি ব্যর্থতার ছবি। মিচেল স্যান্টনারের স্পিন-অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ভারতীয় ব্যাটিং। বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থদের হাসফাঁসানি তুলে দিল বড়সড়ো প্রশ্নও। ঘরের মাঠে কি এবার স্পিন-আধিপত্যের দিন শেষ হতে চলেছে? প্রাক্তন কিউয়ি পেসার সাইমন ডুল বলেও দিলেন, শচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণদের ভারত যেভাবে স্পিন সামলাতেন, এই দলের সেই ক্ষমতা নেই।

বাস্তবটা চোখের সামনে। দ্বিতীয় দিনেই ম্যাচ ও সিরিজ হারের আশঙ্কা। ফের ভারত-বধের আত্মবিশ্বাসে বুঁদ ব্ল্যাক ক্যাপসরা। নিউজিল্যান্ডের ২৫৯ রানের জবাবে ভারত ১৫৬। ১০৩ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ১৯৮/৫। লিড ৩০১। হাতে ৫ উইকেট। গম্ভীরের শুকনো মুখ, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের ঝুঁকে পড়া কাঁধে পরিষ্কার ম্যাচের হালহকিকত।

ব্যতিক্রম শুধু ওয়াশিংটন। কিউয়ি ব্যাটারদের সুইপ-রিভার্স সুইপের মুখে যখন রবিচন্দ্রন অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজারা বিভ্রান্ত, ভোঁতা বুমরাহও। তখন একাই লড়লেন। পাঁচের মধ্যে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচে ইতিমধ্যেই এগারো শিকার। ব্যাট হাতেও ১৮ রানের ছোট্ট ইনিংসে দেখিয়ে দেন, মিচেল স্যান্টনারদের স্পিন কীভাবে খেলতে হয়।

(১৮), ঋষভ পন্থদেরও (১১)। যশস্বীর (৩০) ব্যাটের কানা ছুঁয়ে ক্যাচ চলে যায় স্লিপে। ২৩ বছরে পা রাখার আগে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এক বছরে হাজার টেস্ট রানের নজিরের দিনেও আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেন যশস্বী।

ঋষভের ক্ষেত্রে কিছুটা বাউন্স বোঝার ভুল। সরফরাজ সেখানে অফের ফিল্ডারদের মাথার ওপর চালাতে গিয়ে আউট। চলতি সিরিজে তিন ইনিংসে তিনবার! সুনীল গাভাসকার বলেও দিলেন, শটটা নিয়ে খাটতে হবে সরফরাজকে। নাহলে ভুল হতেই থাকবে।

সর্বোচ্চ ৩৮ জাদেজার। তবে ১২ রানের মাথায় আউট হয়ে বেঁচে যান। ব্যাটে-প্যাডে লেগে ক্যাচ। কিন্তু বুঝতে পারেননি আম্পায়ার, কিউয়ি দলও। ফলে ল্যাথামরা রিভিউয়ের পথে হাঁটেননি। শেষপর্যন্ত ২৫৯ রানের জবাবে ১৫৬-তে শেষ ভারত।

সাত উইকেট নিয়ে একঝাঁক নজির স্যান্টনারের। ৫৪তম টেস্টে প্রথমবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট। ইনিংস ব্রেকে বলেও দিলেন, ‘দারুণ অনুভূতি। পিচে টার্ন পাচ্ছি। উপভোগ করছি বোলিং। জয় ছাড়া ভাবছি না।’

সিরিজ হারের আশঙ্কায় ভারত

সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রী, অনিল কুম্বলেরা যে ব্যর্থতা নিয়ে দিনভর ব্যস্ত থাকলেন। সমালোচনার মুখে স্পিনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে চলে আসা বিরাটের দুর্বলতা, ভারতীয় ব্যাটারদের ঢিলেঢালা রক্ষণ।

উঠল চেতেশ্বর পূজারার উইকেট আগলে ক্রিজে পড়ে থাকা ব্যাটিং, লড়াইয়ের কথা। কাউন্টি ক্রিকেটে রান পাচ্ছেন। রনজি ট্রফিতেও কয়েকদিন আগে দ্বিশতরান হাঁকিয়েছেন পূজারা। নড়বড়ে ব্যাটিংয়ের হাল ধরতে কেউ কেউ তো পূজারাকে ফেরানোর পরামর্শও দিলেন।

১৬/১ থেকে শুরু করেন যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমান। প্রথম থেকেই স্পিন-কাঁটা। তারমধ্যেই উইকেটে টিকে থাকার চেষ্টা। শেষপর্যন্ত শুভমানের (৩০) যে প্রচেষ্টা ভেঙে সূচনা স্যান্টনার-ম্যাজিকের।

পরের ওভারে বিরাট-ধাক্কা। পুনে গ্যালারিকে চুপ করিয়ে বিরাট-বধ স্যান্টনারের। লোপ্পা ফুলটস। আড়াআড়ি চালাতে গিয়ে বোল্ড বিরাট (১)। উইকেট উপহার দেওয়ার প্রদর্শনী সরফরাজ খান

দিনের শেষে ৩০১ রানের লিড নিয়ে চালকের আসনে কিউয়িরা। স্যান্টনারের বোলিং দাপটের পর ল্যাথামের (৮৬) অধিনায়কোচিত ব্যাটিং। বিরাটের সঙ্গে তর্কাতর্কি হলেও ল্যাথামের মনঃসংযোগে চিড় ধরেনি। ডেভন কনওয়ে (১৭), উইল ইয়ং (২৩), রাচিন রবীন্দ্র (৯), ড্যারিল মিচেল (১৮) ব্যর্থ হলেও ভারতের ম্যাচে ফেরা কঠিন করে দেন ল্যাথাম।

১৯৮/৫। তিনশো প্লাস লিড। ক্রিজে ব্লান্ডেল (৩০) ও গ্লেন ফিলিপস (৯)। আগামীকাল লিড যত বাড়বে, চাপ বাড়বে রোহিতদের। পিচে টার্ন এবং বাউন্স দুটোই রয়েছে। প্রথম ইনিংসে স্যান্টনার যেভাবে কাঁপুনি ধরিয়েছেন ম্যাচ বাঁচানোর অ্যাসিড টেস্ট রোহিতদের।

বাস্তব বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না ২০১২ সালের পর ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হারের আশঙ্কায় থাকা ভারতীয় শিবির। ২০০৮ সালের চেন্নাইয়ে ৩৮৭ রান তাড়া করে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল ভারত। পুনেতে? উত্তর সময়ের হাতে।

৫৪ টেস্টে প্রথমবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার আগে ৫৪টি উইকেট পেয়েছেন মিচেল স্যান্টনার। যা নিউজিল্যান্ডের স্পিনারদের মধ্যে তৃতীয় সর্বাধিক।

৪ ভারতের চারজন ব্যাটারকে এলবিডব্লিউ করেছেন স্যান্টনার। যা ভারতে সফরকারী বোলারদের মধ্যে এক ইনিংসে যুগ্ম সর্বাধিক।

১৯ ভারতের মাটিতে প্রথম দুই ইনিংসে স্পিনারদের নেওয়া উইকেটের সংখ্যা। যা যুগ্ম দ্বিতীয় সর্বাধিক।

৬ টেস্টে প্রথম দুই ইনিংসে ষষ্ঠবার দুই দলের কোনও বোলার সাতটি উইকেট পেলেন। পুনে টেস্টে প্রথম ইনিংসে ওয়াশিংটন সুন্দর ৭ উইকেট নেন। ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেট এসেছে স্যান্টনারের দখলে।

২০০১ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২০০১ সালের পর ভারত প্রথমবার ১০০ রানের বেশি পিছিয়ে থাকল বিপক্ষের স্কোর থেকে।

৮৪.৫ কিলোমিটার প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের স্পিনারদের বলের গড় গতি। সেখানে ভারতীয় স্পিনারদের গড় গতি ছিল ৯০ কিলোমিটার।

৫ প্রথম ভারতীয় হিসেবে ২৩ বছরে পা রাখার আগে টেস্টে ১ হাজার রানের গণ্ডি স্পর্শ করলেন যশস্বী জয়সওয়াল।

৭ উইকেট নিয়ে প্রথম ইনিংসে ভারতকে কোণঠাসা করলেন নিউজিল্যান্ডের মিচেল স্যান্টনার। শুক্রবার পুনেতে এএফপি-র তোলা ছবি।

কোহলিকে বোল্ড করে ‘হতবাক’ স্যান্টনার

> ভারতীয় ব্যাটিং যথেষ্ট শক্তিশালী। দলে বহু অভিজ্ঞ ব্যাটারও রয়েছে। ওরা জানে কীভাবে এমন পরিস্থিতি সামলাতে হয়। প্রথম ইনিংসে আমরা নিজেদের সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে সেটা করতেই হবে। আশা করি, আমাদের ব্যাটাররাও সেটা বুঝতে পারছে। -মরনি মরকেল

পুনে, ২৫ অক্টোবর : বেঙ্গালুরুর ৪৬-এর পর পুনের মাঠে ১৫৬। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ব্যর্থতা অব্যাহত।

কেন এমন অবস্থা ভারতীয় ব্যাটিংয়ের? জবাবে সামনে আসছে ব্যাটারদের ক্রিকেটীয় স্কিল ও দক্ষতার অভাব। রোহিত শর্মাদের ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে শুরু হয়েছে জোরদার সমালোচনাও। বিশেষ করে পুনে টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩০১ রানে পিছিয়ে থাকা ভারত কীভাবে ম্যাচ ও সিরিজ বাঁচাবে, তা নিয়েও চলছে চর্চা। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দলের বোলিং কোচ মরনি মরকেল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন, দ্বিতীয় ইনিংসে রান তাড়ার সময় ‘ভুল’ শুধরে নেবেন ভারতীয় ব্যাটাররা।

শেষ পর্যন্ত রোহিতরা পুনে টেস্ট বাঁচিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাতে পারবেন কিনা, হয়তো আগামীকালই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে আজ ক্রিকেট দুনিয়ায় বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে বিরাট কোহলিকে নিয়ে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক লাল বলের ক্রিকেটে সম্প্রতি একেবারেই ফর্মে নেই। আজ পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার মিচেল স্যান্টনারের ফুলটসে বোল্ড হয়েছেন তিনি। যা দেখার পর অনিল কুম্বলে থেকে সঞ্জয় মঞ্জরেকারদের সকলেই কোহলির ব্যাটিংয়ের সমালোচনা করেছেন। পরিসংখ্যান বলছে, শেষ তিন বছরে এশিয়ার মাটিতে কোহলি ২৬ ইনিংসে মোট ২১ বার স্পিনারদের শিকার হয়েছেন। আজও সেই একই ঘটনা। বিরাটকে আউট করে হতবাক হয়ে গিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার স্যান্টনারও। দ্বিতীয় দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে তিনি বলেছেন, ‘বিরাটকে ফুলটস বলে আউট করে আমি নিজেও হতবাক। সাধারণত, এমন বলে ও আউট হয় না।’ ভারতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কিউয়িদের সাফল্য নিয়েও মুখ খুলেছেন স্যান্টনার। বলেছেন, ‘আমাদের দলের অনেকেরই ভারতের মাটিতে ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার পাশে আমরা সিরিজ শুরুর আগে নিজেদের সঠিকভাবে প্রস্তুত করেছি। ঠিক কীভাবে এখানে সফল হওয়া যায়, তা নিয়েও নিখুঁত পরিকল্পনার ফল পাচ্ছি আমরা। যদিও খেলার এখনও অনেক বাকি।’

ব্যাটারদের রানের আশায় মরকেল

পুনে টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে নিশ্চিতভাবেই ব্যাকফুটে রোহিত-বিরাটরা। চতুর্থ ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের কত রান তাড়া করতে হবে, এখনও নিশ্চিত নয়। দলের সার্বিক ব্যাটিং ব্যর্থতার ছবি ধারাবাহিকভাবে সামনে আসছে। দলের বোলিং কোচ মরকেল আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের ব্যাটারদের উপর ভরসা রাখার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, ‘ভারতীয় ব্যাটিং যথেষ্ট শক্তিশালী। দলে বহু অভিজ্ঞ ব্যাটারও রয়েছে। ওরা জানে কীভাবে এমন পরিস্থিতি সামলাতে হয়। প্রথম ইনিংসে আমরা নিজেদের সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে সেটা করতেই হবে। আশা করি, আমাদের ব্যাটাররাও সেটা বুঝতে পারছে।’

ভারতীয় ব্যাটাররা কতটা কী পারবেন, আগামীকালই বোঝা যাবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার ঘাড়ের উপর পুনে টেস্ট ও সিরিজ হারের ধাক্কা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে নিশ্চিতভাবেই।

‘সুন্দরকে নিয়ে আগেই পরিকল্পনা ছিল গম্ভীরের’

দাবি বিরাটের প্রাক্তন কোচের

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : পুনে টেস্টে কুলদীপ যাদবের পরিবর্তে ওয়াশিংটন সুন্দরের অন্তর্ভুক্তিতে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও খবর, সিদ্ধান্ত মোটেই হঠাৎ করে নেননি হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। বাইশ গজে সুন্দরের বহুমুখী প্রতিভার প্রতি বরাবরই আস্থা ছিল। হেডকোচের সিটে বসার পর সেই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র।

এমনই দাবি সুন্দরের প্রাক্তন কোচ শ্রীধরন শ্রীরামের। লখনউ সুপার জায়েন্টসেও গম্ভীরের সহকারী ছিলেন। তখনই দেখেছেন সুন্দরের প্রতিভার প্রতি গম্ভীরের আস্থা। যে প্রসঙ্গ টেনে দাবি করেন, ‘গম্ভীর দায়িত্ব পাওয়ার পর সুন্দরের গুরুত্ব বেড়েছে। বিভিন্ন ফরম্যাটে জাতীয় দলে এখন নিয়মিত সদস্য। গম্ভীর মনে করত, ওয়াশিংটনের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ওকে কম ব্যবহার করা হয়।’

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে বিরাট কোহলি, সুন্দরদের কোচ ছিলেন শ্রীধরন। গত কয়েক বছরে আরসিবি ছেড়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে ওয়াশিংটন। তবে প্রয়োজন পড়লেও ফোন করে এখনও পরামর্শ নেন। বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে অতীতে কাজ করা শ্রীধরন বলেছেন, ‘অলরাউন্ড দক্ষতাকে সবসময় গুরুত্ব দেয় গম্ভীর। ওয়াশিংটন তেমনই একজন। পুনেতে রিস্ট স্পিনারের (কুলদীপ) বদলে ফিঙ্গার স্পিনারকে গুরুত্ব দিয়েছিল। সুন্দর সেই সিদ্ধান্তের মর্যাদা রেখেছে।’

শ্রীধরনের মতে, উচ্চতাটা সুন্দরের ইউএসপি। বোলিংয়ের সময় যা কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন বারবার। চলতি পুনে টেস্টে যার প্রতিফলন দেখে খুশিটা দ্বিগুণ সুন্দরের অন্যতম মেন্টর শ্রীরামের। দুই ইনিংস মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১১ উইকেট নিয়েছেন। কেরিয়ারে ইনিংসে প্রথমবার ৫ উইকেট, ম্যাচে দশ শিকারের নজির।

ওয়াশিংটনের দুরন্ত পারফরমেন্সের পর ঢোক গিলেছেন সুনীল গাভাসকারও। প্রথমে বলেছিলেন, আশঙ্কা থেকে দলে একাধিক পরিবর্তন করেছেন রোহিত-গম্ভীররা। কুলদীপকে বসিয়ে সুন্দরকে খেলানো তারই অঙ্গ। যদিও এগারো শিকারে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন তরুণ অফস্পিনার। গাভাসকারও মানছেন, চমকপ্রদ পদক্ষেপ। ব্যাটিং-বোলিং, দুই বিভাগেই সুন্দরের দক্ষতা।

সঞ্জয় মঞ্জরেকারও লিখেছেন, ‘সুন্দরের দুর্দান্ত সাফল্যের জন্য দাবি করতেই পারেন টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকরা। ওদের প্রশংসা প্রাপ্য।’ ওয়াশিংটন সুন্দরও জানান, শেষ দুই টেস্টের দলে ডাক পাওয়ার পরই নিশ্চিত ছিলেন পুনেতে খেলবেন। টিম ম্যানেজমেন্টের থেকে তেমনই বার্তাও নাকি আগেভাগেই পেয়ে গিয়েছিলেন।

খেলায় আজ

১৯৫২ : টেস্টে প্রথম জয় পেল পাকিস্তান। তাদের টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় ম্যাচেই পাকিস্তান এক ইনিংস ও ৪৩ রানে ভারতকে হারিয়ে দেয়। ফজল মাহমুদ দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯৪ রানে ১১ উইকেট নেন।

সেরা অফবিট খবর

অসতর্কতাই দায়ী

আহমেদাবাদে মহিলাদের ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ড ইনিংসের ১২তম ওভারে দীপ্তি শর্মার বোলিংয়ে সোফি ডিভাইন একটি বল ডিফেন্ড করে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। ক্রিজে ফিরতে সোফির গাছাড়া ভাব দেখে দীপ্তি শর্ট কভারের দিকে ছুটে গিয়ে বল উইকেটরক্ষক ইয়াস্তিকা ভাটিয়ার হাতে পাঠিয়ে দেন। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইয়াস্তিকাও স্টাম্প ভেঙে দেন। তখনও সোফি ক্রিজের কয়েক সেন্টিমিটার বাইরে ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তৃতীয় আম্পায়ার আউট দেন।

ভাইরাল

সাংবাদিক সম্মেলনেও গুগলি স্টোকসকে

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট শুরুর আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে বেন স্টোকসকে পাকিস্তানের এক সাংবাদিক ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে প্রশ্ন করেন, যা বুঝতে না পেরে ইংল্যান্ড অধিনায়ক দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার অনুরোধ জানান। পাক সাংবাদিক তাই করেন। কিন্তু এবারও তাঁর প্রশ্ন বোধগম্য হয়নি। এই সময় স্টোকসকে দেখা যায় গালে হাত দিয়ে তিনি বসে রয়েছেন। যা দেখে সামাজিক মাধ্যমে রসিকতা, বাইশ গজে নামার আগেই গুগলি স্টোকসকে।

ইনস্টা সেরা

দীর্ঘ সময় জাতীয় দলে ব্রাত্য থাকার পর অস্ট্রেলিয়ায় ‘এ’ দলের সফরে ডাক পেয়েছেন ঈশান কিশান। পাটনার বাড়ি থেকে তিনি বের হওয়ার সময় তাঁর মা ও ঠাকুমাকে দেখা যায় মাথায় চুমু দিয়ে আশীর্বাদ করতে।

সেরা উক্তি

আমার হাতে সবকিছু থাকলে এমনই সবুজ পিচ বানাতাম। যদিও ভারতীয় দলের জন্য এখন কোন পিচ সঠিক, জানা নেই আমার।

-প্যাট কামিন্স

(নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয় দেখে)

সংখ্যায় চমক

সাতজনের ০

তাসমানিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার একটা সময়ে ছিল ২ উইকেটে ৫২। সেখান থেকে তারা ৫৩ রানে অল আউট হয়। ০ রানে ফিরে যান শেষ সাত ব্যাটার। একমাত্র রানটি এসেছে অতিরিক্তর খাতা থেকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে কে ব্যালন ডি’অর জিতেছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. রিকি পন্টিং, ২. এভি জয়প্রকাশ।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলেশ হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, নির্মল সরকার, অমৃত হালদার, সুজন মহন্ত, দেবব্রত বাগচী, সমরেশ বিশ্বাস, রুদ্র নাগ, কৌশোভ দে।

ঠান্ডার সঙ্গে আজ উচ্চতা চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : ঠান্ডা ও থিম্পুর উচ্চতা নিয়ে চিন্তায় ইস্টবেঙ্গল কোচিং স্টাফরা।

এদিন মূল মাঠে অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া হয় মাদিহ তালাল-নাওরেম মহেশ সিংদের। এই চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামের মাঠ যদিও কৃত্রিম ঘাসের, তবে তার মান যথেষ্ট ভালো বলে দল সুত্রের খবর। এদিন বিকেল ৪টা থেকে এক ঘণ্টা দলকে অনুশীলন করান অস্কার ব্রুজোঁ। দিনেরবেলা মনোরম আবহাওয়া থাকলেও বিকেল হতে না হতেই অবশ্য ঠান্ডার কামড় যথেষ্ট বেশি। ফলে ফুটবলারদের ঠান্ডার সঙ্গেও লড়তে হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে হঠাৎই এক ধাক্কায় সাড়ে সাত হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায় গিয়ে খেলা! তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার থাকবে। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্রথম ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রসঙ্গ ওঠায় দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার নাওরেম মহেশ বলেছেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমি এরকম পরিবেশে খেলেই বড় হয়েছি। এরকমই উচ্চতা ও কৃত্রিম ঘাসের মাঠ ছিল আমাদের অ্যাকাডেমিতে। তাই আমার জন্য ঠিকই আছে।’ তিনি একথা বললেও দলের সহকারী কোচ বিনো জর্জ স্বীকার করছেন, সমস্যা হবে তাঁর দলের। তাঁর মন্তব্য, ‘অবশ্যই কৃত্রিম ঘাসের মাঠ আমাদের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ আমরা কখনওই এই রকম মাঠে খেলিনি। এছাড়া উচ্চতাও একটা সমস্যা। এর জন্য আমরা আলাদা করে পরিকল্পনা করেছি। সেটা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।’ প্রসঙ্গত, ডুরান্ড কাপের সময়ে কোয়ার্টার ফাইনালে শিলং লাজংয়ের বিরুদ্ধে শিলংয়ের মাঠে হারের পর সেসময়কার কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত বলেছেন, তাঁর দল হঠাৎ করে এতটা উচ্চতায় খেলতে গিয়ে মানিয়ে নিতে না পারার জন্যই হারতে হয়েছে।

পারো এফসি ম্যাচের জন্য ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে হিজাজি মাহের, জিকসন সিংরা। শুক্রবার চাংলিমিথাংয়ে।

এবারই প্রথম হচ্ছে এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ। যার লিগ পর্যায় খেলতেই ভুটানযাত্রা ইস্টবেঙ্গলের। সর্বভারতীয় পর্যায়ে কোনও টুর্নামেন্ট না জিততে পারায় মাঝে ৯ বছর এএফসির টুর্নামেন্ট খেলেনি তারা। গত মরশুমে সুপার কাপ ফের এএফসি টুর্নামেন্টের দরজা খুলে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সামনে। এই প্রসঙ্গে বিনো বলেছেন, ‘প্রথম এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলার সুযোগ পেয়ে সম্মানিত।’ এদিন সরকারিভাবে বিনো সাংবাদিক সম্মেলন করেন কারণ এএফসির টুর্নামেন্টে এখনও হেড কোচ হিসাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ব্রুজোঁর নাম নথিভুক্ত করেনি। যা ফেডারেশনেরই করার কথা। জানা গেল, আটদিন আগে নির্দিষ্ট ফর্ম ক্লাব পূরণ করে পাঠালেও ফেডারেশনের গাফিলতিতেই এই সমস্যা। তবে হেড কোচ হিসাবে নাম থাক আর নাই থাক, ডাগআউট বা টেকনিকাল এরিয়ায় ব্রুজোঁর থাকতে অসুবিধা নেই। দল সুত্রের খবর, সকলেই ফিট। মহেশও এদিন পুরো সময় অনুশীলন করেন। ভুটানের চ্যাম্পিয়ন দল পারো এফসিকে নিয়ে সতর্ক ব্রুজোঁ। ঘানাইয়ান স্ট্রাইকার ইভান আসান্তে লিগে ১০ গোল করেছেন বলেই নয়, গত কয়েকবছর ধরেই তিনি ভুটান ফুটবলে বড় নাম।

চূড়ান্ত খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে এখন যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। তাদের জনা পঞ্চাশেক সমর্থক খেলা দেখতে গেলেও উচ্চতা-ঠান্ডার সঙ্গে ঘরের মাঠে ছয় হাজার দর্শক সমর্থন নিয়ে নামা পারোর বিরুদ্ধে তাই লড়াইটা সহজ হবে না একেবারেই।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ

পারো এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

স্থান : থিম্পু
সময় : বিকেল ৪.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : ভুটান ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের ইউটিউব চ্যানেলে

যাদবপুরেও থাকছে বৃষ্টি কাঁটা

রনজিতে আজ কেরল অভিযান শুরু বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : পূর্বাভাস ছিলই। সেই পূর্বাভাস মেনে ভোর থেকেই ঝেঁপে বৃষ্টি। সকাল গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত চলল টানা বৃষ্টি। সন্ধ্যার পর বৃষ্টির দাপট সামান্য কমলেও থামার ইঙ্গিত এখনই নেই।

এমনই বৃষ্টি ‘কাঁটা’ নিয়েই শনিবার থেকে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে কেরলের বিরুদ্ধে মরশুমের তিন নম্বর রনজি ট্রফি ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা দল। খেলা শুরুর আগের দিনও বৃষ্টির কারণে অনুশীলন হয়নি অনুষ্টুপ মজুমদারদের। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট ধরেই নিয়েছে, আগামীকাল ম্যাচের প্রথম দিনে খেলার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। বিকেলের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা হতাশ গলায় বলছিলেন, ‘বৃষ্টি হলে আমাদের কারওর কিছুই করার নেই। দেখা যাক কবে, কখন বৃষ্টি থামে।’ শুধু কেরল ম্যাচের প্রথম দিন বলেই নয়, বাংলা শিবিরের আশঙ্কা রবিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনেও পুরো খেলা হওয়ার সম্ভাবনা কম।

অঝোরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। তার মধ্যেই অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে পুরো মাঠ ঢাকা ছিল সারাদিনই। বিকেলের দিকে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের কয়েকজন হাজির হয়েছিলেন সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামীকাল সকালের পর থেকে বৃষ্টি থামার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও বৃষ্টি থামলেই কত দ্রুত ম্যাচ শুরু করা যাবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপের কথায়, ‘আমরা অপেক্ষা করতে পারি। আর কিছু তো আপাতত করার নেই।’ অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েল ও মুকেশ কুমার ভারতীয় ‘এ’ দলের সদস্য হয়ে ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে গিয়েছেন। ফলে প্রথম একাদশের এই তিনজনের বিকল্পের সন্ধানে রয়েছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। জানা গিয়েছে, কেরল ম্যাচে যখনই খেলা শুরু হোক না কেন, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওপেন করবেন নবাগত শুভম দে। অভিষেক পোড়েল বদলে ঘাড়ের চোট সারিয়ে ফিরছেন ঋদ্ধিমান সাহাও। তিনিই উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন। আর মুকেশের পরিবর্ত হিসেবে ঈশান পোড়েলের প্রত্যাবর্তনের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

কেরলের সঞ্জু স্যামসন নেই। কিন্তু বাকি যাঁরা রয়েছেন, সেই শচীন বেবি, জলজ সাক্সেনা, বাসিল থাম্পিরাও যথেষ্ট দক্ষ। এমন দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বৃষ্টি কাঁটায় জর্জরিত বাংলা। প্রার্থনা ও অপেক্ষা শুধু বৃষ্টি থামার।

আজ ভালো রেফারিং চাইছে মহমেডান

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : পরপর ম্যাচ হেরে বেকায়দায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তার ওপর কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে দর্শক হাঙ্গামায় শাস্তির মুখেও পড়তে হয়েছে তাদের। সব মিলিয়ে মাঠ ও মাঠের বাইরে বেশ শোচনীয় পরিস্থিতিতে সাদা-কালো শিবির। এই অবস্থায় শনিবার ঘরের মাঠে হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামছে আন্দ্রেই চেরনিশভের ছেলেরা। লিগ তালিকায় মহমেডানের ঠিক পরেই হায়দরাবাদ। ৪ ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্ট পেয়েছে তারা।

আজ আইএসএলে

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম হায়দরাবাদ এফসি

স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সময় : সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

হায়দরাবাদকে সমীহ করলেও জিততে চান মহমেডান কোচ। বলেছেন, ‘গত মরশুমে হায়দরাবাদ দলে কিছু সমস্যা ছিল। কিন্তু এই বছর তা মিটেছে। ওদের দলে কয়েকজন ভালো ফুটবলার রয়েছে। তবে এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পাওয়া আমাদের লক্ষ্য।’ এখনও পর্যন্ত আইএসএলে ঘরের মাঠে জয়হীন মহমেডান। তবে শনিবার সেই খরা কাটাতে মরিয়া মিরজালোল কাশিমভরা। শুক্রবার প্রবল বৃষ্টির কারণে বিকেলে অনুশীলন করেনি সাদা-কালো শিবির। তবে খেলোয়াড়রা হোটেলের জিমে সময় কাটিয়েছেন।

হায়দরাবাদ ম্যাচের প্রস্তুতিতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সিজার মানঝোকি।

প্রতিপক্ষ দুর্বল হলেও শেষ মুহূর্তে গোল হজম চেরনিশভকে বেশ চিন্তায় রেখেছে। এফসি গোয়া, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের শেষদিকে এই কারণে পয়েন্ট নষ্ট করেছিলেন অ্যালেক্সিস গোমেজরা। এই নিয়ে কোচ বলেছেন, ‘ছেলেরা আগের ম্যাচগুলিতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তবে এই নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করছি, হায়দরাবাদের বিপক্ষে এই বিষয়টির পুনরাবৃত্তি হবে না।’ গত ম্যাচে গ্যালারিতে দর্শকদের তাণ্ডব নিয়েও মুখ খুলেছেন মহমেডান কোচ। চেরনিশভ বলেছেন, ‘সমর্থকরা ভালো খেলার পাশাপাশি ভালো রেফারিংয়েরও প্রত্যাশা করে। তবে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে ভবিষ্যতে বড় শাস্তির মুখে পড়তে হবে আমাদের।’ মহমেডানের তরফে এই ম্যাচে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দর্শকরা যাতে বাজি, জলের বোতল, ড্রাম, স্টিক নিয়ে ঢুকতে না পারে সেদিকে নজর রাখা হবে।

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে অবশ্য জোসেফ আদজেইকে খেলানো নিয়ে দ্বিধায় চেরনিশভ। কেরালা ম্যাচে এই বিদেশি ডিফেন্ডার চোট পেয়েছিলেন। হায়দরাবাদ ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন না। তাঁর বদলে ফ্লোরেন্ত ওগিয়ের খেলবেন। চোট কাটিয়ে অমরজিৎ সিং কিয়ামও দলে ফিরতে চলেছেন। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা বেশি। হায়দরাবাদও আইএসএলে প্রথম জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে। তাদের সহকারী কোচ শামিল চেম্বাকাথ জানিয়েছেন, কলকাতার মাটিতে ম্যাচ জিততে চান তাঁরা।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে চমক রামনদীপ

সামি-পূজারাকে ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় রোহিতরা

মুম্বই, ২৫ অক্টোবর : সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হল না। তারকা পেসার মহম্মদ সামিকে ছাড়াই পাঁচ ম্যাচের মার্কি টেস্ট সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে শুক্রবার আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির জন্য ১৮ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার সামির নাম নেই। গোড়ালির চোটের জন্য গত বছরের ওডিআই বিশ্বকাপের পর থেকে মাঠের বাইরে রয়েছেন সামি। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে আপাতত রিহ্যাবে রয়েছেন তিনি। মাঝে শোনা গিয়েছিল, সামির গোড়ালি হঠাৎই আবার ফুলে গিয়েছে। যদিও পরে সামি নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি প্রায় ফিট হয়ে উঠেছেন। শরীরে কোনও সমস্যা নেই। ফলে আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে তাঁকে মাঠে দেখার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সামি যে বল হাতে মাঠে নামার মতো জায়গায় আসতে পারেননি এদিনের দল ঘোষণার পর পরিষ্কার হয়ে গেল।

সামি না থাকলেও শিঁকে ছিড়েছে বাংলা দলের আরেক সদস্য অভিমন্যু ঈশ্বরণের। প্রথম দুই টেস্টের মধ্যে কোনও একটি মিস করতে চলেছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। সেক্ষেত্রে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে অভিমন্যুর ওপেন করতে নামা প্রায় নিশ্চিত। বাংলার রনজি ট্রফির দলের আকাশ দীপ জায়গা পেয়েছেন। রিজার্ভে রয়েছেন বাংলা দলে আকাশের নতুন বলের পার্টনার মুকেশ কুমার। গত কয়েকদিনে অস্ট্রেলিয়া সফরের স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে হঠাৎই ঢুকে পড়েছিলেন চেতেশ্বর পূজারা। কিন্তু এদিন তাঁর নাম বিবেচনা করেনি অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচকমণ্ডলী।

চমক হিসেবে স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি। গত আইপিএলে দুরন্ত পারফরমেন্সের পর সম্প্রতি টিম ইন্ডিয়ার হয়ে টি২০-তে নজর কেড়েছিলেন তিনি। এবার অস্ট্রেলিয়ায় চতুর্থ পেসার হিসেবে নীতীশকে দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। চমকের দ্বিতীয় নাম কলকাতা নাইট রাইডার্সের পেসার হর্ষিত রানা। রবিচন্দ্রন অশ্বীন ও রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে তৃতীয় স্পিনার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে ওপেনিংয়ের দায়িত্ব পেতে পারেন বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

চমক রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টি২০ সিরিজের দলেও। যেখানে এদিনই এমার্জিং এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে বিস্ফোরক ব্যাটিং করা রামনদীপ সিং প্রথমবার জাতীয় দলে সুযোগ করে নিয়েছেন। এই সিরিজেই প্রথমবার জাতীয় দলের দরজা খুলেছেন কর্ণাটকের পেসার বিজয়কুমার ব্যাশকও। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলে সুযোগ না পাওয়ায় অক্ষর প্যাটেলকে টি২০ স্কোয়াডে ফেরানো হয়েছে। চোটের জন্য মায়াঙ্ক যাদব ও শিবম দুবের নাম অবশ্য বিবেচনা করা হয়নি। ডান কাঁধের চোটের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে থাকায় রিয়ান পরাগও নির্বাচকদের ভাবনার বাইরে থেকে গিয়েছেন। ৮ নভেম্বর ডারবানে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ।

অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজের দল

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), জসপ্রীত বুমরাহ (সহ অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থ, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণা, হর্ষিত রানা, নীতীশ কুমার রেড্ডি ও ওয়াশিংটন সুন্দর।

রিজার্ভ : মুকেশ কুমার, নভদীপ সাইনি, খলিল আহমেদ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় টি২০ সিরিজের দল

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, রিঙ্কু সিং, তিলক ভার্মা, জিতেশ শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, রামনদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, রবি বিষ্ণোই, অর্শদীপ সিং, বিজয়কুমার ব্যাশক, আবেশ খান ও যশ দয়াল।

এমার্জিং কাপে হার তিলকদের

আল আমিরাত, ২৫ অক্টোবর : এমার্জিং এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে ওঠা হল না তিলক ভার্মার ভারতীয় ‘এ’ দলের। টসে জিতে আফগানিস্তান ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২০৬ রান করে। ওপেনিং জুটিতেই আফগানরা ১৪ ওভারে ১৩৭ রান তুলে নেয়। সেদিকুল্লাহ অটল ৫২ বলে রেখে এসেছেন ৮৩ রান। ৪১ বলে জুবেইদ আকবরির অবদান ৬৪ রান। আফগান ব্যাটিং তাণ্ডবের মাঝেও বল হাতে নজর কেড়েছেন রসিক সালাম (২৫/৩)। রানতাড়ায় নেমে ভারত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮৬ রানে আটকে যায়। শেষবেলায় রামনদীপ সিংয়ের (৩৪ বলে ৬৪) বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে উত্তেজনা তৈরি করলেও ম্যাচ আগেই ভারতের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

অন্য সেমিফাইনালে পাকিস্তান শাহিনসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দল ফাইনালে উঠেছে।

আনন্দকে ছুঁলেন একুশের অর্জুন

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : অর্জুন এরিগাইসির মুকুটে জুড়ল নয়া পালক। বিশ্বনাথন আনন্দের পর দ্বিতীয় ভারতীয় দাবাড়ু হিসাবে ২৮০০ পয়েন্টের ক্লাবে প্রবেশ করলেন সদ্য একুশে পা দেওয়া এই তরুণ। ভারতের উঠতি দাবাড়ুদের মধ্যে অর্জুনের নাম এই মুহূর্তে প্রথম সারিতে। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে ইউরোপিয়ান ক্লাব কাপে গ্র্যান্ডমাস্টার দিমিত্র আন্দ্রেইকিনকে পরাস্ত করে ইতিহাসের পাতায় নাম তুললেন সেই অর্জুন। ২৮০০ পয়েন্টের মাইলফলক স্পর্শ করে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গে একই আসনে জায়গা করে নিলেন তিনি। বিশ্বের ১৬তম দাবাড়ু হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ২০০৮ সালের এপ্রিলে ২৮০০ পয়েন্ট পার করেছিলেন আনন্দ।

শাকিলের শতরানে ব্যাকফুটে ইংল্যান্ড

ব্যাট হাতেও দুরন্ত সাজিদ-নোমান

রাওয়ালপিন্ডি, ২৫ অক্টোবর : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ নির্ণায়ক তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের পর চালকের আসনে পাকিস্তান। দ্বিতীয় ইনিংসে তারা অল আউট হয় ৩৪৪ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ধুঁকছে ইংল্যান্ড। তাদের স্কোর ২৪/৩। ক্রিজে রয়েছেন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় আশা জো রুট (৫) ও হ্যারি ব্রুক (৩)। এই দুই ব্যাটারই মুলতানে প্রথম টেস্টে বিশাল ৪৫৪ রানের বিশাল জুটি গড়েছিলেন। ইংল্যান্ড এখনও পাকিস্তানের চেয়ে ৫৩ রানে পিছিয়ে।

প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডকে ২৬৭ রানে গুটিয়ে দিতে বল হাতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সাজিদ খান ও নোমান আলি। দুই স্পিনার মিলে ইংল্যান্ডের ৯ উইকেট তুলেছিলেন। শুক্রবার ব্যাট হাতেও পাকিস্তানের ত্রাতা হয়ে উঠলেন দুই বর্ষীয়ান স্পিনার। তাঁরা যোগ্য সংগত দিলেন সহ অধিনায়ক সাউদ শাকিলকে (১৩৪)।

একসময় পাক দলের স্কোর ছিল ১৭৭/৭। সেখান থেকে ৩৪৪ রান তুলে দলকে গুরুত্বপূর্ণ ৭৭ রানের লিড এনে দেন শাকিলরা। শাকিল প্রথমে নোমানের সঙ্গে ৮৮ রানের ও পরে সাজিদের সঙ্গে ৭২ রানের জুটি গড়েন। পাক দলকে অল আউট করার নেপথ্যে নায়ক ইংলিশ লেগ স্পিনার রেহান আহমেদ (৬৬/৪)। তৃতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের তিন উইকেট নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন সাজিদ (১৪/১) ও নোমান (৯/২)।

এমবাপের বকেয়া মেটাতে নারাজ পিএসজি

প্যারিস, ২৫ অক্টোবর : ফরাসি তারকা এমবাপের বকেয়া দিতে অস্বীকার করল তাঁর প্রাক্তন ক্লাব প্যারিস সাঁ জাঁ। নতুন মরশুমে এমবাপে পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর এখনও ৫৫ মিলিয়ন ইউরো বকেয়া রয়েছে পিএসজি-র কাছে। এই নিয়ে পিএসজি-র সঙ্গে ইতিমধ্যে সংঘাতে জড়িয়েছেন ফরাসি তারকা। বিষয়টি শেষপর্যন্ত ফরাসি লিগ কমিটির কাছে যায়। লিগ কমিটি বকেয়া মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে পিএসজি-কে। তবে ফরাসি সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, লিগের নির্দেশ মানছে না পিএসজি। তারা বকেয়া দিতে অস্বীকার করেছে।

এমবাপের দাবি, তিনি শেষ তিন মাসের বেতন সহ বোনাস এখনও পিএসজি-র থেকে পান। ফরাসি ক্লাবটি পালটা দাবি করেছে, ফ্রান্সের অধিনায়ক ২০২৩ সালের অগাস্টে নিজের বেতনে ছাড় দিতে রাজি হয়েছিলেন। এরই মাঝে কেরিয়ারের প্রথম এল ক্লাসিকো খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমবাপে। ফরাসি তারকা সম্পর্কে কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি বলেছেন, ‘এমবাপে এল ক্লাসিকোর জন্য পুরোপুরি তৈরি। আশা করছি, ও বার্সেলোনার বিরুদ্ধে নিজের সেরাটা দেবে।’

পিচ নিয়ে ভারতীয় দলকে কটাক্ষ কামিন্সের

সিডনি, ২৫ অক্টোবর : সবুজ পিচেও ধরাশায়ী। স্পিন সহায়ক উইকেটেও কুপোকাত!

টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়ার আর এক মাসও বাকি নেই। আগামী ২২ নভেম্বর থেকে পারথে শুরু হতে চলেছে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। তার আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে ঘেঁটে ঘ রোহিত শর্মার ভারত।

বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামীর বাইশ গজে পেসারদের জন্য ছিল সহায়তা। ছিল বাউন্সও। নিটফল, ৪৬ রানে অলআউটের লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামেও প্রায় একই ছবি। পেসের বদলে এবার কিউয়িদের স্পিনের সামনে ধরাশায়ী ভারতীয় ‘শক্তিশালী’ ভারতীয় ব্যাটিং। মিচেল স্যান্টনারের স্পিনের সামনে ১৫৬ রানে অলআউটের ধাক্কা দ্বিতীয় টেস্টেও ভারতীয় দলকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ হারের সম্ভাবনা যত প্রবল হচ্ছে, ততই হাসি চওড়া হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার। অজিদের এমন মনোভাবের পরিচয় আজ দেখা গিয়েছে অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের মধ্যে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের এক টিভি চ্যানেলে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আজ কামিন্স। চ্যানেলের সাংবাদিক যেখানে বসে তাঁর ইন্টারভিউ নেন, তার পিছনেই ছিল ঘাসের জঙ্গল। সেদিকে ইঙ্গিত করে অজি অধিনায়ক টিম ইন্ডিয়াকে কটাক্ষ করেছেন। বলেছেন, ‘আমার হাতে সবকিছু থাকলে এমনই সবুজ পিচ বানাতাম। যদিও ভারতীয় দলের জন্য এখন কোন পিচ সঠিক, জানা নেই আমার।’ রোহিতদের পিচ নিয়ে কটাক্ষ করার পরই নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়েছেন অজি অধিনায়ক। বলেছেন, ‘দুঃখের বিষয় পিচ তৈরির ক্ষেত্রে আমার কোনও বক্তব্য নেই। কারণ, ওই দায়িত্বটা আমার নয়। শেষ দুইটি মরশুমে আমাদের দেশের মাটিতে দারুণ পিচ হয়েছিল। ব্যাটারদের অনেকে বড় রানও করেছে। আবার বোলাররাও সহায়তা পেয়েছিল। আশা করি, এবারও তেমনই কিছু থাকবে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে।’

পুনের কালো মাটির পিচের চ্যালেঞ্জ নিতে ব্যর্থ ঋষভ পন্থ। শুক্রবার।

স্যর ডনের দেশে শেষ দুইটি সিরিজ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিতরা এবার সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে। এই প্রথমবার ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন কামিন্স। তার আগে তিনি টিম ইন্ডিয়াকে কটাক্ষ করার পাশে বলেছেন, ‘দুর্দান্ত একটা সিরিজের অপেক্ষায় রয়েছি। আশা করব, ব্যাট-বলের সমান আধিপত্য থাকবে। ভারতের মাটিতে শেষ সফরে আমরা জয়ের কাছে পৌঁছেও জিততে পারিনি। এবার ঘরের মাঠে ছবিটা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।’

KHOSLA ELECTRONICS
PLAY & WIN
SURE SHOT FREE GIFTS
CAR LED BIKE
REF WASHING MACHINE MICROWAVE OVEN
SOUND BAR MOBILE MIXI
COFFEE MUG IRON UTENSILS
EXCLUSIVE AT KHOSLA
4 EMI OFF
BAJAJ FINSERV EXCLUSIVE OFFER
26 - 31 October
36 MONTHS EMI
₹45,000 CASH BACK
₹40,000 EXCHANGE OFFER
0 DOWN PAYMENT
₹888 EMI STARTS
88*% DISCOUNT
EXTRA BONUS!
Shop & Earn ₹6000
LOYALTY BONUS
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹15,000; Max. Discount: ₹7,500 per card; Also valid on EMI Trxn.; Validity: 19 Oct - 04 Nov 2024. T&C Apply.
ANNIVERSARY CELEBRATIONS AT SILIGURI 9874249935 MALDA 9874249132
iPhone 16 128GB ₹74,900* EMI ₹3,329 CASHBACK ₹5,000 on CC
iPhone 16 Pro 128GB ₹1,15,900* EMI ₹4,995 CASHBACK ₹4,000 on CC
SAMSUNG
S24 8/256GB ₹61,900* EMI ₹2,579
A 15 6/128 GB ₹14,999* EMI ₹1,249 FREE Adapter
vivo
V40E 8/256 ₹30,999* EMI ₹2,069 CASHBACK ₹2,000 on CC
Y 300 8/128 GB ₹23,999* EMI ₹1,599 CASHBACK ₹2,000 on CC
oppo
F 27 8/128 GB ₹20,999* EMI ₹1,399 CASHBACK ₹2,000 on CC
A 3 X 4/128 GB ₹13,499* EMI ₹1,349 CASHBACK ₹2,000 on CC
AMD Athlon 8 GB RAM 512 GB SSSD Win 11+OFC ₹25,900 EMI ₹2,158
i3 12th GEN 8 GB RAM 512 GB SSSD Win 11+OFC ₹35,500 EMI ₹2,959
i5 12th GEN 8 GB RAM 512 GB SSSD Win 11+OFC ₹48,900 EMI ₹4,075 CASHBACK ₹1,500 on CC
DISCOUNT upto 88%
SAMSUNG KGA noise FIRE-BOLTT
SONY BRAVIA 8 XR OLED
MODEL | BEST BUY PRICE | INSTANT CASHBACK
65XR80 | Rs.2,77,191 | Rs.12,500
55XR80 | Rs.1,84,791 | Rs.10,000
SONY BRAVIA3 4K HDR GOOGLE TV
75S30 | Rs.1,36,391 | Rs.10,000
65S30 | Rs.98,551 | Rs.7,500
SONY BRAVIA2 4K GOOGLE TV
65S25 | Rs.80,991 | Rs.6,000
55S25 | Rs.62,091 | Rs.6,000
SONY BRAVIA2 4K GOOGLE TV
50S20 | Rs.56,691 | Rs.5,000
43S20 | Rs.39,591 | Rs.1,980
SONY SOUNDBAR WITH DOLBY ATMOS HT-A3000 + SW3 + RS3S
Real 5.1ch* Home Theatre with Wireless Rear Speakers
GET Wireless Rear Speaker (SA-RS3S) worth Rs.35,990/-
BEST BUY Rs.83,990 INSTANT CASHBACK UPTO Rs.6,000
COMBO OFFER UPTO Rs.10,000
SAVE Rs.51,990
SPECIAL OFFERS!*
3 YEARS WARRANTY*
INSTANT CASHBACK UP TO RS.25,000/-
1 EMI FREE*
TV + SOUNDBAR COMBO OFFER
SAVE UPTO Rs.64,990/-
BUY NOW AT Rs.2,995/-
SAMSUNG LG Whirlpool Godrej Haier Panasonic BOSCH IFB LLOYD
564 L SBS EMI ₹2,525 DISCOUNT ₹44,000
331 L FF EMI ₹2,833 DISCOUNT ₹24,699
265 L BMR EMI ₹2,499 DISCOUNT ₹21,999
260L FF EMI ₹1,999 DISCOUNT ₹17,499
180 L SD EMI ₹1,208 DISCOUNT ₹14,999
FREE TOUCH SCREEN INDUCTION COOKTOP Worth ₹6,120
7 KG FRONT LOAD EMI ₹1,811 DISCOUNT ₹22,400
7.5 KG TOP LOAD EMI ₹1,583 DISCOUNT ₹21,499
7 KG SEMI AUTO EMI ₹666 DISCOUNT ₹8,200
FREE MIXI Worth ₹4,999
DISH WASHER LG IFB BOSCH
14 PLACE SETTING EMI ₹3,333 DISCOUNT ₹14,000
16 PLACE SETTING EMI ₹4,333 DISCOUNT ₹14,600
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY
COPPER AC
1.1 Ton 3* Inv EMI ₹2,458 DISCOUNT ₹20,400
1.5 Ton 3* Inv EMI ₹2,583 DISCOUNT ₹21,400
2 Ton 3* Inv EMI ₹3,291 DISCOUNT ₹28,500
20 L Con EMI ₹833 DISCOUNT ₹5,900
20 L Solo ₹5,490 DISCOUNT ₹4,600
FREE DOSA TAWA Worth ₹1,399
KUTCHINA FABER GLEN IFB Sunflame BOSCH
1400 Suc + Motion Sensor + Feather Touch Cimney EMI ₹1,474 DISCOUNT ₹19,300
FREE 3 BB GLASS COOKTOP Worth ₹6,990
Ro + Uv + MTDS Water Purifier EMI ₹1,038 DISCOUNT ₹11,550
FREE STAINLESS STEEL SPORT BOTTLE
10Ltr GEYSER EMI ₹701 DISCOUNT ₹6,515
FREE INSTALLATION WITH KIT
FREE 1000 WATT IRON Worth ₹1,295
COMBO OFFER
BAJAJ USHA HAVELLS KGA KENT PHILIPS
550 Watt Mixi & 1000 Watt Iron & Pop up Toaster
Buying Cost ₹2,490 DISCOUNT ₹5,350
BUY 24x7 khoslaonline.com
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
Easy Finance by
Scan to locate your nearest Khosla store
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount.
RAIGANJ MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph: 91473 93600
ALIPURDUAR SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph: 98742 87232
SILIGURI SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

ধনতেরস উৎসব
১৮ই অক্টোবর, ২০২৪ থেকে
কালীপুজোর দিন পর্যন্ত
গ্রাম প্রতি সোনার গয়নায় ₹৩০০+₹৭৫* ছাড়! (মজুরিতে)
হিরের মূল্যে ₹১০০০## ছাড়!
২,৫০,০০০ টাকার সোনা বা হিরের গয়না কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সোনার নাকছাবি
গ্রহরত্নে ১০%** ছাড়!
হিরের গয়নায় ৫০%# পর্যন্ত ছাড়! (মজুরিতে)
পুরোনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন
রুপোর গয়নায় ফ্ল্যাট ১০% ছাড়!
কস্টিউম গয়নায় ২০%* পর্যন্ত ছাড়!
লাকি ড্র তে জিতুন আকর্ষণীয় পুরস্কার!
সোনার নাকছাবি, স্মার্ট টিভি, এয়ার ফ্রায়ার, ট্রলি ব্যাগ, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স ও আরও অনেক কিছু!
লাকি ড্র হবে: ২৯ ও ৩০ অক্টোবর, ২০২৪
বিভিন্ন ওজনের সোনা ও রুপোর কয়েন পাওয়া যাচ্ছে
Gifty
Gift Voucher
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
নতুন শোরুমঃ তমলুক - পদুমবাসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২
কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
5% EXTRA CASHBACK*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Cashback: ₹4,000 per card account. Validity: 24 Oct - 30 Oct 2024. T&C Apply.
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/102